ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

পাতঞ্জলদর্শনম্।

(সূত্র, রাজমার্ত্তণ্ডাখ্যবৃত্তি ও বঙ্গানুবাদ-সমেত।)

শ্রীলশ্রীপূজ্যপাদ ভগবান্ সান্দ্রানন্দ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে
চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "বেদান্তসার"
"পঞ্চদশী" এবং "দর্শনশাস্ত্রাদি" প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

(যোড়াসাঁকো ; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্ ; কলিকাতা।)

কলিকাতা।

বাগবাজার ; রাজারাজবল্লভ ষ্ট্রীট্, ৮৪ নং নব-সারস্বত যন্ত্রে
শ্রীনবকুমার বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৮০৬, শ্রাবণ।

উৎসর্গ।

বিদ্বন্মনঃসরসীরুহ-দিবাকরশাস্ত্রপরাগরঞ্জিত-শেখর যশঃ
প্রকাশীকৃতদিঘলয় শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাস্থার
জ্যোতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর কে,
সি, এস্, আই, মহোদয়ে।

রাজন্!

আপনি স্বদেশহিতৈষী ও আর্য্যসমাজের মুখ্য-পাত্র, আপনার মাতৃভক্তির প্রতিভা ভারতমাতারও অপরিসীম ঔজ্জ্বল্য সাধন করিতেছে। আপনাদিগের পুরুষানুক্রমে সংস্কৃতশাস্ত্রের চর্চ্চা ও সংস্কৃতগ্রন্থ প্রচারের বিশেষ যত্ন ও উৎসাহ দেখিতেছি। পরন্তু আপনি আমাদিগকে যথেষ্ট স্নেহ করিয়া থাকেন, আমি আপনার সেই অকৃত্রিম স্নেহের কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ "পাতঞ্জলদর্শন" খানি আপনার করকমলে অর্পণ করিলাম। আপনি সস্নেহে গ্রহণ করিলেই আমি চরিতার্থতা লাভ করিব। অলমতি পল্লবিতেন।

অনুগত

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল।

ভূমিকা।

—oo—

আমি যে বহু পরিশ্রম, অর্থব্যয় ও যথাসাধ্য যত্ন এবং উৎসাহসহকারে ক্রমশঃ আমাদিগের প্রাচীন লুপ্তপ্রায় শাস্ত্রসমূহ, চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "পঞ্চদশী" "বেদান্তসার" এবং অন্যান্য বেদান্ত ও দর্শন-শাস্ত্রাদি বঙ্গানুবাদ সহিত প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা আমার ব্যবসার নিমিত্ত নহে, কিম্বা ইহার আয়দ্বারা যে আমাদিগের সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিব, ইহাও আমার উদ্দেশ্য নহে। ইহার মূল উদ্দেশ্য এই যে, অধুনা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, আমাদিগের হিন্দুসমাজমধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিরই ক্রমশঃ পরমার্থতত্ত্ব লাভ করিবার অভি-প্রায়ে সনাতন ধর্ম্মের প্রতি যথেষ্ট আস্থা জন্মিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সময়ের অবস্থানুসারে সাধারণ লোকের মধ্যে অধিকাংশ লোকের সংস্কৃতভাষা বিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত তাহারা সনাতন-ধর্ম্মশাস্ত্র সমুদয়ের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়-ঙ্গম-করিতে নিতান্ত অক্ষম হইয়া ব্যক্তি বিশেষের উপদেশ ও বক্তৃতার প্রতি নির্ভর করিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে আয়াস স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু অধুনা যাঁহারা ধর্ম্মের নেতা

হইয়া সাধারণের সমীপে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন এবং যাঁহারা স্বীয় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য পুরুষানুক্রমে গুরু হইয়া আসিতেছেন ও অন্যকে ধর্ম্মে দিক্ষীত করিতেছেন, তাঁহারাও যে শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন এবং শিষ্যদিগকেও যে প্রকৃত পরমার্থতত্ত্বপ্রদান করিতেছেন, তদ্বিষয়ে সাধারণের সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মণানবগতি প্রযুক্ত নিঃসংশয় হইবার উপায় নাই। এই জন্য ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদিগের কোন ক্রমেই ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস ও গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা জন্মিতেছে না এবং পরমার্থের পথে গমন করিয়াও স্বয়ং তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না। অতএব এইরূপ সঙ্কট সময়ে যাহাতে প্রত্যেক ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেই আর্য্য-ঋষিদিগের প্রাণধন উপনিষৎ, বেদান্ত ও দর্শনশাস্ত্রাদির প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক পরমার্থতত্ত্বলাভ করিতে পারেন, ইহাই আমার শ্রীশ্রীআচার্য্য মহাপ্রভুর কৃপায় এই জীবনের সারসঙ্কল্প।

এক্ষণে রাজমার্ত্তণ্ডাখ্যবৃত্তি সহিত "পাতঞ্জলদর্শন" প্রকাশিত হইল। অতঃপর আস্তিকদর্শন কয়েক খানি, অর্থাৎ গৌতমের ন্যায়, কণাদের বৈশেষিক, কপিলের সাংখ্য, পতঞ্জলির যোগ, জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসা এবং ব্যাসকৃত উত্তরমীমাংসা যাহা "বেদান্তদর্শন" নামে প্রসিদ্ধ, এই ষড়-

দর্শন ভাষ্য, টীকা ও বঙ্গালা-অনুবাদ সহিত একত্রে প্রতি-মাসে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত করিবার একান্ত ইচ্ছা রহিল। এক্ষণে সাধু মহাত্মাদিগের কৃপাদৃষ্টি থাকিলেই নিশ্চয় আমি আমার উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিব। কিমধিক-মিতি।

উপনিষৎ কার্য্যালয়।
১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট ;
যোড়াসাঁকো ; কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল।

সূচীপত্র।

॥ শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ ॥

পাতঞ্জলদর্শনম্।

রাজমার্ত্তণ্ডাখ্যবৃত্তিসহিতম্।

দেহার্দ্ধযোগঃ শিবযোঃ স শ্রেয়াংসি তনোতু বঃ।
দুষ্প্রাপমপি যৎ স্মৃত্যা জনঃ কৈবল্যমশ্নুতে ॥ ১ ॥
ত্রিবিধান্যপি দুঃখানি যদনুস্মরণান্নৃণাম্।
প্রয়ান্তি সদ্যো বিলয়ং তং স্তুমঃ শিবমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

গ্রন্থের প্রারম্ভে আশীর্ব্বাদ, নমস্কার ও বস্তুনির্দ্দেশ ইহাদিগের অন্যতম প্রক্রিয়া আবশ্যক, এই নিমিত্ত বৃত্তিকার স্বীয় গ্রন্থের আদিতে লোকাচারপ্রসিদ্ধ আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিতেছেন।--শিব ও দুর্গা সর্ব্বদা পরস্পর দেহার্দ্ধ সংমীলনপূর্ব্বক অবস্থিত আছেন, তাঁহাদিগের সেই দেহার্দ্ধযোগ তোমাদিগের মঙ্গল বিতরণ করুন। যদিও অর্দ্ধাঙ্গ মিলিতরূপ কেহ সহজে লাভ করিতে পারে না, কিন্তু উহা স্মরণ করিলেও মনুষ্য কৈবল্য ভোগ করিতে পারে ॥ ১ ॥

যাঁহাকে স্মরণ করিলে মনুষ্যমাত্রেরই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখরাশি তৎক্ষণাৎ বিলয় পায়, সেই অব্যয়াত্মা শিবকে অভিবন্দন করি ॥ ২ ॥

পাতঞ্জলদর্শনম্।

পতঞ্জলিমুনেরুক্তিঃ কাপ্যপূর্ব্বা জয়ত্যসৌ।
পুংপ্রকৃত্যোর্ব্বিয়োগোঽপি যোগইত্যুদিতো যথা ॥ ৩ ॥
জয়ন্তি বাচঃ ফণিভর্ত্তুরান্তর-স্ফুরত্তমঃস্তোমনিশাকরত্বিষঃ।
বিভাব্যমানাঃ সততং মনাংসিয়ঃ সতাং সদানন্দময়ানি কুর্ব্বতে ॥৪॥
শব্দানামনুশাসনং বিদধতা পাতঞ্জলে কুর্ব্বতা
বৃত্তিং রাজমৃগাঙ্কসংজ্ঞকমপি ব্যাতন্বতা বৈদ্যকে।
বাক্‌চেতোবপুষাং মলঃ ফণিভৃতাং ভর্ত্তেব যেনোদ্ধৃত-
স্তস্য শ্রীরণরঙ্গমল্লনৃপতের্ব্বাচো জয়ন্ত্যুজ্জ্বলাঃ ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ যতপ্রকার যোগশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে পতঞ্জলি-প্রণীত গ্রন্থই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাঁর ন্যায় যোগাভ্যাসপ্রণালী কেহ কখন উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই। ইহাঁরমতে প্রকৃতিপুরুষের বিয়োগই যোগ শব্দের অর্থ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যেরূপ প্রক্রিয়াদ্বারা পরমাত্মাকে মায়াহইতে বিচ্ছিন্ন করা যায়,তাহাকেই পতঞ্জলিমুনি যোগ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন ॥৩॥

পতঞ্জলিমুনির বাক্য সকল আন্তরিক তমোরাশির শশাঙ্ককিরণ স্বরূপ। যেমন চন্দ্র কিরণে নৈশ তমোরাশি বিনাশ করিয়া জগৎ আলোকিত করে, সেইরূপ পতঞ্জলিমুনির এই যৌগিক বাক্যসকল যোগিগণের আন্তরিক অজ্ঞানস্তোম ধ্বংস করিয়া চিত্তকে পবিত্র করিতে পারে। যাঁহারা সর্ব্বদা পতঞ্জলি-প্রণীত বাক্য সকল চিন্তা করিয়া তাহার প্রকৃত মর্ম্মের অবগতি লাভ করিতে পারেন, এই বাক্য সকল তাঁহাদিগের চিত্তকে সর্ব্বদা আনন্দিত করে ॥ ৪ ॥

যিনি শব্দানুশাসনশাস্ত্র অর্থাৎ ফণিভাষ্যনামক পাণিনিগ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করিয়া বাক্যশুদ্ধির প্রণালী বিধান করিয়াছেন, যিনি পাতঞ্জল-যোগসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া জনসাধারণের চিত্তবৃত্তির শুদ্ধি সম্পাদন করিয়াছেন, যিনি রাজমৃগঙ্কনাম বৈদ্যকগ্রন্থপ্রণয়ন করিয়া কায়শোধন বিধান করিয়াছেন, পরন্তু এইরূপে যিনি বাক্য, চিত্ত ও শরীরের মলাপনয়ন করিয়াছেন, সেই শ্রীরণ-রঙ্গমল্লনৃপতির* বাক্যবচনাপ্রণালী সর্ব্বোৎকর্ষরূপে প্রতীয়মান হউক ॥ ৫ ॥

---

* মহারাজাধিরাজ শ্রীভোজদেবের অপর এক উপাধি।

দুর্ব্বোধং যদতীব তদ্বিজহতি স্পষ্টার্থমত্যুক্তিভিঃ
স্পষ্টার্থেষ্বতিবিস্তৃতিং বিদধতি ব্যর্থৈঃ সমাসাদিকৈঃ।
অস্থানেঽনুপযোগিভিশ্চ বহুভির্জ্জল্পৈর্ভ্রমং তন্বতে
শ্রোতৃণামিতি বস্তুবিপ্লবকৃতঃ সর্ব্বেঽপি টীকাকৃতঃ॥ ৬॥
উৎসৃজ্য বিস্তরমুদস্য বিকল্পজালং
ফল্গুপ্রকাশমবধার্য্য চ সম্যগর্থান্।
সন্তঃ পতঞ্জলিমতে বিবৃতির্ম্ময়েয়
মাতন্যতে বুধজনপ্রতিবোধহেতুঃ॥ ৭॥

অন্যান্য টীকাকারগণ যে সকল টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে অনেক প্রকার দোষ দৃষ্ট হয়। তাঁহারা স্বীয় ব্যাখ্যেয় গ্রন্থের যে যে স্থল অতি দুর্ব্বোধ বিবেচনা করিয়াছেন, সেই সকল স্থল পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের গ্রন্থ দৃষ্টি করিলে প্রায়ই দুর্ব্বোধ শব্দের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায় না, আর যে সকল স্থল অতি সুস্পষ্ট বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাহাই ব্যাসবাক্য ও প্রতিবাক্য প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং অস্থানে বহুবিধ অনুপযুক্ত বাক্য প্রয়োগকরিয়া পাঠকবর্গের ভ্রান্তি জন্মাইয়াছেন। সেই সকল ব্যাখ্যা দর্শনে গ্রন্থের মর্ম্মাবগতিদূরে থাকুক, বরং নানারূপ সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ সকল ব্যাখা শ্রোতৃবর্গেরও বিরক্তিকর হইয়া উঠে, অতএব আমি এই পতঞ্জলি-প্রণীত যোগসূত্রের বিবরণে অতিবিস্তৃতি দোষ পরিহার করিয়া সন্দেহ সূচক বাক্যপ্রয়োগ বর্জ্জন পুরঃসর যাহাতে সুস্পষ্টরূপে সম্যক্ প্রকারে অর্থ-বোধ হইতে পারে, এইরূপে বিশদ করিয়া পাতঞ্জলিরচিত যোগসূত্রের বৃত্তি প্রণয়ন করিব। যেন মৎপ্রণীত এই বৃত্তি পাঠ করিলে বুধবর্গের সন্তোষ জন্মিতে পারে, পরন্তু ইহাতে কোন কূট ব্যাখ্যা, অতিরিক্ত বাগ্বিন্যাস বা ভ্রম-সূচক বাক্যপ্রয়োগ প্রভৃতি দোষের সংস্রব থাকিবে না॥ ৬-৭॥

যোগপাদোনাম

অথ প্রথমঃ পাদঃ।

অথ যোগানুশাসনম্ ॥ ১ ॥

অনেন সূত্রেণ শাস্ত্রস্য সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনান্যাখ্যায়ন্তে। অথশব্দোঽধিকারদ্যোতকো মঙ্গলার্থকশ্চ। যোগো যুক্তিঃ সমাধানম্। যুজ সমাধৌ। অনুশিষ্যতে ব্যাখ্যায়তে লক্ষণস্বরূপ ভেদোপায়ফলৈর্যেন তদনুশাসনম্। যোগস্যানুশাসনম্ যোগানুশাসনম্। তৎ আশাস্ত্রপরিসমাপ্তেরধিকৃতং বোদ্ধব্যমিত্যর্থঃ। তত্র শাস্ত্রস্য ব্যুৎপাদ্যতয়া যোগঃ সসাধনঃ সফলোঽভিধেয়ঃ। তদ্ব্যুৎপাদনঞ্চ ফলম। ব্যুৎপাদিতস্য যোগস্য কৈবল্যং ফলম্। শাস্ত্রাভিধেয়যোঃ প্রতিপাদ্যপ্রতিপাদকভাবঃ লক্ষণঃ সম্বন্ধঃ। অভিধেয়স্য যোগস্য চ তৎ ফলস্য চ কৈবল্যেন সাধ্যসাধনভাবঃ। এতদুক্তং ভবতি ব্যুৎপাদ্যস্য যোগস্য সাধনানি শাস্ত্রেণ প্রদর্শ্যন্তে তৎসাধনসিদ্ধো যোগঃ কৈবল্যাখ্যং ফলমুৎপাদয়তীতি ॥ ১ ॥

এই গ্রন্থ যোগানুশাসনশাস্ত্র, এই গ্রন্থে যোগশাস্ত্র বিবৃত হইবে। গ্রন্থকার প্রথমতঃ "অথ" শব্দপ্রয়োগদ্বারা মঙ্গলাচরণ প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং এই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত পর্য্যন্ত যোগপ্রণালী ও তাহার ফল প্রভৃতি বর্ণিত হইবে। এই শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলেই যোগসাধনে ক্ষমতা জন্মে, যোগসাধনে অধিকারী হইয়া প্রকৃতরূপে যোগাভ্যাস করিলেই কৈবল্যফল লাভ হয়। একমাত্র কৈবল্যলাভই যোগসাধনের ফল নহে, তাহাতে ঐহিকে দীর্ঘজীবন প্রভৃতি অন্যান্য সাধারণ ফললাভও হইয়া থাকে। গ্রন্থকার অগ্রে "অথ যোগানুশাসনং" এই সূত্রদ্বারা যোগশাস্ত্রের সম্বন্ধ, প্রয়োজন ও অভিধেয় লক্ষণ বিবৃত করিয়াছেন। যোগসাধন ও তৎফল স্বরূপ কৈবল্যের যে সাধ্যসাধন ভাব, তাহাই এই স্থলে সম্বন্ধ; যোগসাধনদ্বারা সাধকের কৈবল্যরূপ ফললাভই এই শাস্ত্রের প্রয়োজন; এই জন্যই এই যোগশাস্ত্র-

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥ ২ ॥

তত্র কো যোগ ইত্যাহ। চিত্তস্য নির্ম্মলসত্ত্বপরিণামরূপস্য যাঃ বৃত্তয়োঽঙ্গাঙ্গিভাবপরিণামরূপাস্তাসাং নিরোধো বহির্ম্মুখতয়া পরিণতিবিচ্ছেদাদন্তর্ম্মুখতয়া প্রতিলোমপরিণামেন স্বস্বকারণে লয়ো যোগ ইত্যাখ্যায়তে। স চ নিরোধঃ সর্ব্বাসাং চিত্তভূমীনাং সর্ব্বপ্রাণিনাং ধর্ম্মঃ কদাচিৎ কস্যাঞ্চিৎ বুদ্ধিভূমৌ আবির্ভবতি। তাশ্চ ক্ষিপ্তং মূঢ়ং বিক্ষিপ্তং একাগ্রং নিরুদ্ধমিতি চিত্তস্য ভূময়ঃ চিত্তস্যাবস্থাবিশেষাঃ। তত্র ক্ষিপ্তং রজস উদ্রেকাদস্থিরং বহির্ম্মুখতয়া সুখ দুঃখাদিবিষয়েষু ব্যবহিতেষু বিকল্পিতেষু সন্নিহিতেষু বা রজসা প্রেরিতং তচ্চ সদৈব দৈত্যদানবাদীনাম্। মূঢ়ং তমস উদ্রেকাৎ কৃত্যাকৃত্য-বিভাগমন্তরেণ ক্রোধাদিভির্ব্বিরুদ্ধকৃত্যেষ্বেব নিয়মিতং তচ্চ সদৈব রক্ষঃ পিশাচাদীনাম্। বিক্ষিপ্তং সত্ত্বোদ্রেকাৎ বৈশিষ্ট্যেন পরিহৃত্য দুঃখসাধনং সুখসাধনেষ্বেব শব্দাদিষু প্রবৃত্তং তচ্চ সদৈব দেবানাম্। এতদুক্তং ভবতি রজসা প্রবৃত্তিরূপং তমসা পরাপকারনিয়তং সত্ত্বেন সুখময়ং চিত্তং ভবতীতি। এতাস্তিস্রশ্চিত্তাবস্থাঃ সমাধাবনুপযোগিন্যঃ। একাগ্রনিরুদ্ধরূপে দ্বে চ সত্ত্বোৎকর্ষাৎ যথোত্তরমবস্থিতত্বাৎ সমাধাবুপযোগং ভজেতে। সত্ত্বাদিক্রমব্যুৎক্রমে তু অয়মভিপ্রায়ঃ। দ্বয়োরপি রজস্তমসোরত্যন্তহেয়ত্বেঽপ্যেতদর্থং রজসঃ প্রথমমুপাদানম্। যাবন্ন প্রবৃত্তির্দ্দর্শিতা তাবন্নিবৃত্তির্ন শক্যতে দর্শয়িতুমিতি দ্বয়োর্ব্ব্যত্যয়েন প্রদর্শনম্।

শিক্ষায় লোকের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই শাস্ত্রদ্বারা যোগের সাধন প্রণালী প্রদর্শিত হইবে এবং সেই যোগাভ্যাসই কৈবল্যফল সমুৎপাদন করিবে ॥ ১ ॥

এইক্ষণ কাহাকে যোগ বলাযায়, এই আশঙ্কায় যোগ লক্ষণ কথিত হইতেছে।—চিত্তবৃত্তি-নিরোধের নাম যোগ; যোগদ্বারা পরিণামে চিত্তের নির্ম্মলতা সাধিত হয়, অন্তঃকরণের বৃত্তিসকল বাহ্যবিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া স্বকারণে লয় হইলেই যোগহইয়া থাকে। এইরূপ চিত্তবৃত্তিনিরোধ সর্ব্বপ্রাণিগত ধর্ম্ম; কিন্তু সকলের ভাগ্যে উহা ঘটে না, কদাচিৎ কাহার বুদ্ধিতে আবির্ভূত হয়। ঐ চিত্তবৃত্তির নানারূপ অবস্থা হইয়া থাকে; যথা—ক্ষিপ্ত,

সত্ত্বস্য তু এতদর্থং পশ্চাৎ প্রদর্শনং যৎ তস্যোৎকর্ষেণোত্তরে দ্বে ভূমী যোগোপযোগিন্যাবিতি। অনয়োর্দ্বয়োরেকাগ্রনিরুদ্ধয়োর্ভূম্যোর্যশ্চিত্তস্যৈকাগ্রতা-

---

মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র, ও নিরুদ্ধ ইত্যাদি বহুবিধ অবস্থা হয়। ক্রমশঃ চিত্তের এই সকল অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে। রজোগুণের উদ্রেক হইলে চিত্তের যে অস্থিরাবস্থা হয়, তাহার নাম চিত্তের ক্ষিপ্তাবস্থা। এই অবস্থাতে চিত্ত বাহ্য বিষয়ে আশক্ত হইয়া সুখদুঃখাদি ভোগে নিযুক্ত হয়। রজোগুণই চিত্তকে ঐ সকল বিষয়ে প্রেরণ করে। দৈত্যাদানবাদির চিত্তের এইরূপ অবস্থা হয়। এইক্ষণ চিত্তের মূঢ়াবস্থা কথিত হইতেছে,—তমোগুণের উদ্রেকবশতঃ চিত্তের কার্য্যাকার্য্যভাগের বিবেচনা শক্তি তিরোহিত হয় এবং চিত্ত ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া বিরুদ্ধকার্য্যাদিতে অনুরক্ত হয়। এইরূপ অবস্থা সর্ব্বদা রাক্ষস ও পিশাচাদির চিত্তক্ষেত্রে উদিত হইয়া থাকে। অনন্তর চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থাবর্ণিত হইতেছে,—এই অবস্থাতে সত্ত্বগুণের উদ্রেকহেতু চিত্ত দুঃখসাধন সাধুবিগর্হিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সুখসাধনীভূত সজ্জন সেবিত আত্মোৎকর্ষজনক ব্রতাদিকার্য্যে অনুরক্ত হয়। এইরূপ অবস্থা সাধারণের চিত্তভূমিতে উৎপন্ন হয় না, কেবল দেবতাদিগের মানসক্ষেত্রই উক্তরূপ সদ্বীজ বপনের উপযুক্ত স্থল। এই বিষয়ে শাস্ত্রান্তরের প্রমাণ দৃষ্টি করিলে জানা যায় যে, চিত্ত রজোগুণ দ্বারা অভিভূতহইলে নানাপ্রকার প্রবৃত্তির বাধ্য হইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করে, রজোগুণের আক্রমণে আক্রান্ত হইলে পরাপকার ব্রতে দীক্ষিত হয় এবং ভাগ্যবশতঃ যদি কাহারও চিত্তে সত্ত্বগুণের উদয় হয়, তাহা হইলে তাহার কোনরূপ দুঃখলেশও থাকে না, কেবল সর্ব্বদা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব হইতে থাকে। পরন্তু চিত্তগত উক্ত ত্রিবিধ অবস্থাই সমাধির অনুপযোগী। সমাধি বিষয়ে ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত এই অবস্থাত্রয় কোনরূপ কার্য্যকারী হয় না। কিন্তু একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই অবস্থাদ্বয় সত্ত্বোৎকর্ষবশতঃ পরস্পর সমাধির উপযোগী হয়। অগ্রে ঈশ্বর বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতা হইয়া পরে তাহার নিরোধাবস্থা উপস্থিত হয় এবং চিত্তের নিরুদ্ধাবস্থা উপস্থিত হইলেই সমাধি হইতে পারে; সুতরাং উক্ত অবস্থাদ্বয় সমাধির বিশেষ উপযোগী বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। সত্ত্ব.

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্ ॥ ৩ ॥

রূপঃ পরিণামঃ স যোগ ইত্যুক্তং ভবতি। একাগ্রে বহির্ব্বৃত্তিনিরোধঃ। নিরুদ্ধে চ সর্ব্বাসাং বৃত্তীনাং সংস্কারাণাং চ প্রবিলয় ইত্যনয়োরেব ভূম্যো-র্যোগস্য সম্ভবঃ ॥ ২ ॥

ইদানীং সূত্রকারঃ চিত্তবৃত্তিনিরোধপদানি ব্যাখ্যাতুকামঃ প্রথমং চিত্তপদং ব্যাচষ্টে। দ্রষ্টুঃ পুরুষস্য তস্মিন্ কালে স্বরূপে চিন্মাত্ররূপতায়ামবস্থানং স্থিতির্ভবতি। অয়মর্থঃ উৎপন্নবিবেকখ্যাতে চিৎসংক্রমাভাবাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমাননিবৃত্তৌ প্রোচ্ছন্নপরিণামায়াং বুদ্ধৌ চ আত্মনঃ স্বরূপেণাবস্থানং স্থিতির্ভবতি ॥ ৩ ॥

রজঃ ও তমঃ, এইরূপ ক্রম পাঠ প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু চিত্তবৃত্তি বিবরণে তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। প্রথমে রজোগুণের, পরে তমোগুণের এবং সর্ব্বান্তে সত্বগুণের কার্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে জানা যায় যে, রজঃ ও তমোগুণকে অবশ্য পরিত্যাগ করিবে, কদাচ উক্ত গুণদ্বয়কে মনে স্থান দিবে না, এই জন্য প্রথমে রজোগুণের কার্য্য উল্লিখিত হইয়াছে। রজোগুণেতে প্রবৃত্তি এবং সত্বগুণেতে নিবৃত্তি হয়, অগ্রে প্রবৃত্তি না হইলে নিবৃত্তি হইতে পারে না, অতএব পর্য্যায়ক্রম পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে রজোগুণের অবস্থা উক্ত হইয়াছে। সত্বগুণের উৎকর্ষ দ্বারাই রজোগুণজনিত ক্ষিপ্তাবস্থা ও তমোগুণসম্ভূত মূঢ়াবস্থা যোগের উপযোগী হয়, এই নিমিত্ত উক্ত অবস্থা দ্বয়ের পরে সত্বগুণোৎপন্ন অবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত অবস্থা দ্বয় নিরুদ্ধ হইলে চিত্তের একাগ্রতারূপ যে পরিণাম হয়, তাহাই যোগ বলিয়া উক্ত আছে। চিত্তের একাগ্রতা হইলেই বাহ্যবৃত্তি সকল নিরুদ্ধ হয়, এবং চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে সর্ব্বপ্রকার সংস্কারেরও লয় হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

এইক্ষণ যোগ-সূত্রকার পতঞ্জলিমুনি চিত্তবৃত্তিনিরোধ ব্যাখ্যা করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ চিত্তের বিবরণ নিরূপণ করিতেছেন—যখন কোন পুরুষের চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইয়া সমাধি উপস্থিত হয়, সেই সময়ে চিন্মাত্রস্বরূপে চিত্তের অবস্থিতি হইয়া থাকে। সমাধিকালে বিবেক উৎপন্ন হইলে চিত্তের অন্যবিষয়ে আসক্তি থাকে না, তখন কর্ত্তৃত্ব অভিমান নিবৃত্তি হইয়া কেবল সেই আত্মস্বরূপে চিত্ত অবস্থিত থাকে এবং বুদ্ধির পরিণামও সমাচ্ছাদিত হয় ॥৩॥

বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র ॥ ৪ ॥

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টা অক্লিষ্টাঃ ॥ ৫ ॥

ব্যুত্থানদশায়ান্তু তস্য কিং রূপম্? ইত্যাহ। ইতরত্র যোগাদন্যস্মিন্ কালে বৃত্তয়ো যা বক্ষ্যমাণলক্ষণাস্তাভিঃ সারূপ্যং তদ্রূপত্বম্। অয়মর্থঃ। যাদৃশ্যো বৃত্তয়ো দুঃখমোহসুখাদ্যাত্মিকাঃ প্রাদুর্ভবন্তি তাদৃগ্রূপ এব সংবেদ্যতে ব্যবহর্ত্তৃভিঃ পুরুষঃ। তদেবং যস্মিন্নেকাগ্রতয়া পরিণতে বস্তুনি চিতিশক্তেঃ স্বস্মিন্ রূপে প্রতিষ্ঠানং ভবতি যস্মিংশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তিদ্বারেণ বিষয়াকারেণ পরিণতে পুরুষস্তদ্রূপাকার এব পরিভাব্যতে যথা জলতরঙ্গেষু চলৎসু চন্দ্রশ্চলন্নিব প্রতিভাসতে তচ্চিত্তম্ ॥ ৪ ॥

বৃত্তিপদং ব্যাখ্যাতুমাহ। বৃত্তয়শ্চিত্তপরিণামবিশেষাঃ বৃত্তিসমুদায়লক্ষণস্য অবয়বিনো যা অবয়বভূতা বৃত্তয় স্তদপেক্ষয়া তয়প্রত্যয়ঃ। এতদুক্তং ভবতি। পঞ্চবৃত্তয়ঃ কীদৃশ্যঃ? ক্লিষ্টাঃ অক্লিষ্টাঃ। ক্লেশৈর্বক্ষ্যমাণলক্ষণৈরাক্রান্তাঃ ক্লিষ্টাঃ। তদ্বিপরীতা অক্লিষ্টাঃ ॥ ৫ ॥

ব্যুত্থানদশাতে অর্থাৎ যোগের অনুৎপত্তি সময়ে চিত্তের কিরূপ অবস্থা হয়, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, যতকাল যোগের উৎপত্তি না হয়, ততকাল চিত্ত-বৃত্তির স্বরূপ হইয়া থাকে। যখন চিত্তের যেরূপ বৃত্তির প্রাদুর্ভূত হয়, তখন চিত্ত সেইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া থাকে। সুখ, দুঃখ, মোহাদিস্বরূপ চিত্তের নানাবিধ বৃত্তি আছে, চিত্ত ঐ সকল বৃত্তির অনুসারে সুখদুঃখাদি অনুভব করে। যোগের অনুৎপত্তিকালে চিত্ত কখন সুখ, কখন দুঃখ, কখন মোহ, কখন বা শোকের আক্রমণে অভিভূত থাকে। আর সমাধি উপস্থিত হইলে যখন চিত্তের একাগ্রতা সাধিত হয়, তখন চিত্ত চিন্ময় আত্মস্বরূপে অবস্থিত থাকে। যে সময়ে চিত্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা বিষয়াকারে পরিণত হয়, সেই সময়ে যেমন জলতরঙ্গে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পতিত হইলে একই চন্দ্র নানারূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ বিষয় ভোগকালেও চিত্ত নানারূপ অবস্থাপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

এইক্ষণ চিত্তের বৃত্তি সকল ব্যাখ্যাত হইতেছে। চিত্তের পরিণাম বিশেষ বৃত্তি সকল পঞ্চবিধ। উক্ত বৃত্তি সমুদায়ের মধ্যে কতিপয় ক্লিষ্ট, আর কতিপয়

প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয়ঃ ॥ ৬ ॥

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥ ৭ ॥

এতা এব পঞ্চবৃত্তয়ঃ সংক্ষিপ্য উদ্দিশ্যন্তে ॥ ৬ ॥

আসাং ক্রমেণ লক্ষণমাহ। অত্র অতিপ্রসিদ্ধত্বাৎ প্রমাণানাং শাস্ত্রে কারণভেদ-লক্ষণেনৈব গতত্বাৎ লক্ষণস্য পৃথক্ লক্ষণং ন কৃতম্। প্রমাণলক্ষণন্তু অবিসংবাদি-জ্ঞানং প্রমাণমিতি। ইন্দ্রিয়দ্বারেণ বাহ্যবস্তূপরাগাচ্চিত্তস্য তদ্বিষয়সামান্য-বিশেষাবধারণং প্রধানাবৃত্তিঃ প্রত্যক্ষম্। গৃহীতসম্বন্ধাৎ লিঙ্গাৎ লিঙ্গিনি সামান্যাধ্যবসায়োঽনুমানম্। আপ্তবচনং আগমঃ ॥ ৭ ॥

অক্লিষ্ট। যে বৃত্তিদ্বারা চিত্ত ক্লেশে আক্রান্ত হয়, তাহাকে ক্লিষ্টবৃত্তি এবং যে বৃত্তিদ্বারা চিত্তের কোন ক্লেশ হয় না ববং সুখ হইয়া থাকে, উহাকে অক্লিষ্ট বৃত্তি বলে ; এই সকল বৃত্তির বিশেষ বিবরণ পরে বিবৃত হইতেছে ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বসূত্রে পঞ্চপ্রকার চিত্তবৃত্তি উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ সংক্ষেপে সেই বৃত্তি সকল বিবৃত হইতেছে।—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি—এই পঞ্চবিধ চিত্তবৃত্তি কথিত আছে ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বসূত্রোক্ত পঞ্চবিধ চিত্তবৃত্তির লক্ষণ বিবৃত হইতেছে, সূত্রকার সর্ব্বাগ্রে প্রমাণবৃত্তির লক্ষণ নিরূপণ করিতেছেন।—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্ত-বাক্য ইহাদিগকে প্রমাণ বলাযায়। এই সকল প্রমাণ অতিপ্রসিদ্ধ এবং এই সকল প্রমাণই শাস্ত্রীয় কারণ, ইহাদিগের লক্ষণ সর্ব্বশাস্ত্রেই ব্যক্ত আছে, সেই সকল লক্ষণ দৃষ্টেই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অর্থাবগতি হয় ; সুতরাং এই স্থলে আর প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের পৃথক্ লক্ষণ উক্ত হইল না। এই সকল প্রমাণ দ্বারা যে যে বিষয়ের সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হয়, তাহা অবিসংবাদী, তাহাতে কোন রূপ দোষের সংস্রব নাই, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা যে সকল জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহাই প্রমাজ্ঞান। ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বিষয়ে আকৃষ্ট হইলে সেই বস্তুতে চিত্তের অনুরাগ জন্মে। পরে প্রথমতঃ সামান্য বস্তুরূপে অবগতি হইয়া সেই সেই বিষয়ের বিশেষরূপ অর্থবোধ হয়, ইহার নাম প্রত্যক্ষ

বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৮ ॥

এবং প্রমাণরূপাং বৃত্তিং ব্যাখ্যায় বিপর্য্যয়রূপমাহ। অতথাভূতেঽর্থেঽত্ত-থোৎপদ্যমানং জ্ঞানং বিপর্য্যয়ঃ। যথা শুক্তিকায়াং রজতজ্ঞানম্। অতদ্রূপ প্রতিষ্ঠিতমিতি। তস্যার্থস্য যদ্রূপং তস্মিন্ রূপে ন প্রতিষ্ঠতি তস্যার্থস্য যৎ পারমার্থিকং রূপং ন তৎ প্রতিভাসয়তীতি যাবৎ সংশয়োঽপ্যতদ্রূপপ্রতিষ্ঠিত-ত্বান্মিথ্যাজ্ঞানং যথা স্থাণুর্ব্বা পুরুষো বা? ইতি ॥ ৮ ॥

প্রমাণ। এই প্রমাণ সর্ব্বপ্রকার প্রমাণের মধ্যে প্রধান। কোন বিষয়ে চিত্তের সম্বন্ধ হইলে হেতুদর্শনদ্বারা যে সামান্যরূপ অধ্যবসায় হয়, তাহার নাম অনুমান; এই প্রমাণদ্বারা সর্ব্বপ্রকার পদার্থের বোধ হইয়া থাকে এবং আপ্তবাক্যের নাম আগম। যে সকল ব্যক্তি ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য, তাহাদিগকে আপ্ত বলাযায়, অর্থাৎ যাহাদিগের বাক্যে ভ্রমাদি কোনরূপ দোষ দৃষ্ট হয় না, তাঁহারা যাহা বলেন, তাহাই যথার্থ ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বসূত্রে প্রমাণ বৃত্তির ব্যাখ্যা করিয়া এই সূত্রে বিপর্য্যয়বৃত্তি নিরূপণ করিতেছেন।—এক বস্তুকে যে অন্যবস্তু বলিয়া ভ্রম জ্ঞান হয়, তাহারই নাম বিপর্য্যয়। যেমন শুক্তিতে রজত জ্ঞান। কখন কখন শুক্তি দর্শনে রজত বলিয়া ভ্রান্তি উপস্থিত হয়, এই ভ্রমজ্ঞানকেই বিপর্য্যয় বলাযায়। এই জ্ঞান প্রকৃত পদার্থে হয় না, রজতেতে যে রজত বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহাকে বিপর্য্যয় বলা যায় না এবং যৎকালে বিপর্য্যয় জ্ঞান হয়, সেই সময়ে যে পদার্থে ঐ ভ্রমজ্ঞান হয়, তখন সেই পদার্থের বোধ থাকে না। যেমন শুক্তিতে যখন রজত বলিয়া ভ্রম হয়, তখন শুক্তিকে আর শুক্তি বলিয়া বোধ থাকে না। সংশয়কেও বিপর্য্যয় বলাযায়; কারণ যেমন কোন একটী শাখাবিহীন বৃক্ষকে অন্ধকারাদি প্রতিবন্ধকতাবশতঃ বৃক্ষ কি মনুষ্য কিছুই নিশ্চয় হয় না, কখন বা তাহাকে বৃক্ষ এবং কখন বা পুরুষ বলিয়া বোধ হয়, তখন কোন একটী জ্ঞানেরও স্থিরতা হয় না, এইরূপ জ্ঞানই সংশয় জ্ঞান। এই জ্ঞানকেও বিপর্য্যয় বলিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ ॥ ৯ ॥

অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা ॥ ১০ ॥

বিকল্পবৃত্তিং ব্যাখ্যাতুমাহ। শব্দজনিতং জ্ঞানং শব্দজ্ঞানং তদনুপতিতুং শীলং যস্য সঃ শব্দজ্ঞানানুপাতী। বস্তুনস্তথাত্বমনপেক্ষমাণোঽধ্যবসায়ঃ বিকলল্প ইত্যুচ্যতে। যথা পুরুষস্য চৈতন্যং স্বরূপমিতি। অত্র দেবদত্তস্য কম্বল ইতি শব্দজনিতে জ্ঞানে ষষ্ঠ্যা যোঽধ্যবসিতো ভেদ স্তমিহাবিদ্যমানমপি সমারোপ্য প্রবর্ত্ততেঽধ্যবসায়ঃ। বস্তুতস্ত চৈতন্যমেব পুরুষঃ ॥ ৯ ॥

নিদ্রাং ব্যাখ্যাতুমাহ। অভাবপ্রত্যয় আলম্বনং যস্যাঃ সা তথোক্তা এতদুক্তং ভবতি। যা সন্ততং উদ্রিক্তত্বাত্তমসঃ সমস্তবিষয়পরিত্যাগেন প্রবর্ত্ততে বৃত্তিঃ সা নিদ্রা। তস্যাশ্চ সুখমহমস্বাপ্সমিতি স্মৃতিদর্শনাৎ স্মৃতেশ্চানুভবব্যতিরেকেণানুপপত্তের্ব্বৃত্তিত্বম্ ॥ ১০ ॥

এইক্ষণে বিকল্পবৃত্তি বর্ণিত হইতেছে।—বস্তুরস্বরূপ অপেক্ষা না করিয়া কেবল শব্দজন্য জ্ঞানানুসারে যে একপ্রকার বোধ হয়, তাহাকেই বিকল্প বৃত্তি বলে। যেমন "দেবদত্তের কম্বল" এইস্থলে দেবদত্তের স্বরূপ যে চৈতন্য, তাহার অপেক্ষা না করিয়া দেবদত্ত ও কম্বলের যে ভেদ জ্ঞান হয়, তাহাই বিকল্পবৃত্তি ॥ ৯ ॥

মনুষ্যের যে পঞ্চবিধ বৃত্তি আছে; তন্মধ্যে প্রমাণ, বিপর্য্যয় ও বিকল্প এই বৃত্তিত্রয়ের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ নিদ্রাবৃত্তির লক্ষণ কথিত হইতেছে।—যে অবস্থাতে চিত্তেতে সর্ব্ব-বিষয়ের অভাব উপলক্ষিত হয়, তাহাকে নিদ্রাবৃত্তি বলা যায়। এইবৃত্তি অজ্ঞানের উদ্রেকবশতঃ সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া চিত্তকে আক্রমণ করিয়া থাকে। নিদ্রার অবসানে "আমি সুখে নিদ্রিত ছিলাম" এইরূপ স্মৃতি হয়, কিন্তু অনুভব ব্যতিরেকে এইরূপ স্মৃতির সম্ভব হয় না, অতএব ইহাকেই বৃত্তি বলা যায় ॥ ১০ ॥

অনুভূতবিষয়া সংপ্রমোষঃ স্মৃতিঃ ॥ ১১ ॥

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ ॥ ১২ ॥

স্মৃতিং ব্যাখ্যাতুমাহ। প্রমাণেনানুভূতস্য বিষয়স্য যোহসমসংপ্রমোষঃ সংস্কার দ্বারেণ বুদ্ধাবারোহঃ সা স্মৃতিঃ। তত্র প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পোজাগ্রদবস্থা তএব তদনুভববলাৎ প্রত্যক্ষায়মাণাঃ স্বপ্নাঃ। নিদ্রা তু অসংবেদ্যমানবিষয়া। স্মৃতিশ্চ প্রমাণবিকল্পনিদ্রানিমিত্তা ॥ ১১ ॥

এবং বৃত্তীর্ব্যাখ্যায় সোপায়ং নিরোধং ব্যাখ্যাতুমাহ। অভ্যাসবৈরাগ্যে বক্ষ্যমাণলক্ষণে তাভ্যাং প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মরূপা যাবৃত্তয়স্তাসাং নিরোধো ভবতীত্যুক্তং ভবতি তাসাং বিনিবৃত্তবাহ্যাভিনিবেশানাং অন্তর্মুখতয়া স্বকারণ এব চিত্তে শক্তিরূপতয়াঽবস্থানম্। তত্র বিষয়দোষদর্শনজেন বৈরাগ্যেণ তদ্বৈমুখ্যমুৎপদ্যতে। অভ্যাসেন চ সুখজনকং শান্তপ্রবাহপ্রদর্শনদ্বারেণ দৃঢ়স্থৈর্য্যমুৎপদ্যতে। ইত্থং তাভ্যাং ভবতি চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বে প্রমাণদ্বারা যে যে বিষয় অনুভূত হইয়াছে, কালান্তরে সংস্কার দ্বারা সেই বিষয়ের যে বুদ্ধিতে আরোপ, তাহার নাম স্মৃতিবৃত্তি। উক্ত পঞ্চবিধ বৃত্তির মধ্যে প্রমাণ, বিপর্য্যয় ও বিকল্প এই বৃত্তিত্রয় জাগ্রদবস্থাতে অনুভূত হয়; সুতরাং ঐ ত্রিবিধ বৃত্তিকে প্রত্যক্ষায়মাণ বৃত্তি বলাযায়। সর্ব্বদাই উক্ত বৃত্তিত্রয়ের প্রত্যক্ষ হয়। নিদ্রাবৃত্তির কখন প্রত্যক্ষ হয় না, স্মৃতিরূপাবৃত্তি প্রমাণ, বিকল্প ও নিদ্রা এই বৃত্তিত্রয়-নিমিত্তিকা, এই ত্রিবিধ বৃত্তিই স্মৃতিবৃত্তির কারণ ॥ ১১ ॥

ক্রমতঃ প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এই বৃত্তি পঞ্চকের লক্ষণ কথিত হইয়াছে, এইক্ষণ সেই বৃত্তি সমূহের নিরোধের উপায় কথিত হইতেছে।—অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়। উক্ত বৃত্তি সকল বাহ্য বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া চিত্তেতে অবস্থিত হয়, সেই সময়ে বিষয়েতে নানাবিধ দোষদর্শন হইলে বৈরাগ্য উৎপত্তি হইয়া থাকে, এই বৈরাগ্যই চিত্তবৃত্তি সকলের বিষয়বৈমুখ্য উৎপাদন করে এবং চিরকাল শান্তিসুখ অনুভব করিতে করিতে চিত্ত স্থির হইয়া থাকে, তখন আর কোন বিষয়ে চিত্তবৃত্তির সঞ্চার হয় না। বৈরাগ্য ও অভ্যাসদ্বারা বৃত্তি

তত্র স্থিতৌ যত্নো ঽভ্যাসঃ ॥ ১৩ ॥

স তু দীর্ঘকালাদরনৈরন্তর্য্য সৎকারসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ ॥১৪॥

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্ ॥১৫॥

অভ্যাসং ব্যাখ্যাতুমাহ। বৃত্তিরহিতস্য চিত্তস্য স্বরূপনিষ্ঠঃ পরিণামঃ স্থিতিস্তস্যাং যত্ন উৎসাহঃ পুনঃ পুনস্তত্বেন চেতসি বিনিবেশনমভ্যাস ইতি উচ্যতে ॥ ১৩ ॥

তস্যৈব বিশেষমাহ। বহুকালং নৈরন্তর্য্যেণ আদরাতিশয়েন চ সেব্যমানো দৃঢ়ভূমিঃ স্থিরো ভবতি। দার্ঢ্যায় প্রভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

বৈরাগ্যস্য লক্ষণমাহ। দ্বিবিধো হি বিষয়ো দৃষ্ট আনুশ্রবিকশ্চ। দৃষ্ট ইহৈবোপ লভ্যমানঃ শব্দাদিঃ। দেবলোকাদাবানুশ্রবিকঃ। অনুশ্রূয়তে গুরুমুখা-

---

সকল নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। এই অভ্যাস ও বৈরাগ্যের লক্ষণ পর পর সূত্রে বিবৃত হইতেছে ॥ ১২ ॥

এইক্ষণে অভ্যাসের লক্ষণ বিবৃত হইতেছে,—চিত্ত হইতে বৃত্তি সকল বিদূরিত হইলেই ঐ চিত্ত স্থির হইয়া থাকে। এই বিষয়ের উৎসাহকে অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ চিত্তেতে অভিনিবেশকে অভ্যাস বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। যে সময়ে চিত্তবৃত্তি পূর্ণ হয়, সেই সময়ে চিত্তের স্থৈর্য্যসম্পাদনার্থ সর্ব্বদা উৎসাহ রাখিবে, তাহাহইলে আর চিত্তেতে কোন প্রকার বৃত্তির আবির্ভাব হয় না ॥ ১৩ ॥

বহুকাল ঐরূপ অভ্যাসকে আদরপূর্ব্বক সেবা করিলেই সেই অভ্যাস বদ্ধমূল হইতে থাকে। যে ব্যক্তি, উক্তরূপে নিরন্তর সেই অভ্যাস সাধনার্থ যত্নবান্ থাকে, তাহার সেই অভ্যাসের কদাচ অন্যথা হয় না, বরং ক্রমশঃ সেই অভ্যাস বদ্ধমূল হইয়া বৃত্তি সকলকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে ॥ ১৪ ॥

এইক্ষণ পূর্ব্ব কথিত বৈরাগ্যের লক্ষণ নিরূপণ করিতেছেন।—বিষয় সকল দ্বিবিধ—দৃষ্ট ও আনুশ্রবিক; ইহলোকে যে সকল বস্তু লাভকরা যায়,তাহা দৃষ্ট বিষয় এবং পরকালে স্বর্গলোকে যে সকল সুখভোগ সামগ্রী শ্রুত হয়, তাহাই

তৎপরং পুরুষখ্যাতেগুর্ণবৈতৃষ্ণ্যম্ ॥ ১৬ ॥

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সংপ্রজ্ঞাতঃ ॥১৭॥

দিত্যনুশ্রবোবেদস্তৎসমধিগত আনুশ্রবিকঃ। তয়োর্দ্বয়োরপি বিষয়য়োঃ পরিণামবিরসত্ব দর্শনাদ্বিগতগর্দ্ধস্য যা বশীকারসংজ্ঞা মমৈতে বশ্যা নাহমেষাং বশ্য ইতি যোঽয়ং বিমর্ষস্তদ্বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥ ১৫ ॥

তস্যৈব বিশেষমাহ। তদ্বৈরাগ্যং পরং প্রকৃষ্টং প্রথমং বৈরাগ্যং বিষয়বিষয়ং দ্বিতীয়ং গুণবিষয়ং উৎপন্ন গুণপুরুষবিবেকখ্যাতেরেব ভবতি নিরোধসমাধেরত্যন্তানুকূলত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

এবং যোগস্য স্বরূপমুক্ত্বা সংপ্রজ্ঞাতস্বরূপভেদমাহ। সমাধিরিতিশেষঃ সম্যক সংশয়বিপর্য্যয়রহিতত্বেন প্রজ্ঞায়তে প্রকর্ষেণ জ্ঞায়তে ভাব্যস্য রূপং যেন স সংপ্রজ্ঞাতঃ। সমাধির্ভাবনাবিশেষঃ। সবিতর্কাদিভেদাচ্চতুর্ব্বিধঃ। সবিতর্কঃ সবিচারঃ সানন্দঃ সাস্মিতশ্চ। ভাবনা ভাব্যস্য বিষয়ান্তরপরিহারেণ

আনুশ্রবিক। উক্ত উভয়বিধ বিষয়ই পরিণামবিরস, কোনরূপ বিষয়ই চিরকাল সুখপ্রদ হয় না, এই ভাবিয়া উভয়বিধ বিষয়ে নিস্পৃহ হইলে জ্ঞানের যে বশীকার, তাহার নাম বৈরাগ্য; সর্ব্ব বিষয়ের তৃষ্ণা বিগত হইলে বুদ্ধি আপন বশীভূত থাকে; তখন এইরূপ জ্ঞান হয় যে, এই সকল বিষয়ই আমার বশ্য, আমি কাহারও বশীভূত নহি। ইহাকেই বিষয়বৈরাগ্য বলিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

উক্ত বৈরাগ্য অতিপ্রকৃষ্ট পদার্থ, তাহাও আবার দ্বিবিধ; প্রথম বিষয়বৈরাগ্য, দ্বিতীয় গুণবৈরাগ্য। যে সকল পুরুষের জ্ঞানোদয় হইয়া সদসদ্বিবেক শক্তি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদিগেরই উভয়বিধ বৈরাগ্য জন্মিয়া থাকে। এই বৈরাগ্যই বৃত্তি নিরোধ রূপ যোগের অতিশয় অনুকূল। যাহার প্রকৃতরূপ বৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার চিত্তে কোন রূপ বৃত্তির সঞ্চার হইতে পারে না ॥ ১৬ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রে যোগের স্বরূপ বলিয়া ইদানীং সংপ্রজ্ঞাত সমাধির স্বরূপ বলিতেছেন।—সমাধি বিশেষের নাম সংপ্রজ্ঞাত; যে সমাধিদ্বারা ধ্যেয়বিষ-

চেতসি পুনঃ পুনর্নিবেশনং ভাব্যঞ্চ দ্বিবিধং ঈশ্বরস্তত্ত্বানি চ। তান্যপি দ্বিবিধানি জড়াজড়ভেদাৎ। জড়ানি চতুর্ব্বিংশতিঃ অজড়ঃ পুরুষঃ। তত্র যদা মহাভূতানীন্দ্রিয়াণি স্থূলানি বিষয়ত্বেনাদায় পূর্ব্বাপরানুসন্ধানেন শব্দার্থোল্লেখসম্ভেদেন ভাবনা ক্রিয়তে তদা সবিতর্কঃ সমাধিঃ। অস্মিন্নেব অবলম্বনে পূর্ব্বাপরানুসন্ধানশব্দোল্লেখশূন্যত্বেন যদা ভাবনা প্রবর্ত্ততে তদা নির্ব্বিতর্কঃ। তন্মাত্রান্তঃকরণলক্ষণং সূক্ষ্মবিষয়মালম্ব্য তস্য দেশকালধর্ম্মাবচ্ছেদেন যদা ভাবনা তদা সবিচারঃ। তস্মিন্নেব অবলম্বনে দেশকালধর্ম্মাবচ্ছেদং বিনা ধর্ম্মিমাত্রাবভাসিত্বেন ভাবনা ক্রিয়মাণা নির্ব্বিচারঃ ইত্যুচ্যতে। এবং পর্য্যন্তঃ সমাধির্গ্রাহ্যসমাপত্তিরিতি ব্যপদিশ্যতে। যদা তু রজস্তমোলেশানুবিদ্ধমন্তঃকরণসত্বং ভাব্যতে তদা গুণভাবাচ্চিতিশক্তেঃ সুখপ্রকাশময়স্য সত্বস্য ভাব্যমানস্যোদ্রেকাৎ সানন্দঃ সমাধির্ভবতি। তস্মিন্নেব সমাধৌ যে বদ্ধধৃতয়স্তত্ত্বান্তরং প্রধান পুরুষরূপং ন পশ্যন্তি তে বিগতদেহাহঙ্কারত্বাদ্বিদেহশব্দবাচ্যাঃ। ইয়ং গ্রহণসমাপত্তিঃ। ততঃ পরং রজস্তমোলেশানভিভূতশুদ্ধসত্বমালম্বনীকৃত্য যা প্রবর্ত্ততে ভাবনা তস্যাং গ্রাহ্যস্য সত্বস্য ন্যগ্‌ভাবাৎ চিতিশক্তেরুদ্রেকাৎ

য়ের সম্যক্‌রূপ পরিজ্ঞান হয়, কোনরূপ সংশয় বা বিপর্য্যয় থাকে না, তাহার নাম সংপ্রজ্ঞাত সমাধি। ভাবনা বিশেষের নাম সমাধি, এই সমাধি চতুর্ব্বিধ, সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ ও সাস্মিত। চিত্ত হইতে বিষয়ান্তরের সম্পর্ক পরিহারপূর্ব্বক চিত্তেতে পুনঃ পুনঃ ধ্যেয়বস্তুর অভিনিবেশের নাম ভাবনা। সেই ধ্যেয় বস্তু আবার দ্বিবিধ—ঈশ্বর ও তত্ত্ব, অর্থাৎ ঈশ্বর ও তত্ত্ব এই উভয়ই লোকের ধ্যেয়। সেই তত্ত্ব পুনর্ব্বার দ্বিবিধ দৃষ্ট হয়, জড় ও অজড়, বাক্ পাণি প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বজড় এবং পুরুষ (আত্মা) অজড়। এইক্ষণ বৃত্তিকার সবিতর্কাদি চতুর্ব্বিধ সমাধির লক্ষণ নিরূপণ করিতেছেন।—স্থূল মহাভূত সকলকে ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া তত্ত্ব সকলের পূর্ব্বাপরানুসন্ধানপূর্ব্বক শব্দ ও অর্থের উল্লেখ সম্ভাবনা সহকারে যে ভাবনা, তাহার নাম সবিতর্ক সমাধি। এই সমাধিতে পূর্ব্বাপরানুসন্ধান ও শব্দার্থোল্লেখ ব্যতিরেকে যে ভাবনা প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে নির্ব্বিতর্ক সমাধি বলে। অন্তঃকরণ হইতে বিষয়ান্তর অপসারিত করিয়া কেবল সেই সূক্ষ্মধ্যেয় বস্তুকে অবলম্বনপূর্ব্বক

সত্তামাত্রাবশেষত্বেন সমাধিঃ সাস্মিত ইত্যুচ্যতে। ন চাহঙ্কারাস্মিতয়োরভেদঃ শঙ্কনীয়ঃ। যতো যত্রান্তঃকরণ-মহমিতি উল্লেখেন বিষয়ান্ বেদয়তে সোঽহঙ্কারঃ। যত্রান্তর্ম্মুখতয়া প্রতিলোমপরিণামে প্রকৃতিলীনে চেতসি সত্তামাত্রং অবভাতি সা সাস্মিতা। অস্মিন্নেব সমাধৌ যে কৃতপরিতোষাঃ পরং পরমাত্মানং পুরুষং ন পশ্যন্তি তেষাং চেতসি স্বকারণে লয়মুপাগতে প্রকৃতিলয়া ইত্যুচ্যন্তে যে পরং পুরুষং জ্ঞাত্বা ভাবনায়াং প্রবর্ত্তন্তে তেষামিয়ং বিবেকখ্যাতিগ্রহীতৃসমাপত্তিরিত্যুচ্যতে। তত্র সংপ্রজ্ঞাতে সমাধৌ চতস্রোঽবস্থাঃ শক্তিরূপতয়াঽবতিষ্ঠন্তে। তত্রৈকৈকস্যাস্ত্যাগে উত্তরোত্তরা ইতি চতুরবস্থোঽয়ং সংপ্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ॥ ১৭॥

দেশকালানুসারে বিচার করিয়া ভাবনা করিলেই সবিচার সমাধি হয়। দেশ কালাদি ধর্ম্ম ব্যতিরেকে কেবল সূক্ষ্ম বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক যে ভাবনা, তাহার নাম নির্ব্বিচার সমাধি। উক্ত কতিপয় প্রকার সমাধিই গ্রাহ্য হইয়া থাকে এবং এই সকল সমাধিরই সমাপনও হয়। যে সময়ে অন্তঃকরণে রজঃ ও তমোগুণের লেশমাত্র থাকে না, উক্ত গুণদ্বয়ের আধিক্য অনুভূত হয় না, সেই সময়ে সুখ প্রকাশময় সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইতে থাকে, ইহাকেই সানন্দসমাধি কহে। এই সমাধিতে যাহারা তত্ত্ব ভিন্ন অন্য কোন প্রধান পুরুষকে দর্শন করে না, অর্থাৎ (কোনরূপ মূর্ত্তি ভাবনা করে না) তাহাদিগের কোনরূপ দেহাহঙ্কার নাথাকা প্রযুক্ত তাহাদিগকে বিদেহ বলা যায়, তৎপর অন্তঃকরণ হইতে রজঃ ও তমোগুণের সম্পর্ক বিদূরিত হইলে কেবল সত্ত্বমাত্রকে অবলম্বন করিয়া যে ভাবনা হয়, তাহাতেই চিৎশক্তির উদ্রেক হইতে থাকে। ইহারই নাম সাস্মিত সমাধি। যদি বল, এইক্ষণে অহঙ্কার ও সাস্মিত—সমাধি অভিন্ন হইল; এই আশঙ্কায় সিদ্ধান্ত স্বরূপে বলিতেছেন।—যাহাতে অন্তঃকরণ অহংশব্দের উল্লেখে বিষয় সকল পরিজ্ঞাত হয়, তাহার নামঅহঙ্কার এবং যখন চিত্ত বাহ্যবিষয়ে বহির্ম্মুখ হইয়া প্রকৃতিতে লীন হয়, তাহাতে কেবল শত্তা মাত্র প্রকাশ পায়, তখনই সাস্মিত সমাধি বলা যায়,যাহারা এই সমাধি আশ্রয় করিয়াই পরিতুষ্ট হইয়াছে, পরমপুরুষ পরমাত্মাকে লক্ষ্য করে না, তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ স্বীয়কারণী-

বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বকঃ সংস্কারবিশেষোঽন্যঃ ॥১৮॥

অসংপ্রজ্ঞাতমাহ। বিরম্যতেঽনেনেতি বিরামো বিতর্কাদিচিন্তাত্যাগঃ। বিরামশ্চাসৌ প্রত্যয়শ্চেতি বিরামপ্রত্যয়স্তস্যাভ্যাসঃ পৌনঃ পুন্যেন চেতসি বিনিবেশনম্। তত্র যা কাচিৎ বৃত্তিরুল্লসতি তস্যা নেতি নেতীতি নৈরন্তর্য্যেণ পর্য্যুদসনং বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসঃ তৎপূর্ব্বঃ সংপ্রজ্ঞাতসমাধিঃ সংস্কারাবিশেষো যঃ তদ্বিলক্ষণোঽয়মসংপ্রজ্ঞাত ইত্যর্থঃ। ন তত্র কিঞ্চিদ্বেদ্যং অসংপ্রজ্ঞাতো-নির্ব্বীজঃ সমাধিঃ ইহ চতুর্ব্বিধঃ চিত্তস্য পরিণামঃ ব্যুত্থানং সমাধিপ্রারম্ভো নিরোধ একাগ্রতা চ। ক্ষিপ্তমূঢ়ে চিত্তভূমী ব্যুত্থানং বিক্ষিপ্তা ভূমিশ্চ। সত্ত্বো-দ্রেকাৎ সমাধিপ্রারম্ভঃ নিরুদ্ধৈকাগ্রতে চ পর্য্যন্তভূমৌ প্রতি পরিণামঞ্চ

ভূত পরমাত্মাতে লয় পায়, ইহাকে প্রকৃতিলয় বলিয়া থাকে। যাহারা সেই পরমপুরুষ পরমাত্মাকে জানিয়া ভাবনাতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের বিবেক-খ্যাতি হইয়া থাকে, উহাই গৃহীত সমাপত্তি বলে। সংপ্রজ্ঞাত সমাধির যে চারি অবস্থা কথিত হইল, উক্ত অবস্থা চতুষ্টয়ের মধ্যে এক এক অবস্থা উত্তীর্ণ হইলে উত্তরোত্তর অবস্থার অধিকার হয়। এইরূপ চারি অবস্থা অর্থাৎ সবি-তর্ক, সবিচার, সানন্দ ও সাস্মিত এই সমাধি চতুষ্টয় হইলেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

অতঃপর অসম্প্রজ্ঞাতসমাধি নিরূপণ করিতেছেন।—বিতর্কাদি চিন্তা পরি-ত্যাগের অভ্যাস করিতে করিতে অন্তঃকরণে যে একপ্রকার প্রবৃত্তির উদয় হয়, তাহার নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। সর্ব্বদা তন্ন তন্নরূপে অসার সংসারকে নিরাকরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ চিত্ত হইতে সর্ব্ব বিষয়ের পরিহার করিতে হয়, তাহাহইলেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির আবির্ভাব হইতে থাকে। এই সমাধি হইলে কোন বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকে না। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি নির্ব্বীজ অর্থাৎ অকা-রণেই উৎপন্ন হইতে থাকে। এই সমাধিকালেও চিত্তের চারিপ্রকার অবস্থা হয়, প্রথম সমস্ত বিষয়ের বিচার, দ্বিতীয় সমাধিপ্রারম্ভ, তৃতীয় চিত্তবৃত্তিনিরোধ এবং চতুর্থ একাগ্রতা। তখন মনঃ কেবল একমাত্র ধ্যেয়বিষয়ে অনুরক্ত হয়, অন্য কোন বিষয়ে তাহার সম্পর্কমাত্রও থাকে না। চিত্তের ব্যুত্থানজন্য সংস্কা-রকে সমাধি-প্রারম্ভজনিত সংস্কার বিনষ্ট করে। সমাধিপ্রারম্ভেএইরূপ এক

ভবপ্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্ ॥ ১৯ ॥

সংস্কারাঃ। তচ্চ ব্যুত্থানজনিতাঃ সংস্কারাঃ সমাধিপ্রারম্ভজৈঃ সংস্কারৈঃ প্রত্যাহন্যন্তে তজ্জাশ্চৈকাগ্রতাজৈঃ নিরোধজনিতৈরেকাগ্রতাজাঃ নিরোধজাঃ সংস্কারাঃ স্বরূপঞ্চ হন্যন্তে। যথা সুবর্ণসংবলিতং ধ্মায়মানং সীসমাত্মানং সুবর্ণমলঞ্চ নির্দ্দহতি। এবমেকাগ্রতাজনিতান্ সংস্কারান্ নিরোধজাঃ স্বাত্মানঞ্চ নির্দ্দহন্তি ॥ ১৮ ॥

তদেবং যোগস্য স্বরূপং ভেদঞ্চ সংক্ষেপেণোপায়াংশ্চ অভিধায় বিস্তররূপেণোপায়ং যোগাভ্যাসপ্রদর্শনপূর্ব্বকমুপক্রমতে। বিদেহাঃ প্রকৃতিলয়াশ্চ বিতর্কাদিভূমিকাসূত্রে ব্যাখ্যাতাঃ তেষাং সমাধিঃ ভবপ্রত্যয়ঃ ভবঃ সংসারঃ স এব প্রত্যয় কারণং যস্য স ভবপ্রত্যয়ঃ। অয়মর্থঃ আধিমাত্রান্তর্ভূতা এব তে সংসারে তথাবিধসমাধিভাজো ভবন্তি তেষাং পরতত্ত্বাদর্শনাদ্ যোগাভ্যাসো-

---

অনির্ব্বচনীয় সংস্কার উৎপন্ন হয় যে, তখন অন্য বিষয়ে অনুরাগ থাকে না। আবার যখন চিত্তবৃত্তি নিরোধজনিত সংস্কার বদ্ধমূল হয়, তখন আর সমাধিপ্রারম্ভজনিত সংস্কার থাকে না। পরে একাগ্রতাজন্য সংস্কার জন্মিলেই চিত্তবৃত্তি নিরোধজন্য সংস্কারকে বিনষ্ট করে। যেমন সুবর্ণের সহিত সীস্ মিশ্রিত করিয়া দগ্ধ করিলে সেই সীস্ নিজে দগ্ধ হয় ও সুবর্ণের মল দগ্ধ করে, সেই রূপ উক্ত সংস্কার সকল পরস্পর বিনষ্ট হইয়া আত্মাকে নির্ম্মল করিতে থাকে ॥ ১৮ ॥

ইতিপূর্ব্বে যোগের স্বরূপ, তাহার প্রকার ভেদ ও সংক্ষেপে যোগাভ্যাসের উপায় কথিত হইল, এইক্ষণ যোগাভ্যাস প্রদর্শনপূর্ব্বক সবিস্তর যোগাভ্যাসের উপায় নিরূপণ করিতেছেন। বিদেহ ও প্রকৃতিলয়ের লক্ষণ পূর্ব্ব সূত্রে বিবৃত হইয়াছে। যাহারা বিদেহ ও প্রকৃতিলয় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে, এই সংসারই তাহাদিগের সমাধিব কারণ। সংসার মাত্র পরিজ্ঞানকেই তাহারা সমাধি বলে এবং তাহারা সেইরূপ সমাধির অধিকারী হয়। তাহাদিগের ভাগ্যে পরমতত্ত্ব দর্শন ঘটে না। অতএব যাঁহারা প্রকৃত মুক্তি কামনা করিয়া থাকেন, যোগাভ্যাসদ্বারা পরমতত্ত্বজ্ঞান ও পরমতত্ত্ব ভাবনাতে তাহাদিগের যত্নকরা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ॥ ১৯ ॥

শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্ব্বক ইতরেষাম্ ॥ ২০ ॥

হ্যয়ং অতঃপরতত্ত্বজ্ঞানে তদ্ভাবনায়াঞ্চ মুক্তিকামেন মহান্ যত্নো বিধেয় ইত্যে-তদর্থমুপদিষ্টম্ ॥ ১৯ ॥

তদন্যেষান্তু। বিদেহপ্রকৃতিলয়ব্যতিরিক্তানাং শ্রদ্ধাদিপূর্ব্বকঃ। তে চ শ্রদ্ধাদয়ঃ পূর্ব্বে উপায়া যস্য স শ্রদ্ধাদিপূর্ব্বকঃ। তে চ শ্রদ্ধাদয়ঃ ক্রমাদুপায়োপেয়-ভাবেন প্রবর্ত্তমানাঃ সংপ্রজ্ঞাতসমাধেরুপায়তাং প্রতিপদ্যন্তে। তত্র শ্রদ্ধা—যোগবিষয়ে চেতসঃ প্রসাদঃ। বীর্য্যমুৎসাহঃ। স্মৃতিরনুভূতা সংপ্রমোষঃ। সমাধিরেকাগ্রতা। প্রজ্ঞা প্রজ্ঞাতব্যবিবেকঃ। তত্র শ্রদ্ধাবতো বীর্য্যং জায়তে যোগবিষয়ে উৎসাহবান্ ভবতি। সোৎসাহস্য চ পাশ্চাত্যানুভূতিষু স্মৃতি-রুৎপদ্যতে তৎস্মরণাচ্চ চেতঃ সমাধীয়তে সমাহিতচিত্তশ্চ ভাব্যং সম্যগ্বিবে-কেন জানাতি। তত্র তে সংপ্রজ্ঞাতস্য সমাধেরুপায়াঃ তস্যাভ্যাসাৎ পরাচ্চ বৈরাগ্যাৎ ভবতি অসংপ্রজ্ঞাতঃ ॥ ২০ ॥

যাহারা বিদেহ বা প্রকৃতিলয় মধ্যে পরিগণিত নহে, শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞাদ্বারা তাহাদিগের অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি হয়। শ্রদ্ধা প্রভৃতিই তাহাদিগের অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির উপায়। 'যোগসাধনে চিত্তের প্রসন্নতাকে শ্রদ্ধা বলা যায়, সেই বিষয়ে উৎসাহের নাম বীর্য্য, অনুভূত বিষয়ে অস্মরণকে স্মৃতি বলে, চিত্তের একাগ্রতার নাম সমাধি এবং জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিবেককে প্রজ্ঞা বলে। পরমতত্ত্ব পরিজ্ঞান বিষয়ে শ্রদ্ধা হইলেই সেই কার্য্য সাধনে উৎসাহ হইতে থাকে। উৎসাহ হইলেই পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ হয়, অর্থাৎ তখন তত্ত্বচিন্তন স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়া থাকে। পরে সেই ধ্যেয় বিষয় স্মরণ করিতে করিতে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে। তখন আর অন্য বিষয়ে চিত্তের অনুরাগ থাকে না, কেবল সেই যোগসাধনেই চিত্ত তৎপর থাকে। এইরূপে ভাবনীয় বিষয় চিন্তা করিতে করিতে সেই চিন্তনীয় পদার্থের সম্যক্ বিবেক-শক্তির উদ্ভব হয়, সেই বিবেকশক্তিদ্বারা পরমতত্ত্ব জানিতে পারে। অতএব এই সকলই সংপ্রজ্ঞাত সমাধির উপায়, এই সকল উপায়দ্বারা সংপ্র-জ্ঞাত সমাধির অভ্যাস হইলেই পরম-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, সেই বৈরাগ্য হইতেই অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ ॥ ২১ ॥

মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাত্ততোঽপি বিশেষঃ ॥ ২২ ॥

উক্তোপায়বতাং যোগিনাং উপায়ভেদাদ্ভেদানাহ। সমাধিলাভঃ ইতি শেষঃ। সংবেগঃ ক্রিয়াহেতুর্দৃঢ়তরঃ সংস্কারঃ। স তীব্রো যেষামধিমাত্রোপায়ানাং তেষাং সমাধিলাভঃ সমাধিফলঞ্চাসন্নং ভবতি শীঘ্রমেব সম্পদ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

কে তে তীব্রসংবেগাঃ ইত্যাহ। তেভ্য উপায়েভ্যো মৃদ্বাদিভেদভিন্নেভ্য-উপায়বতাং বিশেষো ভবতি মৃদুর্মধ্য অধিমাত্র ইত্যুপায়ভেদাঃ। তে প্রত্যেকং মৃদুসংবেগ মধ্যসংবেগ তীব্রসংবেগভেদাৎ ত্রিধা। তদ্ভেদেন চ নবযোগিনো-ভবন্তি মৃদূপায়ো মৃদুসংবেগঃ মধ্যসংবেগঃ তীব্রসংবেগঃ। মধ্যোপায়ঃ মৃদু-সংবেগঃ মধ্যসংবেগঃ তীব্রসংবেগঃ। অধিমাত্রোপায়ঃ মৃদুসংবেগঃ মধ্যসংবেগঃ তীব্রসংবেগঃ। অধিমাত্রে উপায়ে তীব্রে চ সংবেগে চ মহান্ যত্নঃ কর্ত্তব্য ইতি ভেদোপদেশঃ ॥ ২২ ॥

যোগসাধনের নানাপ্রকার উপায় কথিত হইল, ঐ সকল উপায়ভেদে যোগিগণেরও নানাপ্রকার বিভিন্নতা আছে, এইক্ষণ সেই সকল উপায়ের বিভিন্নতা বশতঃ যোগিবৃন্দের বৈষম্য নিরূপণ করিতেছেন।—যাহারা তীব্র-সংবেগশালী তাহাদিগের সমাধি নিকটবর্ত্তী। সর্ব্বদা যোগানুষ্ঠান দ্বারা যাহা-দিগের দৃঢ়তর সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহারা অনায়াসে অতিশীঘ্র সমাধির ফল ভোগ করিতে পারে। ক্রিয়াদক্ষ ব্যক্তিই সহজে ও অতিঅল্প সময় মধ্যে কার্য্য সিদ্ধি করিতে সমর্থ হয় ॥ ২১ ॥

কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে তীব্রসংবেগশালী বলা যায়, এইক্ষণ তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—যোগসাধনের উপায় ত্রিবিধ; মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র। যাহারা ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করে, তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ ফল হইয়া থাকে। মৃদু-উপায়, মধ্য-উপায় ও অধিমাত্র-উপায়, ইহারা পুনরায় প্রত্যেকে ত্রিবিধ; মৃদুসংবেগ, মধ্যসংবেগ ও তীব্রসংবেগ; সুতরাং যোগিদিগের উপায় সকল নবপ্রকার হইল। মৃদু-উপায়—মৃদুসংবেগ, মধ্যসংবেগ ও তীব্রসংবেগ, মধ্য-উপায়—মৃদুসংবেগ মধ্যসংবেগ ও তীব্রসংবেগ। অধি-

ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা ॥ ২৩ ॥

ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঈশ্বরঃ ॥২৪॥

ইদানীমেতদুপায়বিলক্ষণং সুগমমুপায়ান্তরং দর্শয়িতুমাহ। ঈশ্বরো-বক্ষ্যমাণলক্ষণঃ তত্র প্রণিধানং ভক্তিবিশেষঃ বিশিষ্টমুপাসনং সর্ব্বক্রিয়াণাং তত্রার্পণং বিষয়সুখাদিকং ফলমনিচ্ছন্ সর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্তস্মিন্ পরমগুরাবর্পয়তি তৎ প্রণিধানং সমাধেস্তৎফললাভস্য চ প্রকৃষ্ট উপায়ঃ ॥ ২৩ ॥

ঈশ্বরস্য প্রণিধানাৎ সমাধিলাভ ইত্যুক্তং তত্রেশ্বরস্য স্বরূপং প্রমাণং প্রভাবং বাচকং উপাসনাক্রমং তৎ ফলঞ্চ ক্রমেণ বক্তুমাহ। ক্লিশ্নন্তীতি ক্লেশা অবি-দ্যাদয়ো বক্ষ্যমাণাঃ বিহিতপ্রসিদ্ধব্যামিশ্ররূপাণি কর্ম্মাণি। বিপচ্যন্ত ইতি বিপাকাঃ কর্ম্মফলানি। জাত্যায়ুর্ভোগা আফলবিপাকাচ্চিত্তভূমৌ শেরত ইত্যা শয়ো বাসনাখ্যসংস্কারঃ তৈরপরামৃষ্টঃ ত্রিষপি কালেষু ন সংস্পৃষ্টঃ। পুরুষ-বিশেষঃ অন্যেভ্যঃ পুরুষেভ্যো বিশিষ্যতে ইতি বিশেষঃ ঈশ্বর ঈশনশীল ইচ্ছা-মাত্রেণ সকলজগদুদ্ধরণক্ষমঃ। যদ্যপি সর্ব্বেষামাত্মনাং ক্লেশাদিস্পর্শো নাস্তি তথাপি চিত্তগতাস্তেষামুপদিশ্যন্তে। যথা যোদ্ধৃগতৌ জয়পরাজয়ৌ স্বামিনঃ। অস্য তু ত্রিষপিকালেষু তথাবিধোঽপি ক্লেশাদিপরামর্শোনাস্তি অতঃ সবিলক্ষণ এব ভগবানীশ্বরঃ। তস্য চ তথাবিধমৈশ্বর্য্যমনাদেঃ সত্ত্বোৎকর্ষাৎ তস্য সত্ত্বোৎ-

---

মাত্র-উপায়—মৃদুসংবেগ, মধ্যসংবেগ ও তীব্রসংবেগ। উক্ত উপায় সকলের মধ্যে অধিমাত্র উপায়ের অন্তর্গত তীব্রসংবেগে যত্নকরা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ॥ ২২ ॥

উক্ত উপায় সকল হইতে অতিরিক্ত ও অতিসুগম যোগসাধনোপায় নিরূ-পণ করিতেছেন।—বক্ষ্যমাণ ঈশ্বর প্রণিধানই যোগসাধনের প্রধান উপায়, সবিশেষ ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরোপাসনাই প্রণিধান। ভক্তিসহকারে সমস্ত ক্রিয়া ঈশ্বরেতে সমর্পণ করিয়া বিষয়ভোগাদি-ফলাভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক ঈশ্বরারা-ধনা করিলেই সমাধির ফললাভ হয়, ইহাই যোগসাধনের প্রকৃষ্ট উপায় ॥ ২৩ ॥

পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত হইল যে, ঈশ্বরপ্রণিধান দ্বারা সমাধির ফল লাভ হয়, এইক্ষণ সেই ঈশ্বরের স্বরূপ, প্রমাণ, প্রভাব, বাচক, এবং উপাসনা ক্রমতঃ বলিতেছেন।—ক্লেশকর্ম্ম ও কর্ম্মফল বাসনাদ্বারা অপরামৃষ্ট পুরুষবিশেষকে

কর্ষস্তপ্রকৃষ্টাৎ জ্ঞানাদেব ন চ অনয়োর্জ্ঞানৈশ্বর্য্যয়োরিতরেতরাশ্রয়ত্বং পরস্পরা-নপেক্ষত্বাৎ। তে দ্বে জ্ঞানৈশ্বর্য্যে ঈশ্বরসত্ত্বে বর্ত্তমানে অনাদিভূতে তেন তথা-বিধেন সত্ত্বেন তস্যানাদিরেব সম্বন্ধঃ। প্রকৃতিপুরুষসংযোগবিয়োগয়োরীশ্বরেচ্ছা-ব্যতিরেকেণানুপপত্তেঃ যথেতরেষাং প্রাণিনাং সুখদুঃখমোহাত্মকতয়াপরিণতঃ চিত্তং নির্ম্মলে সাত্ত্বিকে ধর্ম্মানুপ্রখ্যে প্রতিসংক্রান্তং চিচ্ছায়াসংক্রান্তঃ সংবেদ্যং ভবতি নৈবমীশ্বরস্য তস্য কেবল এব সাত্ত্বিকঃ পরিণাম উৎকর্ষবান্ অনাদি-সম্বন্ধেন ভোগ্যতয়া ব্যবস্থিতঃ অতঃ পুরুষান্তরবিলক্ষণতয়া স এব ঈশ্বরঃ।

ঈশ্বর বলা যায়। যে অনির্ব্বচনীয় পুরুষের কোনরূপ ক্লেশ নাই, তিনি সর্ব্বদাই পরমানন্দস্বরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান্ আছেন। যিনি কোনরূপ বিহিত বা অবিহিত কর্ম্ম করেন না, যাহার কোনরূপ কর্ম্মফল ভোগ নাই, যিনি কর্ম্ম-ফলের ভোগপর্য্যন্ত বাসনাখ্য সংস্কারের বশীভূত নহেন এবং এইরূপে যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়েই সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত,সেই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পরমপুরুষই ঈশ্বর। সেই ঈশ্বর সর্ব্বপ্রকার পুরুষের মধ্যে বিশেষ গুণশালী, তাঁহার সদৃশ পুরুষ আর নাই। তিনি ইচ্ছামাত্রই অনন্ত স্পর্শাদি-জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতে পারেন। যদি বল, সকলেরই আত্মা ক্লেশ-শূন্য, তবে আর ঈশ্বরেতে মনুষ্যে কি বিশেষ রহিল? ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, যদিও আত্মার ক্লেশাদিস্পর্শ নাই বটে, কিন্তু চিত্তগত ক্লেশাদিকেই আত্মার ক্লেশাদি বলা যায়। যেমন যোদ্ধৃবর্গ যে যুদ্ধক্ষেত্রে জয় কিম্বা পরাজয় লাভ করে, তাহাতেই স্বামীর জয়াজয় হইয়া থাকে। সেইরূপ চিত্তগত ক্লেশাদি সংস্পর্শ-দ্বারা আত্মারই ক্লেশস্পর্শাদি অনুমিত হইয়া থাকে। সাধারণলোকের ন্যায় ত্রিকালের কোনকালেই ঈশ্বরের ক্লেশাদিসংস্পর্শ নাই। অতএব সেই সর্ব্বা-তিরিক্ত পুরুষই ভগবান্ ঈশ্বর। সেই ঈশ্বরেরও অনাদিঐশ্বর্য্য ও প্রকৃষ্টজ্ঞান বর্ত্তমান আছে। কেবল সেই অনাদিভূত ঈশ্বরেরই সত্ত্বোৎকর্ষ আছে, অপর কাহারও সেইরূপ সত্ত্বোৎকর্ষ নাই। তাঁহারই ইচ্ছাতে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ বিয়োগ হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছাব্যতিরেকে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ বিয়োগের অন্য কারণ নাই, সেই প্রকৃতিই অন্যান্য প্রাণিগণের চিত্তকে সুখ দুঃখময় দেহাদিতে পরিণত করে, সাধারণ প্রাণীর নানাপ্রকার অবস্থা হইয়া

তত্র নিরতিশয়ং সার্ব্বজ্ঞ্যবীজম্ ॥ ২৫ ॥

মুক্তাত্মনাস্তু পুনঃ পুনঃ ক্লেশাদিযোগস্তৈস্তৈঃ শাস্ত্রোক্তৈরুপায়ৈর্নিবর্ত্তিতঃ অস্য পুনঃ সর্ব্বদৈব তথা বিধত্বান্ন মুক্তাত্মতুল্যত্বম্ ন চেশ্বরাণামনেকত্বং তেষাং তুল্যত্বে ভিন্নাভিপ্রায়ত্বাৎ কার্য্যস্যৈবানুপপত্তেঃ উৎকর্ষাপকর্ষযুক্তত্বে য এবোৎকৃষ্টঃ স এবেশ্বরঃ অত্রৈব কাষ্ঠাপ্রাপ্তত্বাদৈশ্বর্য্যস্য ॥ ২৪ ॥

এবমীশ্বরস্য স্বরূপমভিধায় প্রমাণমাহ। তস্মিন্ ভগবতি সর্ব্বজ্ঞত্বস্য যদ্বীজং অতীতানাগতাদিগ্রহস্যাল্পত্বং মহত্বঞ্চ মূলত্বাদ্বীজমিব বীজং তৎ তত্র নিরতিশয়ং কাষ্ঠাং প্রাপ্তং দৃষ্টা হ্যল্পত্বমহত্বাদীনাং ধর্ম্মাণাং সাতিশয়ানাং কাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ। যথা পরমাণাবল্পত্বস্য আকাশে পরমমহত্বস্য এবং জ্ঞানাদয়োঽপি চিত্তধর্ম্মাঃ তারতম্যেন পরিদৃশ্যমানাঃ ক্বচিন্নিরতিশয়তা মাসাদয়ন্তি যত্র চৈতে

থাকে,কিন্তু ঈশ্বরের তাহা হয় না,তিনি কেবল সাত্ত্বিক পরিণাম স্বরূপ ; অতএব সেই ঈশ্বর সকল পুরুষ হইতে বিলক্ষণ পুরুষ। সেই ঈশ্বরের পরিজ্ঞানেই মুক্তি হইয়া থাকে, মুক্তপুরুষদিগের শাস্ত্রোক্ত উপায়দ্বারা পুনঃ পুনঃ ক্লেশ যোগ নিবৃত্ত হয়,কিন্তু সর্ব্বদাই ঈশ্বরের ক্লেশনিবৃত্তি আছে ; সুতরাং তাঁহাকে মুক্তপুরুষদিগের তুল্যও বলা যায় না। উৎকর্ষাপকর্ষদ্বারাই ঈশ্বর ও পুরুষদিগের বিশেষ জানা যায়। যিনি সর্ব্বোৎকর্ষরূপে বিদ্যমান আছেন, তিনিই ঈশ্বর ॥ ২৪ ॥

এইক্ষণ ঈশ্বরত্বের প্রমাণ নিরূপণ করিতেছেন।—সেই ভগবান্ ঈশ্বরেতে সর্ব্বজ্ঞত্বের যে মূল-কারণ বিদ্যমান আছে, তাহাই ঈশ্বরত্বের প্রমাণ। তিনি ভূত ও ভবিষ্যৎ বিষয় সকল সর্ব্বদা জানিতেছেন, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বপ্রধান। তাঁহার যেমন সর্ব্বজ্ঞ গুণ আছে, এমন সর্ব্বজ্ঞত্ব গুণ আর কাহারও নাই। অণুত্ব ও মহত্বাদিগুণ সেই ঈশ্বরের ঈশ্বত্বের প্রমাণ, পরমাণুর অণুত্ব ও আকাশের মহত্বত্বই তাঁহার ঈশ্বরেত্বর প্রমাণ। তিনিই পরমাণুর সূক্ষ্মত্ব ও আকাশের মহত্ত্ব প্রদানকরিয়াছেন। জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি ধর্ম্মসকলও তাঁহার ঈশ্বত্বের প্রমাণ। ঈশ্বরভিন্ন জ্ঞানাদি চিত্তবৃত্তির ধর্ম্ম প্রদান করিতে কে পারে? এই সকল গুণ যাঁহাতে বর্ত্তমান আছে, তিনিই ঈশ্বর। যদিও অনুমানই ঈশ্বরত্বের প্রমাণ বলিয়া স্বীকার কর, তথাপিও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণকেই

স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালানবচ্ছেদাৎ ॥ ২৬ ॥

নিরতিশয়াঃ স ঈশ্বরঃ। যদ্যপি সামান্যমাত্রেঽনুমানমাত্রস্য পর্য্যবসিতত্বাৎ ন বিশেষাবগতিঃ সম্ভবতি তথাপি শাস্ত্রাদস্য সর্ব্বজ্ঞত্বাদয়ো বিশেষা অবগন্তব্যাঃ। তস্য স্বপ্রয়োজনাভাবে কথং প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সংযোগবিয়োগৌ আপাদয়তীতি নাশঙ্কনীয়ং তস্য কারুণিকত্বাৎ ভূতানুগ্রহ এব প্রয়োজনং কল্পলয়মহাপ্রলয়েষু নিঃশেষান্ সংসারিণ উদ্ধরিষ্যামীতি তস্যাধ্যবসায়ঃ যদ্যস্যেষ্টং তত্তস্য প্রয়োজনমিতি ॥ ২৫ ॥

এবমীশ্বরস্য প্রমাণমভিধায় প্রভাবমাহ। আদ্যানাং স্রষ্টৄনাং ব্রহ্মাদীনামপি স গুরুঃ উপদেষ্টা যতঃ স কালেন নাবচ্ছিদ্যতে অনাদিত্বাৎ। তেষাং ব্রহ্মাদীনাং পুরাণাদিসত্বাদস্তিকালেনাবচ্ছেদঃ ॥ ২৬ ॥

বিশেষ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার কবিতে হয়। অনুমান ঈশ্বরত্বের প্রমাণ বটে, কিন্তু তাহাকে শাস্ত্রপ্রমাণ দৃষ্টে সামান্য প্রমাণ বলিয়া জানা যায়। সেই ভগবান্ ঈশ্বর, পরম করুণাময়, তিনি করুণাবশতই প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ বিয়োগ সম্পাদন করিতেছেন। প্রকৃতিপুরুষের সংযোগবিয়োগ বিষয়ে তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই, কেবল ভূতবর্গের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়াই তিনি প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ সাধন করিতেছেন। ভূতবর্গের প্রতি অনুগ্রহ ইঁহার প্রতি কারণ। অতএব সেই পরমকারুণিকের করুণাও তাহার ঈশ্বরত্বের প্রমাণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। কল্প, লয় ও মহাপ্রলয়ে তাঁহারই অধ্যবসায়ে সমস্ত জীব উদ্ধৃত হয়। যখন কল্পাদির অবসানে সকল সংসার বিলয় হইয়া যায়, তখন তাঁহার অধ্যবসায় ভিন্ন আর কোন কারণে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের পুনর্ব্বার সৃষ্টিহইতে পারে না। তিনিই কল্পাদিতে "আমি সকল সংসার উদ্ধার করিব" এই বিষয়ে অধ্যবসায় প্রকাশ করেন। এই জগদুদ্ধারের অধ্যবসায়ও ঈশ্বরত্বের বিশেষ প্রমাণরূপে প্রতীত হয় ॥ ২৫ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রে ঈশ্বরের স্বরূপ ও প্রমাণ নিরূপণ করিয়া এই সূত্রে ঈশ্বর আদি সৃষ্টিকর্ত্তা, ব্রহ্মাদিরও গুরু, এবং ব্রহ্মাদি প্রাচীন প্রজাপতিগণ তাঁহারই উপদেশে উপদিষ্ট হইয়া সৃষ্টি বিধান করিয়াছেন। যেহেতু তিনি কালানবচ্ছিন্ন, কালদ্বারা তাঁহার সীমার অবধারণ করা যায় না, তিনি

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥ ২৭ ॥

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ॥ ২৮ ॥

এবং প্রভাবমুক্ত্বা উপাসনোপযোগায় বাচকমাহ। ইত্থমুক্তস্বরূপেশ্বরস্য বাচকোঽভিধায়কঃ প্রকর্ষেণ নূয়তে স্তূয়তেঽনেনেতি নৌতি স্তৌতীতি বা প্রণবঃ ওঙ্কারস্তয়োশ্চ বাচ্যবাচকলক্ষণঃ সম্বন্ধো নিত্যঃ সঙ্কেতেন প্রকাশ্যতে নতু কেনচিৎ ক্রিয়তে যথা পিতাপুত্রয়োর্ব্বিদ্যমান এব সম্বন্ধোঽস্যায়ং পিতা-ঽস্যায়ং পুত্র ইতি কেনচিৎ প্রকাশ্যতে ॥ ২৭ ॥

উপাসনমাহ। তস্য সার্দ্ধত্রিমাত্রিকস্য প্রণবস্য জপো যথাবদুচ্চারণং তদ্বাচ্যস্য চেশ্বরস্য ভাবনং পুনঃ পুনশ্চেতসি নিবেশনমেকাগ্রতায়া উপায়ঃ। অতঃ

অনাদি, তাঁহার আদি কেহ নাই, তিনিই সকলের আদি, ইহাই সেই ঈশ্বরের অপরিসীম প্রভাব ॥ ২৬ ॥

পূর্ব্বসূত্রে ঈশ্বরের প্রভাব বর্ণিত হইয়াছে, এই সূত্রে উপাসনার উপযোগী ঈশ্বরের বাচক নির্ণয় করিতেছেন।—প্রণবই সেই ঈশ্বরের বাচক, যাহা দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে স্তব করা যায়, তাহারই নাম প্রণব; প্রণব উচ্চারণ করিলেই ঈশ্বরের স্তব করা হয়। ওঙ্কার ও ঈশ্বর এই উভয়ের বাচ্যবাচকরূপ সম্বন্ধ নিত্য। সেই ঈশ্বরই ওঙ্কারের বাচ্য এবং ওঙ্কার ঈশ্বরের বাচক। বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ সঙ্কেত দ্বারা প্রকাশিত হয়, কেহ ঐ সম্বন্ধ সৃষ্টি করে নাই। যেমন পিতাপুত্রের সম্বন্ধ, এই ব্যক্তি অমুকের পিতা এবং এই ব্যক্তি অমু-কের পুত্র, ইহা লোকে প্রকাশ করে মাত্র; কিন্তু ঐ সম্বন্ধ কেহ সৃজন করে নাই, সেইরূপ ওঙ্কার ও প্রণবের বাচ্যবাচক সম্বন্ধও অন্যের অসম্পাদ্য। কেবল সঙ্কেত প্রকাশ্য মাত্র ॥ ২৭ ॥

এইক্ষণ সেই ঈশ্বরের উপাসনা প্রণালী কথিত হইতেছে।—অকার, উকার, মকার ও নাদ এই সার্দ্ধত্রি-মাত্রিক প্রণবের জপ এবং সেই ঈশ্বরের ভাবনাই তাঁহার উপাসনা। প্রণবমন্ত্র যথাবৎ উচ্চারণ করিয়া চিত্ত মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপ নিবেশ করিলেই ঈশ্বরের উপাসনা হয়। ঈশ্বরেতে চিত্তের একাগ্রতাই ঈশ্বরের উপাসনার উপায়। অতএব যোগিগণ বলিয়া থাকেন

ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥ ২৯ ॥

ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধ-

সমাধিসিদ্ধয়ে যোগিনা প্রণবো জপ্য-স্তদর্থ ঈশ্বরশ্চ ভাবনীয় ইত্যুক্তং ভবতি ॥ ২৮ ॥

উপাসনায়াঃ ফলমাহ। তস্মাজ্জপাত্তদর্থভাবনায়াশ্চ যোগিনঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমো ভবতি বিষয়প্রাতিকূল্যেন স্বান্তঃকরণাভিমুখমঞ্চতি যা চেতনা দৃক্‌শক্তিঃ সা প্রত্যক্‌চেতনা তদধিগমো জ্ঞানং ভবতীত্যর্থঃ অন্তারায়া বক্ষ্যমাণাস্তেষামভাবঃ শক্তিপ্রতিবন্ধোঽপি ভবতি ॥ ২৯ ॥

অথ কে অন্তরায়াঃ ইত্যাশঙ্কায়ামাহ। নবৈতে রজস্তমোবলাৎ প্রবর্ত্তমানাশ্চিত্তস্য বিক্ষেপা ভবন্তি। তৈরেকাগ্রতাবিরোধিভিশ্চিত্তং বিক্ষিপ্যত ইত্যর্থঃ। তত্র ব্যাধির্ধাতুবৈষম্যনিমিত্তো জ্বরাদিঃ। স্ত্যানমকর্ম্মণ্যতা চিত্তস্য। উভয়কোট্যালম্বনং জ্ঞানং সংশয়ঃ যোগঃ সাধ্যো ন বেতি। প্রমাদোঽনব-

---

যে, সমাধিসিদ্ধির নিমিত্ত প্রণবমন্ত্র জপ করিবে এবং ঈশ্বরকে ভাবনা করিবে ॥ ২৮ ॥

এইক্ষণ ঈশ্বরের উপাসনার ফল কথিত হইতেছে।—সেই প্রণবমন্ত্র জপ ও প্রণবার্থ ধ্যানরূপ উপাসনা করিলে যোগিগণের চৈতন্যাধিগম ও বিঘ্ন নিবৃত্তি হয়। প্রণবমন্ত্র জপ করিতে করিতে তৎপ্রতিপাদ্য ঈশ্বরতত্ত্ব ভাবনা করিলে সদসদ্বিবেচনা শক্তির উদয় হয়, তাহাহইলেই বিষয়ের অসারত্ব বোধ হইয়া অন্তঃকরণ সর্ব্বদা তত্ত্ব পরিচিন্তনে অনুরক্ত থাকে এবং ব্যাধিপ্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অন্তরায় দূরীভূত হয়, ইহাই উপাসনার প্রকৃত ফল ॥ ২৯ ॥

পূর্ব্ব সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, উপাসনা দ্বারা সমাধির বিঘ্ন সকল নিবারিত হইয়া যায়, এই সূত্রে সেই বিঘ্ন সমূহের উল্লেখ করিতেছেন।—ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিত্ব এবং অনবস্থিতত্ব এই নববিধ বিঘ্নই সমাধির অন্তরায় স্বরূপ। এই সকল বিঘ্নসত্বে মনের একাগ্রতা হয় না, বরং সর্ব্বদা চিত্তবিক্ষেপ ঘটিয়া থাকে। শরীরগত বাত পিত্তাদি ধাতুর বৈষম্য হইলেই দেহের জরতাদি জন্মে, ইহারই নাম "ব্যাধি"। কোন

ভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ ॥৩০॥

ধানতা সমাধিসাধনেষ্বৌদাসীন্যম্। আলস্যং কায়চিত্তয়োর্গুরুত্বং যোগবিষয়ে প্রবৃত্ত্যভাবহেতুঃ। অবিরতিশ্চিত্তস্য বিষয়সংপ্রয়োগাত্মাগর্দ্ধঃ। ভ্রান্তিদর্শনং শুক্তিকায়াং রজতবদ্বিপর্য্যয়জ্ঞানম্ অলব্ধভূমিকত্বং কুতশ্চিন্নিমিত্তাৎ সমাধি-ভূমেরলাভঃ। অসংপ্রাপ্তিঃ অনবস্থিতত্বং লব্ধাবস্থায়ামপি সমাধিভূমৌ চিত্তস্য তত্রাপ্রতিষ্ঠা। তত্র তে সমাধেরেকাগ্রতায়া যথাযোগং প্রতিপক্ষ-ত্বাদন্তরায়া ইত্যুচ্যতে ॥ ৩০ ॥

কোন কারণে চিত্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, এইরূপ চিত্তের অকর্ম্মণ্যতাকেই "স্ত্যান" বলা যায়। উভয়ালম্বন জ্ঞানের নাম "সংশয়"; যোগসাধন করিলে ফলসিদ্ধি হইবে কি না? এইরূপ অনিশ্চয় জ্ঞানকে সংশয় বলে। সমাধিসাধনে ঔদাসীন্যের নাম "প্রমাদ", অর্থাৎ সিদ্ধিবিষয়ে দৃঢ়তর অধ্যবসায়পূর্ব্বক ঔদাসীন্য পরিত্যাগ না করিলে যোগসাধন হয় না। শরীর ও চিত্তের গুরুতাকে "আলস্য" বলা যায়, অর্থাৎ যে কারণে শরীর ও চিত্ত গৌরবান্বিত হইলে যোগসাধনে প্রবৃত্তি হয় না, তাহাই আলস্য শব্দের বাচ্য। বিষয়েতে দৃঢ়মনঃ-সংযোগকে "অবিরতি" বলিয়া থাকে, বিষয় সম্পর্ক পরিত্যাগ না হইলে সমাধি হয় না। শুক্তিকাদিতে রজতত্বাদির জ্ঞানের ন্যায় বিপর্য্যয় জ্ঞানের নাম "ভ্রান্তি দর্শন"। যেমন শুক্তিকাতে রজত বলিয়া ভ্রান্তি হয়, সেইরূপ অপরিণাম দর্শীদিগের বিষয় সুখকে প্রকৃত সুখ বলিয়া ভ্রান্তি হইয়া থাকে। (যাহারা কেবল বিষয় সুখভোগের লালসায় মুগ্ধ হইয়া থাকে, তাহারা সমাধির অধিকারী হইতে পারে না।) কোন কারণবশতঃ সমাধির উপযুক্ত ভূমির অপ্রাপ্তির নাম "অলব্ধভূমিকত্ব"; উপযুক্ত স্থানের অপ্রাপ্তিতে কদাচ যোগসাধন হয় না, স্থান দোষে সমাধির ব্যাঘাত হইয়া থাকে।) লব্ধ স্থানে মনের অপ্রতিষ্ঠার নাম "অনবস্থিতত্ব"; স্থান বিশেষে মানসিক অসন্তোষ ঘটিয়া থাকে। (সকল স্থানে মনঃ সুস্থ হইয়া কার্য্য করিতে পারে না।) কিছুকাল উপাসনা করিলে উক্ত দোষ ঘটিতে পারে না; সুতরাং যোগসাধনের সকল প্রকার বিঘ্নই নিবৃত্ত হইয়া যায়, উক্ত অন্তরায় সকল রজোগুণ ও তমোগুণের কার্য্য ॥ ৩০ ॥

দুঃখদৌর্ম্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বাসাবিক্ষেপসহভুবঃ ॥৩১॥

চিত্তবিক্ষেপকারকানন্যানপ্যন্তরায়ান্‌ প্রতিপাদয়িতুমাহ। কুতশ্চিন্নিমিত্তা-দুৎপন্নেষু বিক্ষেপেষু এতে দুঃখাদয়ঃ প্রবর্ত্তন্তে। তত্র দুঃখং চিত্তস্য রাজসঃ পরিণামো বাধনালক্ষণঃ যদ্বাধাৎ প্রাণিনস্তদপঘাতায় প্রবর্ত্তন্তে। দৌর্ম্মনস্যং বাহ্যাভ্যন্তরৈঃ কারণৈর্ম্মনসো দৌস্থ্যম্‌। অঙ্গমেজয়ত্বং সর্ব্বাঙ্গিনো বেপথুরাস-নমনঃস্থৈর্য্যস্য বাধকঃ। প্রাণো যদ্বাহ্যং বায়ুমাচামতি স শ্বাসঃ। যৎ কৌষ্ঠ্যং বায়ুং নিশ্বসিতি স প্রশ্বাসঃ। এতৈর্ব্বিক্ষেপৈঃ সহ প্রবর্ত্তমানা যথো-দিতাভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং নিরোদ্ধব্যা ইত্যেষামুপদেশঃ ॥ ৩১ ॥

পূর্ব্ব সূত্রে চিত্তবিক্ষেপের নববিধ কারণ উক্ত হইয়াছে, এই সূত্রে অন্যান্য প্রকার সমাধির অন্তরায়ভূত চিত্ত বিক্ষেপের কারণ নিরূপণ করিতেছেন।— কোন্‌ কারণে চিত্তবিক্ষেপ উপস্থিত হইলে দুঃখাদি উপস্থিত হয়? দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, অঙ্গমেজয়ত্ব, শ্বাস ও প্রশ্বাস ইহারাও চিত্তবিক্ষেপের সহযোগী; সুতরাং দুঃখাদিও সমাধির বিঘ্নরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। "দুঃখ" রজো-গুণের পরিণাম বিশেষ, চিত্ত রজোগুণে অভিভূত হইলেই দুঃখ হইয়া থাকে। প্রাণিগণ দুঃখে পতিত হইলেই সেই দুঃখ বিঘাতের চেষ্টা করে; সুতরাং তাহাতেই মনঃ ব্যতিব্যস্ত থাকে। অতএব দুঃখদ্বারা যোগসাধন হইতে পারে না। বাহ্য ও আভ্যন্তরিক কারণবিশেষে মনঃ দুরবস্থাপন্ন হয়, এই দুরবস্থার নাম "দৌর্ম্মনস্য"। চিত্তের অসৌস্থ্যাবস্থা থাকিলে যোগসিদ্ধির ব্যাঘাত হয়। সর্ব্বাঙ্গীন কম্পনের নাম "অঙ্গমেজয়ত্ব" সর্ব্বদা শরীরের কম্পন থাকিলে আসন ও মনের স্থিরতা সম্ভবে না। প্রাণ যে বাহ্য-বায়ু আকর্ষণ করে, তাহার নাম "শ্বাস" এবং কোষ্ঠগত বায়ুর বহির্গমনকে "প্রশ্বাস" বলে। এই সকল অন্তরায়ই চিত্তবিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে ঘটিয়া থাকে। যথোক্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা উক্ত প্রতিবন্ধক সকলের নিরোধ করিতে হয় ॥ ৩১ ॥

তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ ॥ ৩২ ॥

মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্য-

সোপদ্রববিক্ষেপপ্রতিষেধার্থমুপায়ান্তরমাহ। তেষাং বিক্ষেপাণাং প্রতিষেধার্থমেকস্মিন্ কস্মিংশ্চিদভিমতে তত্ত্বেঽভ্যাসশ্চেতসঃ পুনঃ পুনর্নিবেশনং কার্য্যঃ যদ্বলাৎ প্রত্যুদিতায়ামেকাগ্রতায়াং তে বিক্ষেপাঃ প্রণাশমুপায়ন্তি ॥৩২॥

ইদানীং চিত্তসংস্কারাপাদকপরিকর্ম্মকথনমুপায়ান্তরমাহ। মৈত্রী সৌহার্দ্দম্। করুণা কৃপা। মুদিতা হর্ষঃ। উপেক্ষা ঔদাসীন্যং। এতা যথাক্রমং সুখিতেষু দুঃখিতেষু পুণ্যবৎসু অপুণ্যবৎসু চ বিভাবয়েৎ। তথাহি সুখিতেষু সাধুষু এষাং সুখিত্বমিতি মৈত্রীং কুর্য্যাৎ নতু ঈর্ষাম্। দুঃখিতেষু কথং নু নামৈষাং দুঃখনিবৃত্তিঃ স্যাদিতি কৃপামেব কুর্য্যাৎ ন তাটস্থ্যম্। পুণ্যবৎসু পুণ্যানুমোদনেন হর্ষমেব কুর্য্যাৎ নতু কিমেতে পুণ্যবন্ত ইতি বিদ্বেষম্।

পূর্ব্বোক্ত উপদ্রব ও চিত্তবিক্ষেপ নিবারণার্থ উপায়ান্তর কথিত হইতেছে।—চিত্তবিক্ষেপ ও উপদ্রব প্রতিষেধের নিমিত্ত কোন একটী অভিমত তত্ত্বাভ্যাস করিবে। চিত্তমধ্যে পুনঃ পুনঃ ঈশ্বরতত্ত্বের অভিনিবেশ করিলে চিত্ত স্থিরভাবে থাকে, তখন আর কোনরূপ বিঘ্ন চিত্তভূমি আক্রমণ করিতে পারে না। পরন্তু মনের একাগ্রতা সাধিত হইলেই সর্ব্বপ্রকার কায়িক ও মানসিক বিঘ্ন প্রশান্ত হইয়া থাকে, কোনরূপেও সমাধির বাধা করিতে পারে না। অতএব যাহাতে মনের স্থিরতা সাধিত হয়, সেইরূপ যত্ন করিবে ॥ ৩২ ॥

এইক্ষণ চিত্তসংস্কারের কারণীভূত যোগসাধনের উপায়ান্তর কথিত হইতেছে।—সুখী, দুঃখী, পুণ্যবান্ ও পাপাত্মা ইহাদিগের প্রতি ক্রমতঃ মৈত্রী, করুণা, হর্ষ ও উপেক্ষা করিলেই চিত্তের প্রসন্নতা জন্মে। সুখী ব্যক্তিদিগের সহিত সর্ব্বদা মৈত্রী করিবে। ইহারা সুখভোগ করিতেছে, ইহা ভাবিয়া কদাচ তাহাদিগের প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করিবে না। (সুখী ব্যক্তির সহিত মৈত্রী থাকিলে সর্ব্বদা তাহার সুখে সুখানুভব হইতে থাকে, তাহাতেই চিত্ত প্রসন্ন হয়, কিন্তু ঈর্ষায় পরিতপ্ত ব্যক্তি পরের সুখ দর্শন করিলে নিরর্থক ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে এবং তাহাতেই চিত্তের উৎকণ্ঠতা বৃদ্ধি পায়।) দুঃখী ব্যক্তিকে দেখিলে তাহার প্রতি করুণা প্রকাশ করিবে এবং কি উপায়

বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্ ॥ ৩৩ ॥

অপুণ্যবৎসু চৌদাসীন্যমেব ভাবয়েৎ নানুমোদনং নবা দ্বেষম্। সূত্রে সুখ-দুঃখাদিশব্দৈস্তদ্বন্তঃ প্রতিপাদিতাঃ। তদেবং মৈত্র্যাদিপরিকর্ম্মণা চিত্তে প্রসীদতি সুখেন সমাধেরাবির্ভাবো ভবতি। পরিকর্ম্ম চৈতৎ বাহ্যং কর্ম্ম যথা গণিতে মিশ্রকাধিব্যবহারো গণিতনিষ্পত্তয়ে সঙ্কলিতাদিকর্ম্মোপকারকত্বেন প্রধানকর্ম্মনিষ্পত্তয়ে ভবতি। এবং দ্বেষরাগাদিপ্রতিপক্ষভূতমৈত্র্যাদিভাবনয়া সমুৎপাদিতপ্রসাদং চিত্তং সংপ্রজ্ঞাতাদিসমাধিযোগ্যং সম্পদ্যতে। রাগ-দ্বেষাবেব মুখ্যতয়া বিক্ষেপমুৎপাদয়তঃ তৌ চেৎ সমূলমুন্মূলিতৌ স্যাতাং তদা প্রসন্নত্বান্মনসি ভবত্যেকাগ্রতা ॥ ৩৩॥

আশ্রয় করিলে তাহার দুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে, সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তা করিবে। দুঃখীকে দেখিয়া কখনও বিরাগী হইবে না।) দুঃখী ব্যক্তির দুঃখ নিবারণ করিতে পারিলে মনে একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভূত হইতে থাকে, তাহাতে চিত্ত প্রসন্ন হয়।) পুণ্যবান্ ব্যক্তিকে দর্শন করিলে তাহার প্রতি হর্ষ প্রকাশ করিয়া তাহার পুণ্য কার্য্যের অনুমোদন করিবে। "ইনি কি পুণ্য করিতেছেন?" ইহা মনে মনে চিন্তা করিয়া আপ্যায়িত হইবে, কদাপি প্রকৃত পুণ্যাত্মাকে দ্বেষ করিবে না। পাপাত্মা ব্যক্তির প্রতি ঔদাসীন্য অবলম্বন করিবে, কখন তাহার সেই পাপকার্য্যের অনুমোদন বা দ্বেষ করিবে না। উক্ত মৈত্রীপ্রভৃতি পরিকর্ম্মদ্বারা চিত্ত প্রসন্ন হইলে অনায়াসে সমাধির অবির্ভাব হয়। উক্ত চিত্তপ্রসাদক পরিকর্ম্ম সকল কেবল বাহ্য আড়ম্বর মাত্র, যেমন গণিতশাস্ত্রে গণিতক্রিয়া সাধনের নিমিত্ত নানাপ্রকার প্রক্রিয়া করিতে হয়, গণিতে ফলসাধন হইলে আর ঐ সকল প্রক্রিয়ার আবশ্যক হয় না, সেইরূপ দ্বেষরাগাদির প্রতিপক্ষভূত মৈত্রী প্রভৃতি পরিকর্ম্মের ভাবনা দ্বারা চিত্তের প্রসন্নতা সমুৎপন্ন হইলেই চিত্ত সমাধিযোগ্য হয়, তখন আর কোন পরিকর্ম্মের প্রয়োজন নাই। রাগ ও দ্বেষ এই উভয়ই চিত্তবিক্ষেপ সমুৎপাদন করে; তাহারা সমূলে উন্মূলিত হইলেই চিত্তপ্রসন্ন হয় এবং চিত্তের প্রসন্নতা হইলেই একাগ্রতারূপ সমাধির আবির্ভাব হয় ॥ ৩৩ ॥

প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য ॥ ৩৪ ॥

উপায়ান্তরমাহ। প্রচ্ছর্দ্দনং যৎ কৌষ্ঠ্যস্য বায়োঃ প্রযত্নবিশেষান্মাত্রা-প্রমাণেন বহির্নিঃসারণম্। মাত্রাপ্রমাণেনৈব প্রাণস্য বায়োর্ব্বহির্গতি-বিচ্ছেদো বিধারণা। স চ দ্বাভ্যাং প্রকারাভ্যাং বাহ্যস্যান্তরাপূরণেন পূরিতস্য বা তত্রৈব নিরোধেন তদেবং রেচকপূরককুম্ভকস্ত্রিবিধঃ প্রাণায়ামঃ চিত্তস্য স্থিতিমেকাগ্রতায়াং নিবধ্নাতি সর্ব্বাসামিন্দ্রিয়বৃত্তীনাং প্রাণবৃত্তিপূর্ব্বকত্বান্মনঃ প্রাণয়োশ্চ স্বব্যাপারপরস্পরমেকযোগক্ষেমত্বাৎ ক্ষীয়মাণঃ প্রাণঃ সমস্তেন্দ্রিয়-বৃত্তিনিরোধদ্বারেণ চিত্তস্যৈকাগ্রতায়াং প্রভবতি। সমস্তদোষক্ষয়কারিত্ব-স্যাগমে শ্রূয়তে দোষকৃতাশ্চ সর্ব্বা বিক্ষেপবৃত্তয়ঃ। অতো দোষনির্হরণদ্বারেণা-প্যস্যৈকাগ্রতায়াং সামর্থ্যম্॥ ৩৪ ॥

সমাধির অন্য উপায় কথিত হইতেছে।—পরিমিতরূপে প্রাণ বায়ুর আদান ও নিঃসারণ দ্বারা সমাধি সাধিত হয়। সবিশেষ যত্নসহকারে পরি-মিতরূপে প্রাণবায়ুর বহির্নিঃসারণকে "প্রচ্ছর্দ্দন" বলে এবং নিয়মিত সম-য়ের নিমিত্ত প্রাণ-বায়ুকে গ্রহণ কিম্বা ধারণারি নাম "বিধারণা।" (অপরি-মিতরূপে নিশ্বাস পরিত্যাগ বা গ্রহণ করিবে না। শ্বাস ও প্রশ্বাসের পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস করিতে পারিলেই যোগসিদ্ধির উপায় হয়।) যথা শক্তি বাহ্য বায়ুকে অন্তর্গত করিয়া রাখিবে এবং অন্তঃপূরিত বায়ুকে ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিবে। এইরূপে বায়ুধারণশক্তি যত প্রবল হইবে, ততই যোগসাধনের উপায় আয়ত্তীকৃত হইবে। রেচক পূরক ও কুম্ভক এই ত্রিবিধ প্রাণসংযমই চিত্তের একাগ্রতা সাধন করে। প্রাণবায়ুর প্রবৃত্তি-অনু-সারেই সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইয়া থাকে। প্রাণবায়ু সংযত হইলেই ইন্দ্রিয় বৃত্তিও সংযত হয়। মনঃ ও প্রাণ ইহারাই পরস্পরের সাহায্যে যোগ সাধন করিয়া থাকে। প্রাণবায়ু ক্ষীয়মাণ হইলেই সমস্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তির নিরোধ উপস্থিত হয়, তাহাহইলেই চিত্তের একাগ্রতা সাধিত হইতে পারে। আগমে শ্রুত আছে যে, প্রাণসংযমই সমস্ত দোষের ক্ষয় করে, এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তিদ্বারা চিত্তবিক্ষেপ উপস্থিত হইলে নানাপ্রকার দোষ সংঘটন হয়। অতএব প্রাণসংযমই সর্ব্বপ্রকার দোষ নিবারণ করিয়া চিত্তের একাগ্রতা সাধন করিয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্নাস্থিতিনিবন্ধিনী ॥ ৩৫ ॥

ইদানীমুপায়ান্তরপ্রদর্শনোপক্ষেপেণ সংপ্রজ্ঞাতস্য সমাধেঃ পূর্ব্বাঙ্গং কথয়তি। মনস ইতি বাক্যশেষঃ। বিষয়াঃ গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দাস্তে বিদ্যন্তে ফলত্বেন যস্যাঃ সা বিষয়বতী প্রবৃত্তির্ম্মনসঃ স্থৈর্য্যং করোতি। তথা হি নাসাগ্রে চিত্তং ধারয়তো দিব্যগন্ধসংবিদুপজায়তে। তাদৃশ্যেব জিহ্বাগ্রে রসসংবিৎ তাল্বগ্রে রূপসংবিৎ জিহ্বামধ্যে স্পর্শসংবিৎ জিহ্বামূলে শব্দসংবিৎ তদেবং তত্তদিন্দ্রিয়দ্বারেণ তস্মিন্ তস্মিন্ বিষয়ে দিব্যে জায়মানা সংবিৎ চিত্তস্যৈকাগ্রতায়া হেতুর্ভবতি। অস্তি যোগস্য ফলমিতি যোগিনঃ সমাশ্বাসোৎপাদনাৎ ॥ ৩৫ ॥

ইতি পূর্ব্বে সমাধির নানাবিধ উপায় কথিত হইয়াছে, এইক্ষণে সমাধির অন্য উপায় প্রদর্শন করিয়া সংপ্রজ্ঞাত সমাধির পূর্ব্বলক্ষণ বলিতেছেন।— বিষয়বতী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলেই চিত্তের স্থৈর্য্য সাধিত হয়। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ ইহারাই বিষয়; নাসিকা, জিহ্বা, প্রভৃতি ঐ সকল বিষয়-গ্রহণের ইন্দ্রিয়। নাসিকাগ্রে চিত্ত স্থাপন করিলে দিব্য (স্বর্গীয়) গন্ধ অনুভূত হয়, সেই প্রকার জিহ্বাগ্রে মনঃসংযোজনদ্বারা রসজ্ঞান হইয়া থাকে. তালুর অগ্রে চিত্ত নিয়োজিত করিলে রূপের অনুভব হয়, জিহ্বা-মধ্যে মনোনিবেশ করিলে স্পর্শজ্ঞানের উদয় হইতে থাকে এবং জিহ্বা-মূলে চিত্তার্পণ করিলে শব্দসংজ্ঞান হয়। এইরূপে উক্ত ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া সেই সেই বিষয়ে যে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়, সেই প্রবৃত্তিই চিত্তের একাগ্রতার হেতু হইতে পারে। যখন এক এক বিষয়ে মনঃসংযোগ হয়, তখন আর মনঃ অন্য বিষয়ে আশক্ত হইতে পারে না, সুতরাং বিষয়ানুভবকালে মনের যে একাগ্রতা তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। এইরূপ একাগ্রতাই যোগিগণের আশা উৎপাদন করে, চিত্তের একাগ্রতাই যোগিদিগের যোগ-সাধনের স্বরূপ। (অতএব বিষয়বতী প্রবৃত্তিই যে সমাধির হেতু, তাহা সবিশেষ প্রতিপন্ন হইল) ॥ ৩৫ ॥

বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী ॥ ৩৬ ॥

বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্ ॥ ৩৭ ॥

এবং বিধমেবোপায়ান্তরমাহ। প্রবৃত্তিরুৎপন্না চিত্তস্য স্থিতিনিবন্ধিনীতি বাক্যশেষঃ। জ্যোতিঃশব্দেন সাত্বিকঃ প্রকাশঃ উচ্যতে স প্রশস্তো ভূয়ানতি শয়বাংশ্চ বিদ্যতে যস্যা সা জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তিঃ। বিশোকা বিগতঃ সুখ-ময়ত্বাভ্যাসবশাচ্ছোকো রজঃপরিণামো যস্যা সা বিশোকা চেতসঃ স্থিতি-নিবন্ধিনী। অয়মর্থঃ হৃৎপদ্মসম্পুটমধ্যে প্রশান্তকল্লোলক্ষীরোদধিপ্রখ্যং চিত্তস্য সত্বং ভাবয়তঃ প্রজ্ঞালোকাৎ সর্ব্ববৃত্তিক্ষয়ে চেতসঃ স্থৈর্য্যমুৎপদ্যতে ॥ ৩৬ ॥

উপায়ান্তরপ্রদর্শনদ্বারেণ সম্প্রজ্ঞাতসমাধের্ব্বিষয়ং দর্শয়তি। মনসঃ স্থিতি-নিবন্ধনং ভবতীতি শেষঃ। বীতরাগঃ পরিত্যক্তবিষয়াভিলাষস্তস্য যৎ চিত্তং পরিহৃতক্লেশং তৎ আলম্বনীকৃতং চেতসঃ স্থিতিহেতুর্ভবতি ॥ ৩৭ ॥

পূর্ব্বোক্তরূপ যোগসাধনের উপায়ান্তর বলিতেছেন।—সত্বগুণপ্রকাশবতী বিশোকা প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলে চিত্তের স্থৈর্য্য সাধিত হয়। সাত্বিক প্রকাশ হইলেই সর্ব্বদা সুখ অনুভূত হইতে থাকে, তখন রজোগুণের পরিণাম-স্বরূপ শোক-মোহাদি কিছুই থাকে না। ইহার প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, হৃৎপদ্ম মধ্যে প্রশান্ততরঙ্গ-ক্ষীরোদসাগরতুল্য বিশুদ্ধ সত্বস্বরূপ ভাবনা করিলেই জ্ঞানের আলোকবর্দ্ধিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার বৃত্তির ক্ষয় হইতে থাকে, তাহাহইলেই চিত্তের একাগ্রতা জন্মে ॥ ৩৬ ॥

এইক্ষণ যোগসিদ্ধির উপায়ান্তর প্রদর্শনপূর্ব্বক সংপ্রজ্ঞাত সমাধির বিষয় প্রদর্শন করিতেছেন।—বিষয়ানুরাগ পরিত্যাগ করিতে পারিলেও চিত্তের একাগ্রতা হয়। এইরূপ বিষয়ানুরাগশূন্যকে বীতরাগ বলে, যাহার চিত্ত হইতে সর্ব্বপ্রকারবিষয়াভিলাষ বিদূরিত হইয়াছে, তাহার চিত্তভূমিতে কোনরূপ ক্লেশকণ্টক জন্মিতে পারে না। তখন চিত্ত কেবল এই উপায় অবলম্বন করিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করে। অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা জন্মে। ইহাকেই সমাধির বিষয় বলে ॥ ৩৭ ॥

স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা ॥ ৩৮ ॥

যথাভিমতধ্যানাদ্বা ॥ ৩৯ ॥

এবং বিধমুপায়ান্তরমাহ। প্রত্যস্তমিতবাহ্যেন্দ্রিয়বৃত্তের্ম্মনোমাত্রেণৈব যত্র ভোক্তৃত্বমাত্মনঃ স স্বপ্নঃ। নিদ্রা পূর্ব্বোক্তলক্ষণা। তদালম্বনং স্বপ্নাবলম্বনং নিদ্রালম্বনং বা জ্ঞানমালম্ব্যমানং চেতসঃ স্থিতিং করোতি ॥ ৩৮ ॥

নানারুচিত্বাৎ প্রাণিনাং যস্মিন্ কস্মিংশ্চিদ্বস্তুনি যোগিনঃ শ্রদ্ধা ভবতি তস্য ধ্যানেনাপীষ্টসিদ্ধিরিতি প্রতিপাদয়িতুমাহ। যথা অভিপ্রেতে বস্তুনি বাহ্যে চেন্দ্রিয়াদাবভ্যন্তরে নাড়ীচক্রাদৌ বা ভাব্যমানে চেতঃ স্থিরীভবতি ॥ ৩৯ ॥

পূর্ব্বসূত্রে সমাধির বিষয় উক্ত হইয়াছে, এই সূত্রে সমাধির উপায়ান্তর বলিতেছেন।—চিত্ত স্বপ্ন, নিদ্রা অথবা প্রজ্ঞাকে অবলম্বন করিলেই স্থিরভাবে অবস্থিতি করে। বাহ্য বিষয়ে ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিবৃত্ত হইয়া কেবল মনোমাত্রের ভোক্তৃত্বাবলম্বনকে স্বপ্ন বলা যায়। নিদ্রার বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মনঃ যখন স্বপ্নাবস্থাকে অবলম্বন করে, অর্থাৎ সমস্ত বাহ্যবিষয় পরিত্যাগ করে, কিম্বা নিদ্রাবস্থাকে আশ্রয় করে, অথবা প্রজ্ঞাকে (জ্ঞান) আশ্রয় করিয়া থাকে, তখন তাহার অনুরাগ থাকে না; সুতরাং মনঃ সেই সেই সময়ে স্থৈর্য্যভাব প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৮ ॥

মনুষ্যগণ এক প্রকার রুচিবিশিষ্ট নহে, তাহাদিগের অভিপ্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিগত বিভিন্ন, অতএব যাহার যেরূপ উপায়ে মনের স্থিরতা সাধন করা অভিপ্রেত হয়, সেই ব্যক্তি সেইরূপ উপায়ে চেষ্টা করিলেও চিত্তের স্থৈর্য্য সাধন হইতে পারে। এই বিষয়ে বলিতেছেন যে,—চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদনের বাহ্যে ইন্দ্রিয় ও অভ্যন্তরে নাড়ীচক্রাদি ভাব্যভাবনার নানাবিধ উপায় আছে, ইহার মধ্যে যাহার যে উপায়ে চিত্তের স্থিরীকরণ সুসাধ্য বোধ হয়, সেই ব্যক্তি সেই উপায় অবলম্বন করিলেই চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদিত হইতে পারে ॥ ৩৯ ॥

পরমাণু-পরমমহত্ত্বান্তোঽস্য বশীকারঃ ॥ ৪০ ॥

ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণের্গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু তৎস্থতদঞ্জনতা সমাপত্তিঃ ॥ ৪১ ॥

এবমুপায়ান্ প্রদর্শ্য ফলপ্রদর্শনায়াহ। এভিরুপায়ৈশ্চিত্তস্য স্থৈর্য্যং ভাবয়তো যোগিনঃ সূক্ষ্মবিষয়ভাবনাদ্বারেণ পরমাণ্বন্তো বশীকারঃ অপ্রতিঘাতরূপো জায়তে। ন কচিৎ পরমাণ্বন্তে সূক্ষ্মে বিষয়ে অস্য মনঃ প্রতিহন্যত ইত্যর্থঃ। এবং স্থূলমাকাশাদিপরমমহত্ত্বপর্য্যন্তং ভাবয়তো ন কচিচ্চেতসঃ প্রতিঘাত উৎপদ্যতে। সর্ব্বত্র স্বাতন্ত্র্যং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

এবমেভিরুপায়ৈশ্চ সংস্কৃতস্য চেতসঃ কীদৃগ্রূপং ভবতীত্যাহ। ক্ষীণা বৃত্তয়ো যস্য স ক্ষীণবৃত্তিঃ তস্য গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু আত্মেন্দ্রিয়বিষয়েষু তৎস্থতদঞ্জনতা সমাপত্তির্ভবতি। তৎস্থত্বং তত্রৈকাগ্রতা। তদঞ্জনত্বং তন্ময়ত্বম্ ক্ষীণভূতে চিত্তে বিষয়স্য ভাব্যমানস্যৈবোৎকর্ষঃ। তথাবিধা সমাপত্তিঃ

ইতিপূর্ব্বে সমাধির বিবিধ উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে, এইক্ষণ সমাধি সাধনের ফলপ্রদর্শন করিতেছেন।—পূর্ব্বোক্ত উপায় সকল অবলম্বন করিয়া চিত্তের একাগ্রতারূপ সমাধি সাধিত হইলে পরমাণু পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম পদার্থ ও আকাশাদি মহৎ পরিমাণ বিশিষ্ট সকল বস্তুই বশীভূত হয়। সমাধিসিদ্ধ ব্যক্তি (যোগী) পরমাণু পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয় গোচরীভূত করিতে পারে এবং আকাশ পর্য্যন্ত মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট পদার্থ ও অনায়াসে লক্ষ্য করিতে পারেন, কিন্তু কোন বিষয়েও তাহার মনঃ প্রতিহত হয় না, সকল পদার্থ করকলিত কুবলয়ের ন্যায় তাহা বুদ্ধির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

পূর্ব্বোক্ত উপায়ে সমাধি সিদ্ধ হইলেই চিত্তের সংস্কার জন্মে, এইক্ষণ চিত্তসংস্কার হইলে তাহার কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা নির্ণয় করিতেছেন।—ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল ক্ষীণ হইলে ইন্দ্রিয় ও বিষয়েতে আত্মার একাগ্রতা ও তন্ময়ত্ব বোধ হইতে থাকে। চিত্ত নিশ্চল হইলে ভাব্যমান বিষয়ের উৎকর্ষ হয়, অর্থাৎ সর্ব্বদা তন্ময়দর্শন হইতে থাকে, অন্য কোন বিষয়ই চিত্তের বিষয়ীভূত হয় না। সমাধিকালে চিত্তের এইরূপ পরিণাম হইয়া থাকে। যেমন

শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কা ॥ ৪২ ॥

তদ্রূপঃ পরিণামো ভবতীত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তমাহ অভিজাতস্যেব মণের্যথা অভিজাতস্য নির্ম্মলস্ফটিকমণেস্তত্তদুপাধিবশাত্তত্তদ্রূপাপত্তিঃ। এবং নির্ম্মলস্য চিত্তস্য তত্তদ্ভাবনীয়বস্তূপরাগাত্তত্তদ্রূপাপত্তিঃ যদ্যপি গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু ইত্যুক্তং তথাপি ভূমিকাক্রমবশাৎ গ্রাহ্যগ্রহণগ্রহীতৃষু ইতি বোধ্যম্। যতঃ প্রথমং গ্রাহ্যনিষ্ঠ এব সমাধিঃ ততো গ্রহণনিষ্ঠঃ ততোঽস্মিতারূপো গ্রহীতৃনিষ্ঠঃ কেবলস্য পুরুষস্য গ্রহীতৃর্ভাব্যত্বাসম্ভবাৎ। ততশ্চ স্থূলসূক্ষ্মগ্রাহ্যোপরক্তং চিত্তং তত্র সমাপন্নং ভবতি এবং গ্রহণে গ্রহীতরি চ সমাপন্নং বোদ্ধব্যম্ ॥ ৪১ ॥

ইদানীমুক্তায়া এব সমাপত্তেশ্চাতুর্ব্বিধ্যমাহ। শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ স্ফোটরূপো বা শব্দঃ। অর্থো জাত্যাদিঃ। জ্ঞানং সত্ত্বপ্রধানা বুদ্ধিবৃত্তিঃ। বিকল্পউক্তলক্ষণঃ তৈঃ সঙ্কীর্ণা যস্যাম্। এতে শব্দাদয়স্ত্রয়ঃ পরস্পরাধ্যাসেন বিকল্পরূপেণ প্রতিভাসন্তে গৌরিতি শব্দো গৌরিত্যর্থো গৌরিতিজ্ঞানং অনেন আকারেণ যা সা সবিতর্কা সমাপত্তিরুচ্যতে ॥ ৪২ ॥

স্ফটিকাদি নির্ম্মল মণিতে যেরূপ পদার্থের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, সেই মণিও সেই প্রকার বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ চিত্ত নির্ম্মল হইলে সর্ব্বদা ভাব্যমান পদার্থ সেই চিত্তেতে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহাতে অন্য কোন বিষয় প্রবেশ করিতে পারে না। প্রথমতঃ গ্রাহ্যবিষয়ে, পরে ইন্দ্রিয়ে, অনন্তর আত্মাতে সমাধি হইতে থাকে। বিষয়, ইন্দ্রিয় ও আত্মা সকলই সমাধিকালে তন্ময় বলিয়া বোধ হয়। ইহাকেই চিত্তের সমাপত্তি বলে ॥ ৪১ ॥

পূর্ব্বোক্ত চিত্ত সমাপত্তি চতুর্ব্বিধ।--প্রথম শব্দসঙ্কীর্ণ, দ্বিতীয় অর্থসঙ্কীর্ণ, তৃতীয় জ্ঞানসঙ্কীর্ণ ও চতুর্থ বিকল্পসঙ্কীর্ণ। উক্তরূপ সমাপত্তিকে সবিতর্ক সমাপত্তি বলিয়া থাকে। চিত্তসমাপত্তির প্রথমাবস্থাতে কোন ধ্যেয়বস্তুপ্রতিপাদক "গো প্রভৃতি" শব্দেতে একাগ্রতা হয়, দ্বিতীয়াবস্থাতে ঐ ধ্যেয় পদার্থের জাতি বিষয়ে চিত্ত একান্ত অনুরক্ত থাকে, তৃতীয়াবস্থাতে ধ্যেয় বিষয়ের অর্থে চিত্তের নিরন্তরানুরাগ অচলভাবে বিদ্যমান থাকে, চতুর্থ অবস্থাতে উক্ত অবস্থাত্রয় পরস্পর অধ্যাসরূপে প্রকাশিত হয় ॥ ৪২ ॥

স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যে বাঽর্থমাত্রনির্ভাসা নির্ব্বিতর্কা ॥৪৩॥
এতয়ৈব সবিচারা নির্ব্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা ॥৪৪॥

উক্ত লক্ষণবিপরীতাং নির্ব্বিতর্কামাহ। শব্দার্থস্মৃতিপ্রবিলয়ে সতি প্রত্যু দিতস্পষ্টগ্রাহ্যাকারপ্রতিভাসিততয়া ন্যগ্‌ভূতজ্ঞানাংশত্বেন স্বরূপশূন্যেব নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তিঃ ॥ ৪৩ ॥

ভেদান্তরং প্রতিপাদয়িতুমাহ। এতয়ৈব সবিতর্কয়া নির্ব্বিতর্কয়া চ সমাপত্ত্যা সবিচারা নির্ব্বিচারা চ ব্যাখ্যাতা কীদৃশী সূক্ষ্মবিষয়া সূক্ষ্মস্তন্মাত্রেন্দ্রিয়াদির্ব্বিষয়ো যস্যাঃ সা তথোক্তা। এতেন পূর্ব্বস্যাঃ স্থূলবিষয়ত্বং প্রতিপাদিতং ভবতি। সা হি মহাভূতেন্দ্রিয়ালম্বনা শব্দার্থবিষয়ত্বেন শব্দার্থবিকল্পসহিতত্বেন দেশকালধর্ম্মাদ্যবচ্ছিন্নঃ সূক্ষ্মোঽর্থঃ প্রতিভাতি যস্যাং সা সবিচারা। দেশকালধর্ম্মাদিরহিতো ধর্ম্মমাত্রতয়া সূক্ষ্মার্থস্তন্মাত্রেন্দ্রিয়রূপঃ প্রতিভাতি যস্যাং সা নির্ব্বিচারা ॥ ৪৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত সবিতর্ক সমাপত্তির বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত চিত্তসমাপত্তিকে নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তি বলা যায়, এইক্ষণ, এই নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তি নির্ণীত হইতেছে।—যখন ধ্যেয়বস্তুর শব্দ ও অর্থের স্মৃতিমাত্রও থাকে না, কেবল সুস্পষ্ট রূপে সেই ধ্যেয়বস্তুমাত্র চিত্তক্ষেত্রে উদিত হয়, তখনই নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

চিত্তসমাপত্তির প্রকার ভেদ প্রদর্শিত হইতেছে।—উক্ত সবিতর্ক ও নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তিদ্বারা সবিচারা ও নির্ব্বিচারা সমাপত্তি নির্ণীত হয়। সবিচারা ও নির্ব্বিচারা এই উভয় সমাপত্তিই সূক্ষ্মবিষয়া, এই সমাপত্তিতে ধ্যেয়মাত্রই কেবল ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ীভূত থাকে, ইহাতে পূর্ব্বোক্ত সমাপত্তি স্থূলবিষয়রূপে প্রতিপন্ন হইল। পূর্ব্বোক্ত সমাপত্তি মহাভূতেন্দ্রিয়বিষয়া এবং এই সমাপত্তি সূক্ষ্মেন্দ্রিয় বিষয়া। যে সমাপত্তিতে দেশ, কাল ও ধর্ম্মাবিচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম অর্থ প্রতিভাত হয়, তাহার নাম সবিচার সমাপত্তি আর যে সমাপত্তিতে দেশ, কাল ও ধর্ম্মাদিরহিত কেবল তন্মাত্ররূপে সূক্ষ্মার্থ প্রতিভাত হয়, তাহাকে নির্ব্বিচার সমাপত্তি বলা যায় ॥ ৪৪ ॥

সূক্ষ্মবিষয়ত্বঞ্চালিঙ্গপর্য্যবসানম্ ॥ ৪৫ ॥

তা এব সবীজঃ সমাধিঃ ॥ ৪৬ ॥

অস্যা এব সূক্ষ্মবিষয়ায়াঃ কিং পর্য্যন্তঃ সূক্ষ্মবিষয় ইত্যাহ। সবিচারনির্ব্বিচারয়োঃ সমাপত্ত্যোর্যৎসূক্ষ্মবিষয়ত্বমুক্তং তদলিঙ্গপর্য্যবসানং ন কচিল্লীয়তে ন বা কিঞ্চিৎ লিঙ্গতি গময়তীত্যলিঙ্গং প্রধানং তৎপর্য্যন্তং সূক্ষ্মবিষয়ত্বম্। তথা হি গুণানাং পরিণামে চত্বারি পর্ব্বাণি বিশিষ্টলিঙ্গমবিশিষ্টলিঙ্গং লিঙ্গমাত্রমলিঙ্গং চেতি। বিশিষ্টলিঙ্গং ভূতেন্দ্রিয়াণি অবিশিষ্টলিঙ্গং তন্মাত্রান্তঃকরণানি লিঙ্গমাত্রং বুদ্ধিঃ অলিঙ্গং প্রধানমিতি নাতঃপরং সূক্ষ্মমস্তীত্যুক্তং ভবতি ॥৪৫॥

এতেষাং সমাপত্তীনাং প্রকৃতে প্রয়োজনমাহ। তা এব উক্তলক্ষণাঃ সমাপত্তয়ঃ সবীজঃ সহ বীজেনালম্বনেন বর্ত্ততে ইতি সবীজঃ সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিরিত্যুচ্যতে সর্ব্বাসাং সালম্বনত্বাৎ ॥ ৪৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্মবিষয়া সমাপত্তি কি পর্য্যন্ত সূক্ষ্মবিষয়,আশ্রয় করে তাহা নিরূপণ করিতেছেন।—সবিচার ও নির্ব্বিচার সমাপত্তির যে সূক্ষ্মবিষয়ত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা অলিঙ্গপর্য্যবসান, অর্থাৎ সেই সময়ে মনঃ এইরূপ সূক্ষ্মবিষয়ে অনুরক্ত হয় যে,তখন অন্য কোন বিষয় চিত্তে প্রবিষ্ট হইতে পারে না এবং মনঃ সেই ধ্যেয় বিষয় ভিন্ন অন্য কোন বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না। গুণের পরিণামেরও চতুর্ব্বিধ অবস্থা হইয়া থাকে। যথা—বিশিষ্ট লিঙ্গ, অবিশিষ্ট লিঙ্গ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ। বিশিষ্টলিঙ্গাবস্থাতে ভূত ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ থাকে, অবিশিষ্টলিঙ্গে কেবল ধ্যেয় বিষয়ে অন্তঃকরণ নিযুক্ত থাকে, লিঙ্গমাত্রাবস্থাতে বুদ্ধির উদয় হয় এবং অলিঙ্গাবস্থা সর্ব্বপ্রধান, ইহা হইতে সূক্ষ্মবিষয় আর নাই। ইহাই সমাধি ও নির্ব্বিচার সমাপত্তির সূক্ষ্ম বিষয়ত্বের সীমা ॥ ৪৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত চিত্ত সমাপত্তি সমূহের প্রকৃত প্রয়োজন বলিতেছেন।—পূর্ব্বোক্ত প্রকার চিত্ত সমাপত্তিকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা যায়, যাহার চিত্তে পূর্ব্বোক্ত সমাপত্তি হয়, তাহাকেই সংজ্ঞাত সমাধিমান্ বলিয়া থাকে॥ ৪৬ ॥

নির্ব্বিচারবৈশারদ্যে অধ্যাত্মপ্রসাদঃ ॥ ৪৭ ॥

ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা ॥ ৪৮ ॥

অথেতরাসাং সমাপত্তীনাং নির্ব্বিচারফলত্বাৎ নির্ব্বিচারায়াঃ ফলমাহ। নির্ব্বিচারত্বং ব্যাখ্যাতং বৈশারদ্যং নৈর্ম্মল্যং সবিতর্কাং স্থূলবিষয়ামপেক্ষ্য নির্ব্বিচারায়াঃ প্রাধান্যং ততোঽপি সূক্ষ্মবিষয়ায়াঃ সবিচারায়াস্ততোঽপি নির্ব্বিচারায়াঃ তস্যাস্তু নির্ব্বিকল্পরূপায়াঃ প্রকৃষ্টাভ্যাসবশাদ্বৈশারদ্যে নৈর্ম্মল্যে সত্যধ্যাত্মপ্রসাদঃ সমুপজায়তে। চিত্তং ক্লেশবাসনারহিতং স্থিতিপ্রবাহযোগ্যং ভবতি এতদেব চিত্তস্য বৈশারদ্যং যৎ স্থিতৌ দার্ঢ্যম্ ॥ ৪৭ ॥

তস্মিন্ সতি কিং ভবতীত্যাহ। ঋতং সত্যং বিভর্ত্তি কদাচিদপি ন বিপর্য্যয়েণাচ্ছাদ্যতে সা ঋতংভরা প্রজ্ঞা তস্মিন্ ভবতীত্যর্থঃ। তস্মাচ্চ প্রজ্ঞালোকাৎ সর্ব্বং যথাবৎ পশ্যন্ যোগী প্রকৃষ্টং যোগং প্রাপ্নোতি ॥ ৪৮ ॥

যতপ্রকার চিত্তসমাপত্তি আছে, নির্ব্বিকার সমাপত্তিই তাহাদিগের ফল, অন্যান্য সমাপত্তিদ্বারাও নির্ব্বিকার সমাপত্তি হইয়া থাকে, অতএব নির্ব্বিকার সমাপত্তির ফল বলিতেছেন।—নির্ব্বিকার সমাপত্তিকে স্থূলবিষয়া, সমাপত্তি বলে। সবিতর্ক সমাপত্তি হইতে নির্ব্বিতর্ক সমাধির প্রাধান্য আছে, নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তি হইতে সূক্ষ্ম বিষয়া সবিচার সমাপত্তিরই প্রধানতা। সবিচার সমাপত্তি হইতে নির্ব্বিচার সমাপত্তি প্রধান, নির্ব্বিচার সমাপত্তি হইতে নির্ব্বিকল্পক সমাধির শ্রেষ্ঠতা আছে। ঐ নির্ব্বিকল্পক সমাধির প্রকৃষ্ট অভ্যাস বশতঃ চিত্তের নির্ম্মলতা সাধিত হইয়া থাকে। চিত্ত নির্ম্মল হইলেই আত্মপ্রসাদ জন্মে। চিত্তক্ষেত্র হইতে ক্লেশ বাসনা প্রভৃতি বিদূরিত হইলে চিত্ত স্থিরভাব আশ্রয় করে, ইহাই অধ্যাত্মপ্রসাদ ॥ ৪৭ ॥

চিত্তের নির্ম্মলতাদ্বারা অধ্যাত্মপ্রসাদ সাধিত হইলে কিরূপ ফল লাভ হয়, তাহা বলিতেছেন।—আত্মপ্রসাদ উপস্থিত হইলে ঋতম্ভরা (সত্যপূর্ণা) প্রজ্ঞা জন্মে, কদাচ সেই প্রজ্ঞার বিপর্য্যয় হয় না। সেই প্রজ্ঞার আলোকে যোগিগণ যথাবৎ অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয়ের প্রকৃতসূক্ষ্ম অবস্থা অবলোকন করিয়া যোগ সাধনের প্রকৃষ্ট ফল পাইয়া থাকেন। এই প্রজ্ঞার আলোক সর্ব্বদা সমভাবে সমুজ্জ্বল থাকে, কখনও ইহা কোন কারণে আচ্ছাদিত হয় না ॥ ৪৮ ॥

শ্রৌতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যাং সামান্যবিষয়াবিশেষার্থত্বাৎ ॥৪৯॥

তজ্জসংস্কারোঽন্যসংস্কারবিরোধী ॥ ৫০ ॥

তস্যাঃ প্রজ্ঞান্তরাদ্বৈলক্ষণ্যমাহ। শ্রৌতমাগমজ্ঞানম্ অনুমানমুক্তলক্ষণম্ তাভ্যাং যা জায়তে প্রজ্ঞা সা সামান্যবিষয়া। ন হি শব্দলিঙ্গয়োরিন্দ্রিয়বদ্বিশেষপ্রতিপত্তৌ সামর্থ্যং ইয়ং পুনর্নির্ব্বিচারবৈশারদ্যসমুদ্ভবা প্রজ্ঞা তাভ্যাং বিলক্ষণা বিশেষবিষয়ত্বাৎ। অস্যাংহি প্রজ্ঞায়াং সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টানামপি বিশেষঃ স্ফুটেনৈব রূপেণ ভাসতে অতস্তস্যামেব যোগিনা পরপ্রযত্নঃ কর্ত্তব্য ইত্যুপদিষ্টং ভবতি ॥ ৪৯ ॥

অস্যাঃ প্রজ্ঞায়াঃ ফলমাহ। তয়া প্রজ্ঞয়া জনিতো যঃ সংস্কারঃ সোঽন্যান্ সংস্কারান্ ব্যুত্থানজান্ সমাধিজাংশ্চ সংস্কারান্ প্রতিবধ্নাতি স্বকার্য্যকারণা-

---

পূর্ব্বোক্ত সত্যপূর্ণা প্রজ্ঞা অন্যান্য প্রজ্ঞা ইহাতে বিলক্ষণ,অর্থাৎ অন্যান্য প্রজ্ঞা হইতে এই প্রজ্ঞার যে বিশেষ মাহাত্ম্য আছে, তদ্বিষয় প্রদর্শিত হইতেছে।—আগম প্রমাণ ও অনুমানদ্বারা যে প্রজ্ঞার উৎপত্তি হয়, তাহা সামান্য বিষয়া, তাহার বিশেষ ফল প্রতিপাদনের সামর্থ্য নাই। পরন্তু নির্ব্বিচার সমাপত্তি ও চিত্তেরনির্ম্মলতাদ্বারা যে,প্রজ্ঞার সমুদ্ভব হয়, তাহা সবিশেষ ফলপ্রদান করে। এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার উৎপত্তি হইলে সর্ব্ববিষয়ে সূক্ষ্ম দৃষ্টি হয়। যাহার ভাগ্যে উক্ত প্রজ্ঞার আবির্ভাব হয়, তাহার কোন বিষয় অগোচর থাকে না। অতএব যাহাতে উক্তরূপ প্রজ্ঞার আবির্ভাব হইতে পারে, তদ্বিষয়ে যোগিগণের সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা কর্ত্তব্য ॥ ৪৯ ॥

এইক্ষণে পূর্ব্বোক্ত প্রজ্ঞার ফল নিরূপণ করিতেছেন।—ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার উৎপত্তি হইলে চিত্তের যে সংস্কার জন্মে, সেই সংস্কার সমাধিজনিত অন্যান্য সংস্কারের নিরোধ করে। এই সংস্কার জন্মিলে পূর্ব্বোক্ত সংস্কার কোন কার্য্যকারী হইতে পারে না। তত্ত্বস্বরূপ যে সংস্কার উৎপন্ন হয়, তাহাই বলবান্। এই বলবান্ সংস্কার অযথার্থ প্রজ্ঞাজনিত সংস্কারকে অনায়াসে নিরোধ করিতে পারে। তখন আর প্রজ্ঞাজনিত সংস্কারের কোন ক্ষমতা থাকে না। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সেই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার সমুৎপাদনে সবিশেষ অনুরক্ত থাকিবে ॥ ৫০ ॥

তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধান্নির্ব্বীজঃ সমাধিঃ ॥ ৫১ ॥

ইতি যোগপাদঃ ॥ ১ ॥

ক্ষমান্ করোতীত্যর্থঃ। যতস্তত্ত্বরূপতয়া জনিতাঃ সংস্কারা বলবত্ত্বাদতত্ত্বরূপপ্রজ্ঞাজনিতান্ সংস্কারান্ বাধিতুং শক্নুবন্তি। অতস্তামেব প্রজ্ঞামভ্যসেদিত্যুক্তং ভবতি ॥ ৫০ ॥

এবং সম্প্রজ্ঞাতসমাধিমভিধায় অসম্প্রজ্ঞাতং বক্তুমাহ। তস্যাপি সম্প্রজ্ঞাতস্য নিরোধে বিলয়ে সতি সর্ব্বাসাং চিত্তবৃত্তীনাং কারণে প্রবিলয়ান্নসংস্কারমাত্রা দৃষ্টিকদেতি তস্যাং নেতি নেতি কেবলং পর্য্যুদসনান্নির্ব্বীজঃ সমাধির্ভবতি যস্মিন্ সতি পুরুষঃ স্বরূপনিষ্ঠঃ শুদ্ধো ভবতি ॥ ৫১ ॥

তত্রাধিকৃতস্য যোগস্য লক্ষণং চিত্তবৃত্তিনিরোধপদানাং ব্যাখ্যানমভ্যাসবৈরাগ্যলক্ষণস্যোপায়দ্বয়স্য স্বরূপং ভেদঞ্চাভিধায় সম্প্রজ্ঞাতাসম্প্রজ্ঞাতভেদেন যোগস্য মুখ্যামুখ্যভেদমুক্ত্বা যোগাভ্যাসপ্রদর্শনপূর্ব্বকং বিস্তারেণোপায়ান্

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির বিশেষ বিবরণ করিয়া এইক্ষণ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বিবৃত হইতেছে।—সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বিলয় প্রাপ্ত হইলে সর্ব্বপ্রকার চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইয়া অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির উদয় হইতে থাকে। যখন চিত্তবৃত্তিসকল স্বীয় কারণেতে প্রবিলয় প্রাপ্ত হয়, তখন আর কোনরূপ সংস্কারজনিত দৃষ্টির উদয় হয় না। সর্ব্বদা তন্ন তন্ন রূপে সর্ব্ববিষয় নিবারিত হইয়া নির্ব্বীজ অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির আবির্ভাব হয়। তাহাতে পুরুষের (আত্মার) কেবল স্বরূপমাত্র বর্ত্তমান থাকে, অন্যকোন বিষয়েই অনুরাগ থাকে না, সুতরাং তখন সেই পুরুষ বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

(১) অধিকৃত যোগের লক্ষণ, (২) চিত্তবৃত্তিনিরোধ, (১৩) অভ্যাস, (১৫) বৈরাগ্য, (১৬) বৈরাগ্যের দ্বিবিধ উপায় (১৭-১৮) এবং ইহাদের স্বরূপ ও ভেদ নিরূপণ করিয়া সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির ভেদ প্রদর্শনপূর্ব্বক যোগের মুখ্যামুখ্যভেদ, (১৯-২৩) নানাপ্রকার যোগ অভ্যাস

প্রদর্শ্য সুগমোপায়প্রদর্শনপরতয়া ঈশ্বরস্য স্বরূপপ্রমাণপ্রভাববাচকোপাসনানি তৎ ফলানি নির্ণীয় চিত্তবিক্ষেপাংস্তত্তৎসহভুবশ্চ দুঃখাদীন্ বিস্তারেণ চ তৎ-প্রতিষেধোপায়ানেকতত্ত্বাভ্যাসমৈত্র্যাদিপ্রাণায়ামাদীন্ সম্প্রজ্ঞাতাসম্প্রজ্ঞাত পূর্ব্বাঙ্গভূতবিষয়বতী প্রবৃত্তিরিত্যাদীনাখ্যায় উপসংহারদ্বারেণ চ সমাপত্তি-লক্ষণফলসহিতাং স্বস্ববিষয়সহিতাং চোক্ত্বা সম্প্রজ্ঞাতাসম্প্রজ্ঞাতয়োরুপসংহার-মভিধায় সবীজপূর্ব্বকনির্বীজসমাধিরভিহিত ইতি ব্যাকৃতো যোগপাদঃ ॥

ইতি শ্রীমহারাজাধিরাজ শ্রীভোজদেববিরচিতায়াং রাজমার্ত্তণ্ডাভিধায়াং পাতঞ্জলযোগশাস্ত্রবৃত্তৌ যোগপাদোনাম প্রথমঃ পাদঃ ॥ ১ ॥

ও তদ্বিষয়ের সিদ্ধিলাভ করিবার সুগম উপায়, (২৪) ঈশ্বরের গুণবর্ণন, (২৮) তাহার প্রমাণ, (২৬) মহত্ত্ব, (২৭) বাচক, (২৫) উপাসনার প্রণালী, (২৯) সেই উপাসনার ফলনির্ণয় করতঃ (৩০) চিত্তবিক্ষেপ ও (৩১) তজ্জনিত দুঃখ এবং (৩২-৩৩) দুঃখাদির বিস্তার দ্বারা সেই চিত্ত-বিক্ষেপের নিবারণের বিবিধ উপায়স্বরূপ তত্ত্বাভ্যাস ও দয়া, (৩৪) প্রাণা-য়ামাদি এবং (৩৫-৪৫) সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির পূর্ব্বাঙ্গস্বরূপ বিষয়াত্মিকা প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা করিয়া উপসংহারকালে (৪৬-৫১) চিত্তসমাপত্তি-স্বরূপ ফল ও বিষয় নির্ণয় করিয়া সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির উপসংহার নিরূপণপূর্ব্বক সবীজ ও নির্ব্বীজ সমাধি কথিত হইল। এইপ্রকার প্রণালীতে "যোগপাদ" বর্ণিত হইল॥

ইতি যোগপাদ ॥ ১ ॥

সাধনোপাদনাম

অথ দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ॥ ১ ॥

* তে তে দুষ্প্রাপযোগর্দ্ধিসিদ্ধয়ো যেন দর্শিতাঃ।
উপায়াঃ স জগন্নাথস্ত্র্যক্ষোঽস্তু প্রার্থিতাপ্তয়ে ॥

তবেদং প্রথমে পাদে সমাহিতচিত্তস্য সোপায়ং যোগং অভিধায় ব্যুত্থিত-চিত্তস্যাপি কথমুপায়াভ্যাসপূর্ব্বকো যোগঃ সাধ্যতামুপযাতীতি তৎসাধনানুষ্ঠান-প্রতিপাদনায় ক্রিয়াযোগমাহ। তপঃ শাস্ত্রান্তরোপদিষ্টং চান্দ্রায়ণাদি স্বাধ্যায়ঃ প্রণবপূর্ব্বাণাং মন্ত্রাণাং জপঃ ঈশ্বরপ্রণিধানং সর্ব্বক্রিয়াণাং তস্মিন্ পরমগুরৌ ফলনিরপেক্ষতয়া সমর্পণম্। এতানি ক্রিয়াযোগঃ ইত্যুচ্যতে ॥ ১ ॥

যিনি দুষ্প্রাপ্য যোগসিদ্ধির উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই ত্রিলোচন জগন্নাথ প্রার্থিত ফলসিদ্ধির অনুকূল হউন। প্রথমপাদে সমাধি লক্ষণ, তাহার প্রকার ভেদ ও যোগসাধানের উপায় কথিত হইয়াছে;—এইক্ষণ যে প্রকারে সেই সকল উপায় অভ্যাস করিলে যোগসাধন শরীরের স্বাস্থ্য সম্পাদন করিতে পারে এবং কোনরূপ শারীরিক অনিষ্ট-সাধন না হয়, সেইরূপ কায়যোগ-সাধনানুষ্ঠান-প্রণালী প্রদর্শিত হইতেছে।—অন্যান্য শাস্ত্রোপদিষ্ট চান্দ্রায়ণ ও কৃচ্ছ্র ব্রতাদি* তপস্যা, প্রণবপূর্ব্বক মন্ত্রজপাদিরূপ স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণি-ধান অর্থাৎ পরম গুরুরূপী ঈশ্বরেতে কোন স্বার্থসিদ্ধির অভিলাষ না করিয়া নিরপেক্ষভাবে সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া সমর্পণ, এই সকলকে ক্রিয়াযোগ বলে ॥ ১ ॥

* কোন মতে "প্রজাপত্য এবং কোন মতে "সান্তপনকে" কৃচ্ছ্র ব্রত বলে। "প্রাজা-পত্য"ব্রতের নিয়ম এই যে, তিন দিবস কেবল প্রাতঃকালে আহার, পর তিন দিবস কেবল সন্ধ্যাকালে একবার মাত্র যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া তৎপর তিন দিবস কেবল মাত্র যাচ্ঞা ব্যতীত ভিক্ষাদ্বারা জীবনধারণ করিতে হয় এবং সর্ব্বশেষে তিন দিবস জল মাত্রও পান না করিয়া উপবাস করিতে হয়। "সান্তপন"ব্রতের নিয়ম এই যে, ছয় দিবস গোময়াদি পঞ্চামৃত আহার এবং কুশাগ্রে যে পরিমাণে জল উঠে, তাহাই পান করিয়া জীবনধারণ করিতে হয়, তাহার পর এক সপ্তাহ উপবাস করিয়া ব্রত সমাপন করিতে হয়।

সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ ॥ ২ ॥

অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ ॥ ৩ ॥

স কিমর্থমিত্যাহ। ক্লেশা বক্ষ্যমাণাস্তেষাং তনূকরণং স্বকার্য্যকারণপ্রতিবন্ধঃ সমাধিরুক্তলক্ষণস্তস্য ভাবনা চেতসি পুনঃ পুনর্নিবেশনং সোঽর্থঃ প্রয়োজনং যস্য স তথোক্তঃ এতদুক্তং ভবতি। এতে তপঃপ্রভৃতয়োঽভ্যস্যমানাশ্চিত্তগতান্ অবিদ্যাদীন্ ক্লেশান্ শিথিলীকুর্ব্বন্তঃ সমাধেরুপকারকত্বাং ভজন্তে। তস্মাৎ প্রথমং ক্রিয়াযোগবিধানপরেণ যোগিনা ভবিতব্যমিত্যুপদিষ্টম্ ॥ ২ ॥

ক্লেশতনূকরণার্থ ইত্যুক্তং তত্র কে ক্লেশা ইত্যাহ। অবিদ্যাদয়ো বক্ষ্যমাণলক্ষণাঃ পঞ্চ তে বাধনালক্ষণং পরিতাপমুপজনয়ন্তঃ ক্লেশশব্দবাচ্যা ভবন্তি তে হি চেতসি প্রবর্ত্তমানাঃ সংস্কারলক্ষণং গুণপরিণামং দ্রঢ়য়ন্তি ॥ ৩ ॥

এইক্ষণে কি নিমিত্ত যোগসাধন করিবে? অর্থাৎ যোগ করিলে কি কি উপকার দর্শে, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—যথানিয়মে যোগাভ্যাস করিলে শারীরিক ক্লেশ নিবারণ হয়, সুপ্রণালীতে যোগাভ্যাস করিলে সেই যোগাভ্যাসজনিত পরিশ্রম স্বকার্য্য সাধনের কোনরূপ বাধা জন্মাইতে পারে না এবং চিত্তমধ্যে সমাধির অভিনিবেশ হইতে থাকে। এইপ্রকার গ্রন্থান্তরেও লিখিত আছে যে, তপস্যাদি ক্রিয়াযোগ অভ্যাস করিলে চিত্তগত অবিদ্যাদি ক্লেশসকল শিথিলীভূত হইয়া যায় এবং সমাধি সাধিত হয়, ইহাকেই ক্রিয়াযোগ বলে। অতএব যোগিগণ প্রথমতঃ ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ২ ॥

ইতিপূর্ব্বে যোগসাধনের ফলনিরূপণ-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে, যোগাভ্যাসদ্বারা ক্লেশ শিথিল হয়, এইক্ষণ সেইসকল ক্লেশনিরূপণ করিতেছেন।—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই পঞ্চবিধ ক্লেশ নির্ণীত আছে। অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশ চিত্তের পরিতাপ উৎপাদন করে, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে ক্লেশ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। ঐ সকল ক্লেশ চিত্তে প্রবৃত্ত হইলে গুণের পরিণামস্বরূপ সংস্কার বিশেষ অর্থাৎ দেহাদিতে আত্মত্ব বোধকে দৃঢ়ীভূত করে। উক্ত ক্লেশপঞ্চক ও তাহাদের লক্ষণ পরে বিবৃত হইবে ॥ ৩ ॥

অবিদ্যাক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্ ॥৪॥

সত্যপি সর্ব্বেষাং তুল্যক্লেশত্বে মূলভূতত্বাদবিদ্যায়াঃ প্রাধান্যং প্রতিপাদযিতুমাহ। অবিদ্যা মোহ অনাত্মন্যাত্মাভিমান ইতি যাবৎ। সা ক্ষেত্রং প্রসবভূমিরিতরেষাং অস্মিতাদীনাং প্রত্যেকং প্রসুপ্ততন্বাদিভেদেন চতুর্ব্বিধানাম্। অতো যত্র অবিদ্যাবিপর্য্যয়জ্ঞানরূপা শিথিলীভবতি তত্র ক্লেশানাং অস্মিতাদীনাং নোদ্ভবো দৃশ্যতে বিপর্য্যয়জ্ঞানসদ্ভাবে চ তেষামুদ্ভবদর্শনাৎ স্থিতমেব মূলত্বমবিদ্যায়াঃ। প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণামিতি তত্র যে ক্লেশাশ্চিত্তভূমৌ স্থিতাঃ প্রবোধকাভাবে স্বকার্য্যং নারভন্তে তে প্রসুপ্তা ইত্যুচ্যন্তে যথা বাল্যাবস্থায়াং বালস্য হি বাসনারূপাঃ স্থিতাঃ অপি ক্লেশাঃ প্রবোধসহকার্য্যভাবে নাভিব্যজ্যন্তে। তনবো যে স্বস্বপ্রতিপক্ষভাবনয়া শিথিলীকৃতকার্য্যসম্পাদনশক্তয়ে বাসনাবশেষতয়া চেতস্যবস্থিতাঃ প্রভূতাং সামগ্রীমন্তরেণ স্বকার্য্যমারব্ধুমক্ষমাঃ যথাভ্যাসবতো যোগিনঃ। তে বিচ্ছিন্না যে কেন-

উক্ত পঞ্চবিধ ক্লেশের মধ্যে সকলই তুল্যরূপে পরিতাপ জন্মায়, কিন্তু অবিদ্যাই অস্মিতাদি ক্লেশ চতুষ্টয়ের মূলীভূত, অতএব অবিদ্যার প্রাধান্য দর্শাইতেছেন।—অবিদ্যা শব্দের অর্থ মোহ, অর্থাৎ অনাত্মাতে আত্মাভিমান। এই অবিদ্যাই অস্মিতাদি ক্লেশ চতুষ্টয়ের উৎপত্তি স্থানস্বরূপ। এক অবিদ্যা হইতেই অস্মিতাদি চতুর্ব্বিধ ক্লেশের উৎপত্তি হয়। উক্ত অস্মিতাদি ক্লেশ সকল প্রসুপ্তাদি ভেদে প্রত্যেকে চতুর্ব্বিধ। যখন জ্ঞান বিপর্য্যয়রূপ অবিদ্যা শিথিলী-ভূত হয়, তখন অস্মিতাদি ক্লেশ চতুষ্টয়ের উদ্ভব হয় না এবং যে সময়ে সেই জ্ঞানবিপর্য্য-স্বরূপা অবিদ্যার সদ্ভাব থাকে, সেই সময়েই অস্মিতাদি চতুর্ব্বিধ ক্লেশের উদ্ভব দৃষ্ট হয়, অতএব অবিদ্যাই অস্মিতাদি চারিপ্রকার ক্লেশের মূল কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। অস্মিতাদি ক্লেশ সকলকে যে চারিপ্রকার বিভক্ত বলা হইয়াছে, তাহাদিগের প্রকার ভেদ এই।—প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার। এই চারি প্রকারের লক্ষণ ক্রমশঃ কথিত হইতেছে। যে ক্লেশ চিত্তভূমিতে অবস্থিত থাকিয়াও তাহার সহকারী উদ্বোধক ব্যতিরেকে স্বীয়কার্য্য প্রদর্শন করিতে পারে না, তাহাকে "প্রসুপ্ত ক্লেশ" বলাযায়। যেমন বাল্যাবস্থাতে বালক-

সুখানুশয়ী রাগঃ ॥ ৭ ॥

দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ ॥ ৮ ॥

স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ ॥ ৯ ॥

রাগস্য লক্ষণমাহ। সুখমনুশেতে ইতি সুখানুশয়ী সুখজ্ঞস্য সুখানুস্মৃতিপূর্ব্বকঃ সুখসাধনেষু তৃষ্ণারূপো গর্দ্ধঃ রাগসংজ্ঞকঃ ক্লেশঃ ॥ ৭ ॥

দ্বেষলক্ষণমাহ। দুঃখমুক্তলক্ষণং তদভিজ্ঞস্য তদনুস্মৃতিপূর্ব্বকং তৎসাধনেষু অনভিলষতো যোঽয়ং নিন্দাত্মকঃ ক্রোধঃ স দ্বেষলক্ষণঃ ক্লেশঃ ॥ ৮ ॥

অভিনিবেশস্য লক্ষণমাহ। পূর্ব্বজন্মানুভূতমরণদুঃখানুভববাসনাবলাদ্ভয়রূপঃ সমুপজায়মানঃ শরীরবিষয়াদিভির্ম্মম বিয়োগো মাভূদিতি অন্বহমনুবন্ধরূপঃ সর্ব্বস্যৈব আক্রিমেব্রর্হ্মপর্য্যন্তং নিমিত্তমন্তরেণ প্রবর্ত্তমানোঽভিনিবেশন ক্লেশঃ ॥ ৯ ॥

এইক্ষণ রাগ নামক ক্লেশের লক্ষণ বিবৃত হইতেছে।—সুখানুশয় তৃষ্ণাকে রাগ বলে। সুখভোগী ব্যক্তির সুখের অনুস্মরণ হইলে সুখসাধনকার্য্যে চিত্তের আসক্তি হয়, এই আসক্তিই "রাগ" নামক ক্লেশ। (মায়ার আক্রমণে আক্রান্ত হইয়া লোক সকল কৃত্রিম সুখলালসায় ক্লেশে পতিত হয়) ॥ ৭ ॥

অনন্তর দ্বেষনামক ক্লেশের লক্ষণ কথিত হইতেছে।—দুঃখভোগী ব্যক্তির দুঃখ স্মরণ হইলে তাহারা সেই দুঃখজনক কার্য্যকে নিন্দাকরে। এই নিন্দার অনুকূল যে ক্রোধ হয়, তাহার নাম "দ্বেষ"নামক ক্লেশ। (লোকে একবার যে কার্য্যে দুঃখ পাইয়াছে, সেই কার্য্যে পুনর্ব্বার ইচ্ছা হয় না,বরং ক্রোধই হইয়া থাকে) ॥ ৮ ॥

এইক্ষণ অভিনিবেশ নামক ক্লেশের লক্ষণ বিবৃত হইতেছে।—পূর্ব্বজন্মে যে মরণ-দুঃখ অনুভূত হইয়াছে, সেই দুঃখ স্মরণ হইলে ভয় উপস্থিত হয়, তখন এইরূপ ইচ্ছা হয় যে,"আমার যেন শরীর ও বিষয়াদির সহিত বিয়োগ না হয়" এইরূপ বাসনা আকীটব্রহ্ম পর্য্যন্ত সকলেরই হইয়া থাকে। এইরূপ বাসনার কোন নিমিত্ত নাই, ইহা প্রায় সকলেরই স্বভাবসিদ্ধ। এইরূপ বাসনাকে "অভিনিবেশ" বলে ॥ ৯ ॥

তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ ॥ ১০ ॥

ধ্যানহেয়াস্তদ্বৃত্তয়ঃ ॥ ১১ ॥

তদেবং ব্যুত্থানস্য ক্লেশাত্মকত্বাদেকাগ্রতাভ্যাসকামেন প্রথমং ক্লেশাঃ পরিহর্ত্তব্যাঃ। ন চাজ্ঞাতানাং তেষাং পরিহারঃ কর্ত্তুং শক্যইতি তজ্জ্ঞানায় তেষাং উদ্দেশ্যং লক্ষণং ক্ষেত্রং বিভাগঞ্চাভিধায় স্থূলসূক্ষ্মভেদভিন্নানাং তেষাং প্রহাণোপায়বিভাগমাহ। তে সূক্ষ্মাঃ ক্লেশা যে বাসনারূপেণৈব স্থিতাঃ স্ববৃত্তিরূপং পরিণামমারভন্তে তে প্রতিপ্রসবেন প্রতিলোভপরিণামেন হেয়াস্ত্যক্তব্যাঃ স্বকারণেঽস্মিতায়াং কৃতার্থং সবাসনং চিত্তং যদা প্রবিষ্টং ভবতি তদা কুতস্তেষাং নির্ম্মূলানাং সম্ভবঃ ॥ ১০ ॥

স্থূলানাং হানোপায়মাহ। তেষাং ক্লেশানামারব্ধকার্য্যাণাং যাঃ সুখদুঃখমোহাত্মিকা বৃত্তয়স্তা ধ্যানহেয়া ধ্যানেন চিত্তৈকাগ্রতামক্ষণেন হাতব্যা ইত্যর্থঃ

পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাদি সকলেই ক্লেশপ্রদ, অতএব যাঁহারা ব্রহ্মবিষয়ে চিত্তের একাগ্রতা ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রথমে উক্ত অবিদ্যাদি পঞ্চবিধ ক্লেশকে পরিত্যাগ করিবেন। কিন্তু সেই সকল ক্লেশকে বিশেষরূপে না জানিলে তাহাদিগের পরিত্যাগ সম্ভব হয় না; অতএব সেই সকল ক্লেশের পরিজ্ঞানার্থ তাহাদিগের উদ্দেশ্য, লক্ষণ, কারণ ও বিভাগ বলিয়া স্থূলসূক্ষ্ম ভেদে বিভিন্ন সেই ক্লেশের পরিত্যাগের উপায়বিভাগ বলিতেছেন।—পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ দ্বিবিধ—সূক্ষ্ম ও স্থূল। উক্ত অবিদ্যাদি ক্লেশের মধ্যে যে ক্লেশ কেবল বাসনারূপে অবস্থিত থাকিয়া স্বীয়কার্য্যপ্রকাশ করিতে পারে না, তাহাই সূক্ষ্মক্লেশমধ্যে পরিগণিত। এই ক্লেশ প্রতিপ্রসবদ্বারা নিবর্তিত হয়। যে ক্লেশের যেরূপ ধর্ম্ম, তাহার বিপরীত আচরণ করিলেই সেই ক্লেশের পরিহার হইয়া থাকে। যখন বাসনা সমন্বিত চিত্ত একাগ্রতা আশ্রয় করিয়া স্বীয় কারণীভূত আত্মাতে প্রবিষ্ট হইয়া কৃতার্থ হয়, তখন ঐ সকল অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ নির্ম্মূল হইয়া যায়. পুনর্ব্বার কোনরূপেও তাহাদিগের সম্ভব হইতে পারে না ॥ ১০ ॥

এইক্ষণে স্থূলক্লেশের নিবারণোপায় কথিত হইতেছে।—অবিদ্যাদি পঞ্চবিধ ক্লেশের কার্য্যস্বরূপ যে সুখ-দুঃখ-মোহাদি, তাহারাই স্থূলক্লেশ

ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ ॥ ১২ ॥

চিত্তপরিকর্ম্মাভ্যাসমাত্রেণৈব স্থূলত্বাত্তাসাং নিবৃত্তির্ভবতি যথা বস্ত্রাদৌ স্থূলো মলঃ প্রক্ষালণমাত্রেণৈব নিবর্ত্ততে যস্তত্র সূক্ষ্মাংশঃ স তৈস্তৈরুপায়ৈ রনলপ্রভৃতিভিরেব নিবর্ত্তয়িতুং শক্যতে ॥ ১১ ॥

এবং ক্লেশানাং তত্ত্বমভিধায় কর্ম্মাশয়স্য অদভিধাতুমাহ। কর্ম্মাশয় ইত্যনেন স্বরূপং তস্যাভিহিতম্। অতো বাসনারূপাণ্যেব কর্ম্মাণি ক্লেশমূল ইত্যনেন কারণ মভিহিতং যতঃ কর্ম্মণাং শুভাশুভানাং ক্লেশা এব নিমিত্তং দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয় ইত্যনেন ফলমুক্তং অস্মিন্নেব জন্মনি অনুভবনীয়ো দৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ জন্মান্তরানুভবনীয়োঽদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ। তথাহি কানিচিৎ পুণ্যানি দেবতারাধনাদীনি তীব্রসংবেগেন কৃতানি ইহৈব জন্মনি জাত্যায়ুর্ভোগলক্ষণং

মধ্যে পরিগণিত হয়। যোগসাধনদ্বারা ঐ সকল স্থূলক্লেশ নিবারিত হইয়া যায়, চিত্তের একাগ্রতারূপ সমাধি হইলেই স্থূলক্লেশের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। চিত্তের একাগ্রতা অভ্যাস করিলেই ক্লেশবিদূরিত হইয়া যায়। যেমন বস্ত্রাদির স্থূল মল প্রক্ষালনদ্বারা নিবারিত হয় এবং সূক্ষ্ম মল সকল অগ্নিপ্রযোগাদি স্বস্ব উপায় দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ সূক্ষ্ম ও স্থূলক্লেশ সকল পৃথক্ পৃথক্ উপায় দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ১১ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ক্লেশের তত্ত্বনিরূপণ করিয়া ইদানীং কর্ম্মাশয়ের তত্ত্বনিরূপণ করিতেছেন।—সুখদুঃখাদি ভোগের কারণই কর্ম্মাশয়; ইহাই কর্ম্মাশয়ের স্বরূপ। অতএব কর্ম্মসকল বাসনাস্বরূপ হয়। পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাদি পঞ্চবিধ ক্লেশই কর্ম্মের মূল কারণ, ঐ কর্ম্ম পুণ্যাপুণ্যভেদে দ্বিবিধ। যেহেতু অবিদ্যাদি ক্লেশপঞ্চক হইতেই শুভাশুভ কর্ম্ম সকল উৎপন্ন হয়। দেবতার আরাধনা প্রভৃতি কোন কোন কর্ম্ম উৎকটরূপে সাধিত হইলে সেইসকল কর্ম্ম ইহকালেই জাতি, আয়ুঃ ও ভোগাদি ফলপ্রদান করে, ইহাকে দৃষ্টজন্মবেদনীয় এবং কোন কোন কর্ম্ম জন্মান্তরে ফলপ্রদ হয়, তাহাকে অদৃষ্টজন্মবেদনীয় বলিয়া থাকে। ত্রেতাযুগে নন্দীশ্বর নামে মহামুনি ছিলেন, তিনি ভগবান্ মহাদেবের আরাধনা দ্বারা এক জন্মেই জন্মান্তর লাভ করিয়া ত্রিলোচনের প্রিয়ভক্ত

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ ॥ ১৩ ॥

ফলং প্রয়চ্ছন্তি। যথা নন্দীশ্বরস্য ভগবন্মহেশ্বরারাধনবলাদিহৈব জন্মনি জাত্যাদয়ো বিশিষ্টা প্রাদুর্ভূতাঃ। এবমন্যেষাং বিশ্বামিত্রাদীনাং তপঃপ্রভাবাৎ জাত্যায়ুষী। কেষাঞ্চিজ্জাতিরেব তথা তীব্রসংবেগেন দুষ্টকর্ম্মকৃতাং নহুষাদীনাং জাত্যন্তরাদি পরিণামঃ। উর্ব্বশ্যাশ্চ কার্ত্তিকেয়বনে লতারূপতয়া এবং ব্যস্তসমস্তত্বেন যথাযোগ্যং যোজ্যমিতি ॥ ১২ ॥

ইদানীং কর্ম্মাশয়স্য স্বভেদভিন্নস্য স্বভেদভিন্নং ফলমাহ। মূলমুক্তলক্ষণাঃ ক্লেশাঃ। তেষনভিভূতেষু সৎসু কর্ম্মণাং কুশলাকুশলরূপাণাং বিপাকঃ ফলং জাত্যায়ুর্ভোগা ভবন্তি। জাতির্ম্মনুষ্যাদিঃ আয়ুশ্চিরকালং একশরীরসম্বন্ধঃ। ভোগা বিষয়া ইন্দ্রিয়াণি সুখসংবিৎ দুঃখসংবিৎ। সুখদুঃখাদীনি কর্ম্মকরণভাব বোধনব্যুৎপত্যা ভোগশব্দস্য ইতরত্র তাৎপর্য্যং চিত্তভূমৌ অনাদিকালসঞ্চিতাঃ কর্ম্মবাসনা যথাযথা পাকমুপযান্তি তথাতথা গুণপ্রধানভাবেন স্থিতা জাত্যায়ুর্ভোগলক্ষণং স্বকার্য্যমারভন্তে ॥ ১৩ ॥

রূপে চিরকাল ত্রিপুরারির সমীপে অবস্থিতি করেন এবং বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়কুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়াও তপোবলে এক জন্মেই দ্বিতীয় জন্মলাভ অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তহইয়া অসীম অলৌকিক কার্য্যসম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, ইত্যাদি ভূরি ভূরি পুণ্যকর্ম্মের উদাহরণ স্থল আছে। এইরূপ পাপকর্ম্মেরও অনেক নিদর্শন দেখা যায়। নহুষ নামে চন্দ্রবংশীয় কোন নরপতি স্বর্গধামের আধিপত্য পাইয়া মদগর্ব্বে ব্রাহ্মণকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, সেই পাপে নহুষের জাত্যন্তর অর্থাৎ নাগযোনি প্রাপ্ত হয় এবং উর্ব্বশী অর্জ্জুনের শাপে গুল্ম হইয়াছিলেন। এইরূপ শুভাশুভ কর্ম্মের ভদ্রাভদ্রফল হইয়া থাকে ॥১২॥

এইক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম সকলের পৃথক্ পৃথক্ ফল নিরূপণ করিতেছেন।— কর্ম্মের কারণীভূত অবিদ্যাদি পঞ্চবিধক্লেশ অনভিভূত থাকিলেই শুভাশুভ কর্ম্ম উৎপন্ন হয় এবং জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ এই সকলই কর্ম্মের পরিপাকজন্য ফলভোগ হইয়া থাকে। কোন কর্ম্মফলে মনুষ্যাদি জাতি হইয়া থাকে, অন্যান্য কর্ম্মদ্বারা আয়ুঃ অর্থাৎ এক শরীরে চিরকাল সম্বন্ধ থাকে এবং কর্ম্মবিশেষের পরিপাকবশতঃ নানাপ্রকার বিষয় ভোগ হয়। কর্ম্মফলেই জীবের সুখদুঃখ

তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ ॥ ১৪ ॥
পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখ-
মেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ ॥ ১৫ ॥

উক্তানাং কর্ম্মফলত্বেন জাত্যাদীনাং স্বকারণকর্ম্মানুসারিণাং কার্য্যকর্তৃত্ব-মাহ। হ্লাদঃ সুখং পরিতাপো দুঃখং তৌ ফলং যেষাং তে তথোক্তাঃ পুণ্যং কুশলং কর্ম্ম তদ্বিপরীতমপুণ্যং তে কর্ম্মণী কারণং যেষাং তেষাং ভাবস্তস্মাৎ এতদুক্তং ভবতি পুণ্যকর্ম্মারব্ধা জাত্যায়ুর্ভোগাহ্লাদফলাঃ অপুণ্যকর্ম্মারব্ধাস্তু পরিতাপফলাঃ এতচ্চ প্রাণিমাত্রাপেক্ষতয়া দ্বৈবিধ্যম্ ॥ ১৪ ॥

যোগিন-স্তৎসর্ব্বং দুঃখমিত্যাহ। বিবেকিনঃ পরিজ্ঞাতক্লেশাদিবিবেকস্য দৃশ্যমাত্রং সকলমেব ভোগসাধনং সবিষং স্বাদ্বন্নমিব দুঃখমেব প্রতিকূল-বেদনীয়মেবেত্যর্থঃ। যস্মাদত্যন্তাভিজাত্যো যোগী দুঃখলেশেনাপ্যুদ্বিজতে যথাক্ষিপত্রমূর্ণা তন্তু স্পর্শমাত্রেণৈব মহতীং পীড়ামনুভবতি নেতরদঙ্গং তথা বিবেকী স্বল্পদুঃখানুবন্ধেনাপি উদ্বিজতে। কথমিত্যাহ পরিণামতাপ-

---

ভোগ হইয়াথাকে। জীবগণের চিত্তক্ষেত্রে চিরকাল বাসনা অবস্থিতি করে,যে যেপ্রকারে ঐ বাসনার পরিপাক হয়, সেই সেইরূপ জাতি, আয়ুঃ ও বিষয় ভোগ হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

স্ব কর্ম্মের ফলস্বরূপ জাতি, আয়ুঃ ও বিষয় ভোগের কার্য্য ও কর্তৃত্ব বলিতেছেন।—কর্ম্ম সকলের পুণ্যাপুণ্যত্ব হেতু সুখ ও দুঃখভোগ হইয়া থাকে। পুণ্যকর্ম্মবলে উৎকৃষ্ট জাতি, চিরায়ুঃ ও বিষয় ভোগাদি ফল সুখপ্রদ হয় এবং অপুণ্য কর্ম্ম প্রভাবে পরিতাপাদি দুঃখ ভোগ রূপ ফল হইয়া থাকে। অতএব সুখদুঃখভোগই কর্ম্মফলরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল ॥ ১৪ ॥

সাধারণ লোকের উপরিউক্ত দ্বিবিধ ফলভোগ হয়, কিন্তু যোগিগণ সুখ দুঃখাদি ভোগরূপ কর্ম্মফল সমস্তই দুঃখ বলিয়া গণ্য করেন। ক্লেশাদি পরিজ্ঞানে যাঁহাদিগের বিবেক উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহারা ভোগসাধন দ্রব্যসকলকে কেবলমাত্র বিষাক্ত সুস্বাদু অন্নের ন্যায় প্রতিকূল বিবেচনা করেন। যোগিগণ দুঃখলেশ মাত্রেই উদ্বিগ্ন হয়েন। যেমন চক্ষুঃ কোমল-

সংস্কারদুঃখৈর্ব্বিষয়াণামুপভুজ্যমানানাং যথাযথং গর্দ্ধা বিবৃদ্ধেস্তদপ্রাপ্তিকৃতস্য সুখদুঃখস্য অপরিহার্য্যতয়া দুঃখান্তরসাধনত্বাৎ নাস্ত্যেব সুখরূপতেতি পরিণাম-দুঃখত্বং উপগৃহ্যমাণেষু সুখসাধনেষু তৎ প্রতিপন্থিনং প্রতি দ্বেষস্য সর্ব্বদৈবা-বস্থিতত্বাৎ সুখানুভবকালেঽপি তাপদুঃখং দুষ্পরিহরমিতি তাপদুঃখতা। সংস্কারদুঃখত্ত্ব অভিমতানভিমতবিষয়সন্নিধানে সুখসংবিৎ দুঃখসংবিচ্চোপ-জায়মানা তথাবিধমেব স্বক্ষেত্রে সংস্কারমারভতে সংস্কারাচ্চ পুনস্তথাবিধং সংবিদনুভব ইত্যপরিমিতসংস্কার উৎপত্তিদ্বারেণ সর্ব্বস্যৈব দুঃখানুবেধাদ্দুঃখত্বং এবমুক্তং ভবতি ক্লেশকর্ম্মাশয়বিপাকসংস্কারানুচ্ছেদাৎ সর্ব্বস্যৈব দুঃখত্বং গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চেতি গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসাং যা বৃত্তয়ঃ সুখদুঃখমোহরূপাঃ পরস্পরমভিভাব্যাভিভাবকত্বেন বিরুদ্ধা জায়ন্তে তাসাং সর্ব্বত্রৈব দুঃখানু-বেধাদ্দুঃখত্বং এবমুক্তং ভবতি ঐকান্তিকী মাত্যন্তিকীঞ্চ দুঃখনিবৃত্তিমিচ্ছতো বিবেকিন উক্তরূপকারণচতুষ্টয়া সর্ব্বে বিষয়া দুঃখরূপতয়া প্রতিভান্তি তস্মাচ্চ সর্ব্বকর্ম্মবিপাকো দুঃখরূপ এবেত্যুক্তং ভবতি ॥ ১৫ ॥

স্পর্শ ঊর্ণা সূত্রের স্পর্শমাত্রও মহতী পীড়া অনুভব করে, সেইরূপ স্বল্প দুঃখানু-ভবেও বিবেকীর মহৎদুঃখ অনুভূত হইয়া থাকে। যেহেতু, বিষয় সকল উপভোগ করিলেই পরিণামে সংস্কারবশতঃ দুঃখ পাইতে হয়। যে পরিমাণে লোকে বিষয় ভোগ করে, তদপেক্ষাও ভোগ লালসা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কিন্তু বিষয়ভোগ সময়ে কোন বিষয়ের অপ্রাপ্তিতে যে দুঃখ হয়, তাহা কেহ পরিহার করিতে পারে না, বরং দুঃখান্তর উপস্থিত হইয়া থাকে; সুতরাং বিষয় ভোগে কিঞ্চিন্মাত্র সুখের সম্ভাবনা নাই। সুখ-সাধনসামগ্রী উপস্থিত হইলে তাহার বিরোধীর প্রতি দ্বেষ উপস্থিত হয় এবং সুখানুভবকালেও পরিতাপরূপ দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে। আপনার প্রিয় বস্তু বা অপ্রিয় বস্তুর সন্নিধানে সুখ ও দুঃখ হয়! যখন আপন অভিমত বস্তুলাভ হয়, তখন সুখ এবং যখন অনভিমত দ্রব্য উপস্থিত হয়, তখন দুঃখ হইয়া থাকে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ সুখদুঃখের উৎপত্তি হয়। অতএব সকলই দুঃখময় বিবেচনা করিয়া বিবেকশালী মুনিগণ বিষয় ভাগাদি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। সুখানুভবকালেও তাপদুঃখ উপস্থিত

হেয়ং দুঃখমনাগতম্ ॥ ১৬ ॥

দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ ॥ ১৭ ॥

তদেবমুক্তস্য ক্লেশকর্ম্মাশয়-বিপাকরাশেরবিদ্যাপ্রভাবাদবিদ্যায়াশ্চ মিথ্যা-জ্ঞানরূপতয়া সম্যগ্‌জ্ঞানোচ্ছেদ্যত্বাৎ সম্যগ্‌জ্ঞানস্য চ সসাধন-হেয়োপাদেয়া-বধারণরূপত্বাৎ তদভিধানমাহ। ভূতস্যাতিক্রান্তত্বাদনুভূয়মানস্য ত্যক্তুমশক্য-ত্বাদ-নাগত-মেব সংসারদুঃখং হাতব্য-মিত্যুক্তং ভবতি ॥ ১৬ ॥

হেয়হেতুমাহ। দ্রষ্টা চিদ্রূপঃ পুরুষঃ দৃশ্যং বুদ্ধিতত্বং তয়োরবিবেকখ্যাতি-

---

হয়, যেহেতু সুখসাধনসামগ্রীর উপস্থিতিকালেও তৎপরিপন্থি বস্তুর প্রতি দ্বেষ থাকে, সুতরাং তাপদুঃখ, সংস্কারদুঃখ ও পরিণামদুঃখ এই ত্রিবিধ দুঃখদ্বারা সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণের বৃত্তিস্বরূপ সুখ দুঃখ ও মোহের বিরোধ দেখা যায়, অতএব কোন প্রকার বিষয়ভোগেই দুঃখ ভিন্ন সুখের সম্ভাবনা নাই, এই বিবেচনায় বিবেকী মুনিগণ সর্ব্বপ্রকার বিষয় ভোগ পরি-ত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

পূর্ব্বে যে ক্লেশ ও কর্ম্মাশয়ের উল্লেখ হইল, সেই সমুদায়ই অবিদ্যার কার্য্য। "অবিদ্যা" শব্দের অর্থ মিথ্যা জ্ঞান, সম্যক্‌প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হইলেই উক্ত মিথ্যাজ্ঞানরূপ অবিদ্যার উচ্ছেদ হয়। সদসদ্বিবেচনা শক্তির নাম সম্যগ্‌জ্ঞান। জ্ঞান হইলেই কোন্ বস্তু গ্রহণীয় ও কোন্ বস্তু পরিহার্য্য, এইরূপ শক্তি হইয়া থাকে। এইক্ষণে কোন্ বস্তু হেয় ও কোন্ বস্তু গ্রহণীয় তাহা নিরূপণ করিতেছেন।—অনাগত দুঃখই হেয়, যে কার্য্যে ভবিষ্যৎ কালে দুঃখ হইবে, সেই কার্য্য পরিত্যাগ করিবে। যে দুঃখ অতীত কালে ছিল, তাহা অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং যে দুঃখ বর্ত্তমানকালে ভোগ হইতেছে, তাহা কেহ পরিত্যাগ করিতে পারে না; সুতরাং ভবিষ্যৎকালীন সংসারই পরিহার্য্য ॥ ১৬ ॥

এইক্ষণে সেই অনাগত দুঃখ পরিহারের হেতু নিরূপণ করিতেছেন।—দ্রষ্টা পুরুষ ও দৃশ্য পদার্থের যে সংযোগ তাহাই দুঃখ সমূহের কারণ। ভোগ

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপ-বর্গার্থং দৃশ্যম্ ॥ ১৮ ॥

পূর্ব্বকো যোঽসৌ সযোগো ভোগ্যভোক্তৃত্বেন সন্নিধানং হেয়স্য দুঃখস্য গুণ-পরিণামরূপস্য সংসারস্য হেতুঃ কারণং তন্নিবৃত্ত্যা সংসারনিবৃত্তির্ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগ ইত্যুক্তং তত্র দৃশ্যস্য স্বরূপং কার্য্যং প্রয়োজনঞ্চাহ। প্রকাশঃ সত্ত্বস্য ধর্ম্মঃ ক্রিয়া প্রবৃত্তিরূপা রজসঃ স্থিতির্নিয়মরূপা তমসঃ তাঃ প্রকাশক্রিয়াস্থিতয়ঃ শীলং স্বাভাবিকং রূপং যস্য তত্তথাবিধমিতি স্বরূপমস্য নির্দ্দিষ্টং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমিতি ভূতানি স্থূলসূক্ষ্মভেদেন পৃথিব্যাদীনি গন্ধতন্মাত্রা-দীনি চ দ্বিবিধানি ইন্দ্রিয়াণি বুদ্ধীন্দ্রিয়কর্ম্মেন্দ্রিয়ান্তঃকরণভেদেন ত্রিবিধানি উভয়মেতদ্গ্রাহ্যগ্রহণরূপমাত্মা স্বরূপাভিন্নঃ পরিণামো যস্য তত্তথাবিধমিত্য-নেনাস্য কার্য্যমুক্তং ভোগঃ কথিতলক্ষণঃ অপবর্গো বিবেকাখ্যাতিপূর্ব্বিকা সংসারনিবৃত্তিঃ তৌ ভোগাপবর্গৌ অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য তত্তথাবিধং দৃশ্য-মিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

কর্ত্তার সমক্ষে বিবিধ ভোগ্য বস্তু উপস্থিত হইলেই তাহাতে লোক আশক্ত হইয়া দুঃখময় সংসারে লিপ্ত থাকে। অনন্তর ঐ সকল ভোগ্য বস্তুর তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া তাহার অসারতা বোধ হইলে সংসার নিবৃত্ত হয় ॥ ১৭ ॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, ভোগ্যকর্ত্তার সমীপে ভোগ্য বস্তুর সন্নি-ধ্যানই দুঃখময় সংসারের কারণ, এইক্ষণে সেই ভোগ্য বস্তুর স্বরূপ, কার্য্য ও প্রয়োজন নিরূপণ করিতেছেন।—সত্ত্বগুণের প্রকাশ, রজোগুণের ক্রিয়া প্রবৃত্তি এবং তমোগুণের নিয়ম, এই সকল দৃশ্য পদার্থের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সংসারের যাবতীয় ভোগ্য বস্তুই উক্তরূপ ত্রিবিধ ধর্ম্মশীল, ইহাই ভোগ্য বস্তুর স্বরূপ। যথা স্থূলসূক্ষ্মভেদে দ্বিবিধ পঞ্চভূত, পৃথিবী এবং গন্ধাদি গুণ, মনোনেত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্তপাদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ এই ত্রিবিধ ইন্দ্রিয় এই সকলই দৃশ্য পদার্থের কার্য্য, ইন্দ্রিয় সকল ভূতকে গ্রহণ করিয়া থাকে। ভোগ ও অপবর্গই প্রয়োজন। (মনুষ্যগণ ভোগ্য বস্তু

বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্ব্বাণি ॥ ১৯ ॥

দ্রষ্টাদৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ ॥ ২০ ॥

তস্য দৃশ্যস্য নানাবস্থারূপপরিণামাত্মকস্য হেয়ত্বেন জ্ঞাতব্যত্বাৎ তদবস্থাঃ কথয়িতুমাহ। গুণানাং পর্ব্বাণ্যবস্থাবিশেষাশ্চত্বারো জ্ঞাতব্যা ইত্যুপদিষ্টং ভবতি তত্র বিশেষা মহাভুতেন্দ্রিয়াণি অবিশেষাস্তন্মাত্রান্তঃকরণানি লিঙ্গমাত্রং বুদ্ধিরলিঙ্গমব্যক্তমিত্যুক্তং সর্ব্বত্র ত্রিগুণরূপস্যাব্যক্তস্যান্বয়িত্বেন প্রত্যভিজ্ঞানাদবশ্যং জ্ঞাতব্যত্বেন যোগকালে চত্বারি পর্ব্বাণি নির্দ্দিষ্টানি ॥ ১৯ ॥

এবং হেয়ত্বেন প্রথমং দৃশ্যস্য জ্ঞাতব্যত্বেন তদবস্থাসহিতং ব্যাখ্যায় উপাদেয়ং দ্রষ্টারং বক্তুমাহ। দ্রষ্টা পুরুষো দৃশিমাত্রশ্চেতনামাত্রং মাত্রগ্রহণং

সকল ভোগ করিয়া তাহার অসারত্ব বোধে সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষপদ লাভ করে) ॥ ১৮ ॥

দৃশ্য বস্তু সকল নানারূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পরিণাম প্রাপ্ত হয় এবং ঐ সকলকে হেয় রূপে নির্ণয় করিবে। এইক্ষণ সেই সকল অবস্থা নির্ণয় করিতেছেন।—বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ এই চতুর্ব্বিধ অবস্থা সমুদয় ভোগ্য বস্তুরই হইয়া থাকে। মহাভূত ইন্দ্রিয়, তন্মাত্র অন্তঃকরণ, বুদ্ধি ও অব্যক্ত এই অবস্থা চতুষ্টয় পরিজ্ঞাত হইলেই সংসার নিবৃত্ত হইয়া থাকে। যোগকালে উক্ত চতুর্ব্বিধ অবস্থা জানিয়া সকল সংসার পরিত্যাগ করিবে ॥ ১৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দৃশ্য পদার্থের হেয়ত্ব ও অবস্থা নিরূপণ করিয়া দ্রষ্টা অর্থাৎ চিদ্রূপ পুরুষের স্বরূপাদি নির্ণয় করিতেছেন।—দ্রষ্টা পুরুষ চৈতন্যমাত্র, তাঁহার ধর্ম্ম ধর্ম্মিভাব নাই অর্থাৎ কাহার আশ্রয় বা আশ্রিত নহে, সেই চিন্মাত্র পুরুষ শুদ্ধ, তাহার পরিণামে কোনরূপ অবস্থা নাই, তিনি সর্ব্বদা এক রূপ থাকেন, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার বিষয়ের ভোক্তা। যদিও তাঁহার কোন

তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা ॥ ২১ ॥

কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ ॥ ২২ ॥

ধর্ম্মধর্ম্মিনিরাসার্থং কেচিদ্ধি চেতনামাত্মনো ধর্ম্মমিচ্ছন্তি স শুদ্ধোঽপি পরিণামিত্বাদ্যভাবেন সুপ্রতিষ্ঠোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ প্রত্যয়া বিষয়োপরক্তানি বিজ্ঞানানি তানি তু অব্যবধানেন প্রতিসংক্রমাদ্যভাবেন পশ্যতি। এতদুক্তং ভবতি। জাতবিষয়োপরাগায়ামেব বুদ্ধৌ সন্নিধিমাত্রেণৈব পুরুষস্য দ্রষ্টৃত্বমিতি ॥ ২০ ॥

স এব ভোক্তেত্যাহ। দৃশ্যস্য প্রাগুক্তলক্ষণস্য য আত্মা যৎ স্বরূপং তদর্থ এব। তস্য পুরুষার্থভোক্তৃত্বসম্পাদনং নাম স্বার্থপরিহারেণ প্রয়োজনং ন হি প্রধানং প্রবর্ত্তমানং আত্মনঃ কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমপেক্ষ্য প্রবর্ত্ততে কিন্তু পুরুষস্য ভোক্তৃত্বং সম্পাদয়িতু মিতি। (ভোগং সম্পাদয়ামি ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ) ॥ ২১ ॥

যদ্যেবং পুরুষস্য ভোগসম্পাদনমেব প্রয়োজনং তদা সম্পাদিতে তস্মিন্ তৎ নিষ্প্রয়োজনং বিরতব্যাপারং স্যাৎ তস্মিংশ্চ পরিণামশূন্যে শুদ্ধত্বাৎ সর্ব্বে দ্রষ্টারো বন্ধরহিতাঃ স্যুঃ ততশ্চ সংসারোচ্ছেদ ইত্যাশঙ্ক্যাহ। যদ্যপি

বিষয়ে অনুরাগ নাই বটে, তথাপি তিনি ভোগ্যবস্তুর সান্নিধ্যবশতঃ সর্ব্ববিষয়ে অনুরক্ত হয়েন ॥ ২০ ॥

সেই পুরুষই ভোগ্যবস্তুসকলের ভোক্তা, ভোগ্যবস্তুর ভোগ সম্পাদনই পুরুষের প্রধান প্রয়োজন; কোন প্রয়োজন অপেক্ষা না করিয়া কেহ প্রবৃত্ত হয় না, অতএব ভোগ্যবস্তুর ভোগসম্পাদনার্থ পুরুষ প্রবৃত্ত হয় ॥ ২১ ॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে,ভোগসাধনই পুরুষের প্রয়োজন। এইক্ষণ যদি ভোগ সম্পাদনমাত্রই পুরুষের প্রয়োজন হইল, তবে যখন ভোগসম্পাদন হইলেই পুরুষের প্রয়োজন সুসম্পন্ন হইয়া পুরুষ নিষ্প্রয়োজন হয়, তখন পুরুষ সমস্ত ব্যাপারে বিরত হইতে পারে। তাহাতে পুরুষের সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজন-সাধিত

স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ ॥ ২৩ ॥

বিবেকখ্যাতিপর্য্যন্তাৎ ভোগসম্পাদনাৎ কমপি কৃতার্থং পুরুষং প্রতি তন্নষ্টং বিরতব্যাপারং তথাপি সর্ব্বপুরুষসাধারণত্বাৎ অন্যান্ প্রত্যনষ্টব্যাপারমবতিষ্ঠতে ততঃ প্রধানস্য সকলভোক্তৃসাধারণত্বাৎ ন কদাচিদপি বিনাশঃ একস্য মুক্তৌ বা ন সর্ব্বমুক্তিপ্রসঙ্গ ইত্যুক্তং ভবতি ॥ ২২ ॥

দৃশ্যদ্রষ্টারৌ ব্যাখ্যায় সংযোগং ব্যাখ্যাতুমাহ। কার্য্যদ্বারেণ অস্য লক্ষণং করোতি স্বশক্তির্দৃশ্যস্য স্বভাবঃ স্বামিশক্তির্দ্রষ্টুঃ স্বরূপং তয়োর্দ্বয়োরপি সংবেদ্য-সংবেদকত্বেন ব্যবস্থিতয়োর্যা স্বরূপোপলব্ধিস্তস্যাঃ কারণং যঃ স সংযোগঃ। স চ সহজো ভোগ্যভোক্তৃভাবস্বরূপানন্যো ন হি তয়োর্নিত্যয়োর্ব্ব্যাপকয়োঃ স্বরূপাদতিরিক্তঃ কশ্চিৎ সংযোগঃ যদেব ভোগ্যস্য ভোগ্যত্বং ভোক্তুশ্চ ভোক্তৃত্বমনাদিসিদ্ধং স এব সংযোগঃ ॥ ২৩ ॥

হইয়া গেলে সকল পুরুষই বন্ধশূন্য হয়, কেহই সংসারে আবদ্ধ থাকে না, সুতরাং সংসারের উচ্ছেদ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—যদিও ভোগসম্পাদন হইলেই বিবেক উপস্থিত হইয়া পুরুষ কৃতকার্য্য হইতে পারে এবং সমস্ত ব্যাপারে বিরত হয়, তখন আর তাহার কোন বিষয়ে অনুরাগ থাকে না; সুতবাং তাহার সম্বন্ধে সংসার নষ্ট হয় বটে,তথাপি তাহাতে সংসারের উচ্ছেদ হয় না। যেহেতু ভোগসম্পাদনদ্বারা যে বিবেকের উপস্থিতি উক্ত হইয়াছে, তাহা সকল পুরুষের হয় না, বরং কোন কোন পুরুষের হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ পুরুষের সম্বন্ধে সংসার অবিনষ্টই থাকে, এক ব্যক্তির মুক্তি হইলেই যে সকল ব্যক্তি মুক্ত হইবে, একথা সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ এক সময়েই সকল ব্যক্তির ভোগসাধনপ্রয়োজন শেষ হয় না। অতএব সংসারোচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই ॥ ২২ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রে ভোগ্যবস্তু ও ভোক্তার ব্যাখ্যা করিয়া এই সূত্রে সংযোগের ব্যাখ্যা করিতেছেন।—ভোগ্যবস্তু ও ভোগকর্ত্তা পুরুষের স্বরূপোপলব্ধির যে কারণ, তাহারই নাম সংযোগ। "এই বস্তু আমার ভোগ্য" এইরূপে সেই ভোগ্যবস্তু বিষয়ে ভোগ কর্ত্তার যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের কারণই

তস্য হেতুরবিদ্যা ॥ ২৪ ॥

তদভাবে সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্ ॥২৫॥

তস্যাপি কারণমাহ। যা পূর্ব্বং বিপর্য্যাসাত্মিকা মোহরূপা অবিদ্যা ব্যাখ্যাতা সা তস্য বিবেকাখ্যাতিরূপস্য সংযোগস্য কারণং হেয়ং হানক্রিয়া কর্ম্মোচ্যতে ॥ ২৪ ॥

কিং পুনস্তদ্ধানমিত্যাহ। তস্যা অবিদ্যায়াঃ স্বরূপবিরুদ্ধেন সম্যগ্‌-জ্ঞানেন উন্মূলিতায়া যোঽয়মভাবস্তস্মিন্ সতি তৎ কার্য্যস্য সংযোগস্যাপ্য-ভাবস্তদ্ধানমিত্যুচ্যতে অয়মর্থঃ নৈতস্য অমূর্ত্তবস্তুনঃ বিভাগো যুজ্যতে কিন্তু জাতায়াং বিবেকখ্যাতৌ অবিবেকনিমিত্তঃ সংযোগঃ স্বয়মেব নিবর্ত্তত ইতি তস্য জ্ঞানং তদেব নিত্যং কেবলস্যাপি পুরুষস্য কৈবল্যং ব্যপদিশ্যতে তদেবং দৃশ্যসংযোগস্য চ স্বরূপং কারণং কার্য্যঞ্চাভিহিতম্ ॥ ২৫ ॥

সংযোগ শব্দের বাচ্য। সেই ভোগ্যবস্তু ও ভোগকর্ত্তার স্বরূপপরিজ্ঞানের কারণ ভিন্ন আর কিছুই সংযোগ পদে অভিহত হইতে পারে না ॥ ২৩ ॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, ভোগ্যবস্তু ও ভোগকর্ত্তার স্বরূপোপলব্ধির যে কারণ, তাহারই নাম সংযোগ, এইসূত্রে সেই কারণ নিরূপণ করিতেন।—পূর্ব্বে মোহস্বরূপ অবিদ্যার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেই অবিদ্যাই ভোগ্যবস্তু ও ভোক্তার সংযোগের কারণ, যেহেতু পুরুষ মোহের বশীভূত হইয়াই ভোগ্যবিষয়ে অনুরক্ত হয় ॥ ২৪ ॥

পূর্ব্বসূত্রে সংযোগের কারণ বলিয়াছেন, এই সূত্রে সেই সংযোগ হানির কারণ বলিতেছেন।—যে অবিদ্যা ভোগ্যবস্তু ও ভোগকর্ত্তার সংযোগের কারণ, সেই অবিদ্যার বিনাশ হইলেই সেই সংযোগের নিবৃত্তি হয়। অতএব অবিদ্যার অভাবই সংযোগনিবৃত্তির কারণ, বিবেক উৎপন্ন হইলেই অবিবেকজন্য সংযোগ স্বয়ংই নিবৃত্ত হয়। ভোগ্যবস্তুর সংযোগ নিবৃত্তির যে কারণ, তাহাই ভোক্তা পুরুষের কৈবল্য। ভোগ্যবস্তুর সংযোগ দ্বারাই পুরুষ সংসারে আবদ্ধ থাকে। সেই সংযোগের কারণ অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলেই পুরুষ মুক্তিলাভ করে ॥ ২৫ ॥

বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ ॥ ২৬ ॥

তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিপ্রজ্ঞা ॥ ২৭ ॥

অথ হানোপায়কথনদ্বারেণ উপাদেয়কারণমাহ। অন্যে গুণা অন্যঃ পুরুষঃ ইত্যেবং বিধস্য বিবেকস্য যা খ্যাতিঃ সা অস্য হানস্য দৃশ্যদুঃখপরিত্যাগস্যোপায়ঃ কারণং কীদৃশী অবিপ্লবা ন বিদ্যতে বিপ্লবো বিচ্ছেদান্তরান্তরাভ্যুত্থানরূপো যস্যাঃ সা অবিপ্লবা ইদমত্র তাৎপর্য্যং প্রতিপক্ষভাবনাবলাদবিদ্যাপ্রলয়ে নিবৃত্তকর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিমানায়া রজস্তমোমলানভিভূতায়া বুদ্ধেরন্তর্মুখা যা চিচ্ছায়া সংক্রান্তিঃ সা বিবেকখ্যাতিরুচ্যতে তস্যাঃ সন্ততত্বেন প্রবৃত্তায়াং সত্যাং দৃশ্যস্যাধিকারনিবৃত্তের্ভবত্যেব কৈবল্যম্ ॥ ২৬ ॥

উৎপন্নবিবেকখ্যাতেঃ পুরুষস্য যাদৃশী প্রজ্ঞা ভবতি তাং কথয়ন্ বিবেকখ্যাতেরেব স্বরূপমাহ। তস্যোৎপন্নবিবেকজ্ঞানস্য জ্ঞাতব্যবিবেকরূপা প্রজ্ঞা প্রান্তভূমৌ সকলমালম্বনসমাধিপর্য্যন্তং সপ্তপ্রকারা ভবন্তীত্যর্থঃ। তত্র

অনন্তর সংযোগহানির উপায় কথনদ্বারা উপাদেয় কারণ নিরূপণ করিতেছেন।—নিরন্তর বিবেকই সংসার-দুঃখ-পরিত্যাগের কারণ, যাহার অবিচ্ছিন্ন বিবেক উপস্থিত হয়, তাহার আর সংসারদুঃখ থাকে না; কিন্তু ক্ষণিক বিবেকে সংসার দুখের শেষ হয় না। যে বিবেক সময় সময় উপস্থিত হইয়া পরক্ষণেই বিলয় পায়, সেই বিবেকে সংসার দুঃখের হানি না হইয়া বরং সেই দুঃখের বৃদ্ধি হইতে থাকে। অবিদ্যার প্রতিবন্ধকস্বরূপ বিবেকের প্রাবল্যবশতঃ অবিদ্যার বিনাশ হইলে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি অভিমান নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং বুদ্ধি হইতে রজঃ ও তমোরূপ মল অপনীত হইয়া চিৎশক্তির সংক্রমণ হয়। ইহাকেই বিবেক বলাযায়। এই বিবেক সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইলেই ভোগ্যবস্তুর প্রতি আশক্তির নিবৃত্তি হইয়া কৈবল্যলাভ হয় ॥ ২৬ ॥

পুরুষের বিবেক উৎপন্ন হইলে প্রজ্ঞার যেরূপ অবস্থা হয়, সেই অবস্থা নিরূপণ করতঃ বিবেকের স্বরূপ বলিতেছেন।—পুরুষের বিবেকের উৎপত্তি হইয়া যাবৎ প্রকৃত সমাধির উৎপত্তি না হয়, তাবৎ প্রজ্ঞার সপ্তপ্রকার

কার্য্যবিমুক্তিরূপাশ্চতুঃপ্রকারা জ্ঞাতং ময়া জ্ঞেয়ং ন জ্ঞাতব্যং কিঞ্চিদস্তি ক্ষীণা মে ক্লেশা ন কিঞ্চিৎ ক্ষেতব্যমস্তি অধিগতং ময়া জ্ঞানং প্রাপ্তা ময়া বিবেকখ্যাতিরিতি প্রত্যয়ান্তরপরিহারেণ তস্যামবস্থায়াং ঈদৃশ্যেব প্রজ্ঞা জায়তে ঈদৃশী প্রজ্ঞা কার্য্যবিষয়ং নির্ম্মলং জ্ঞানং কার্য্যবিমুক্তিরিত্যুচ্যতে চিত্ত-বিমুক্তিস্ত্রিধা চরিতার্থা মে বুদ্ধিগুর্ণা হৃতাধিকারা গিরিশিখরনিপতিতা ইব গ্রাবা ন পুনঃ স্থিতিং যাস্যন্তি স্বকারণে প্রবিলয়াভিমুখানাং গুণানাং মোহা-ভিধানমূলকারণাভাবাৎ নিষ্প্রয়োজনত্বাচ্চামীষাং কুতঃ প্ররোহো ভবেৎ

অবস্থা হয়। উক্ত সপ্তপ্রকার অবস্থার মধ্যে চতুর্ব্বিধ অবস্থা কার্য্যবিমুক্তি-রূপ, এই চারি অবস্থাতেই বুদ্ধি হইতে কার্য্যপরিচ্ছেদ হয়। "আমি জ্ঞাতব্য বিষয় সকলই জানিয়াছি, আমার আর জানিতে কিছুই অবশিষ্ট নাই"। ইহাই কার্য্যবিমুক্তিরূপ প্রজ্ঞার প্রথমাবস্থা। কার্য্যবিমুক্তিরূপ প্রজ্ঞার দ্বিতীয়াবস্থা এই,—"আমার সমস্ত ক্লেশ ক্ষীণ হইয়াছে, আর ক্ষীণ হইবার বিষয় কিছুই নাই"। প্রজ্ঞার দ্বিতীয়াবস্থাতে এইরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকে। কার্য্যবিমুক্তিরূপ প্রজ্ঞার তৃতীয়াবস্থাতে "আমি সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়াছি" এইরূপ বুদ্ধি হয়। উক্ত প্রজ্ঞার চতুর্থাবস্থাতে এইরূপ বুদ্ধি হয় যে, "আমি বিবেক লাভ করিয়াছি"। এই সকল অবস্থাকালে সর্ব্ব বিষয়ে জ্ঞানের পরিহার হেতু এইরূপ প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়। এইরূপ নির্ম্মল জ্ঞানই প্রজ্ঞার কার্য্য এবং তখন আর কোনরূপ কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না, অতএব এই অবস্থাচতুষ্টয়কে "কার্য্যবিমুক্তিরূপ" অবস্থা বলে; পরন্তু প্রজ্ঞার অপর অবস্থাত্রয়কে চিত্তবিমুক্তিরূপ অবস্থা বলা যায়। "আমার বুদ্ধিচরি-তার্থ হইয়াছে," এইরূপ জ্ঞানই চিত্তবিমুক্তিরূপ অবস্থার প্রথম প্রকার। এই অবস্থাতে বুদ্ধিচরিতার্থ হইয়া স্থিরভাবে থাকে। তখন আর বুদ্ধি কোন বিষয়কে অধিকার করে না। যেমন গিরিশিখর হইতে উপলখণ্ড সকল পতিত হইলে তাহারা আর সেই গিরি-চূড়াতে অবস্থান লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ বুদ্ধি হইতে একবার বিষয় সকল অপহৃত হইলে আর সেই সকল বিষয় বুদ্ধিকে অধিকার করিতে পারে না। গুণসকল স্বীয় কারণে বিলয় প্রাপ্ত হইলে মোহস্বরূপ বিষয়ানুরাগের মূল কারণের অভাব

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেক-
খ্যাতেঃ ॥ ২৮ ॥

স্বস্থীভূতশ্চ মে সমাধিঃ তস্মিন্ সতি স্বরূপপ্রতিষ্ঠোঽহমিতি ঈদৃশী প্রকারা চিত্তবিমুক্তিঃ। তদেবমীদৃশ্যাং সপ্তবিধভূমিপ্রজ্ঞায়ামুপজাতায়াং পুরুষঃ কেবল ইত্যুচ্যতে ॥ ২৭ ॥

বিবেকখ্যাতিঃ সংযোগাভাবহেতুরিত্যুক্তং তস্যাস্ত উৎপত্তৌ কিং নিমিত্তমিত্যাহ। যোগাঙ্গানি বক্ষ্যমাণানি তেষামনুষ্ঠানাৎ জ্ঞানপূর্ব্বকাভ্যাসাদাবিবেকখ্যাতেরশুদ্ধিক্ষয়ে চিত্তসত্ত্বস্য প্রকাশাবরণরূপক্লেশাত্মকা শুদ্ধিক্ষয়ে যা জ্ঞানদীপ্তিস্তারতম্যেন সাত্ত্বিকঃ পরিণামো বিবেকখ্যাতিপর্য্যন্তস্তস্যাঃ খ্যাতের্হেতুরিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

হেতু নিষ্প্রয়োজন বশতঃ কোনরূপেও সেই সকল গুণের কার্য্যস্বরূপ বিষয়ানুরাগের অঙ্কুর জন্মিতে পারে না। "আমার সমাধি স্থিরীভূত হইয়াছে" এইরূপ বুদ্ধিই চিত্তবিমুক্তিরূপ প্রজ্ঞার দ্বিতীয় প্রকার অবস্থা। উক্তরূপ সমাধি হইলে তখন " আমি সেই আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত আছি " এইরূপ জ্ঞান হইতে থাকে, ইহাকে চিত্তবিমুক্তিরূপ অবস্থার তৃতীয়প্রকার বলাযায়। যে পুরুষের এইরূপ সপ্তবিধ অবস্থান্বিত প্রজ্ঞা সমুৎপন্ন হয়, সেই পুরুষই কেবল প্রকৃত পুরুষ বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ২৭ ॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বিষয়সংযোগাভাবই বিবেকের হেতু, এক্ষণে সেই বিবেকের নিমিত্ত কি ? তাহাই নিরূপিত হইতেছে।—যমনিয়মাদি বক্ষ্যমাণ যোগাঙ্গ সকলের অনুষ্ঠান অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ব্বক সেই সকল যোগাঙ্গের অভ্যাস করিলেই বিবেকের প্রতিবন্ধকসকল বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন চিত্তের সত্ত্বগুণের প্রকাশের আবরণরূপ ক্লেশাত্মক প্রতিবন্ধক সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে যে জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত হয়, তাহাতেই চিত্তের সাত্ত্বিক পরিণাম প্রকাশ পায়। এইরূপ চিত্তের সাত্ত্বিক পরিণামই বিবেকের নিমিত্ত বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ২৮ ॥

যম-নিয়মা-সন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি ॥ ২৯ ॥

অহিংসা-সত্যা-স্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যা-পরিগ্রহা যমাঃ ॥ ৩০ ॥

যোগাঙ্গানামনুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে ইত্যুক্তং কানি পুনস্তানি যোগাঙ্গানি ইতি তেষামুদ্দেশমাহ। ইহ কানিচিৎ সাক্ষাদুপকারকাণি যথা ধারণাদীনি কানিচিৎ প্রতিপক্ষভূতহিংসাদিবিতর্কোন্মূলন দ্বারেণ সমাধিমুপকুর্ব্বন্তি। যথা যমাদয়ঃ তত্রাসনাদীনামুত্তরোত্তরমুপকারকত্বং তদ্‌যথা সত্যাসনজয়ে প্রাণায়ামস্থৈর্য্যমেবমুত্তরত্রাপি যোজ্যম্‌ ॥ ২৯ ॥

ক্রমেণৈষাং স্বরূপমাহ। তত্র প্রাণবিয়োগপ্রয়োজনং ব্যাপারো হিংসা। সা চ সর্ব্বানর্থহেতুস্তদভাবোঽহিংসা হিংসায়াঃ সর্ব্বপ্রকারেণৈব পরিহার্য্যত্বাৎ। প্রথমং তদভাবরূপায়া অহিংসায়া নির্দ্দেশঃ। সত্যং বাঙ্মনসোর্যথার্থত্বম্‌। স্তেয়ং পরস্বাপহরণং তদভাবোঽস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যমুপস্থনিয়মঃ।

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে যমনিয়মাদি যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করিলে সমাধির প্রতিবন্ধকীভূত ক্লেশ সকল নিবারিত হইয়া যায়, এইক্ষণ সেই সকল যোগাঙ্গ কি? এই আশঙ্কায় যোগাঙ্গের উল্লেখ করিতেছেন।— যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহর, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই অষ্টবিধ কার্য্যকে যোগাঙ্গ বলে। এই সকল যোগাঙ্গের মধ্যে কতিপয় সমাধির সাক্ষাৎ উপকারী এবং অন্যান্য কতিপয় পর পরবর্ত্তী যোগাঙ্গের উপকারক হয়। ধারণাদি যোগাঙ্গসকল সমাধির প্রতিকূল হিংসাদি বিতর্কের উন্মূলন করিয়া সমাধি উৎপাদন করে এবং যমপ্রভৃতি যোগাঙ্গসকল পরপরবর্ত্তী যোগাঙ্গের অনুকূল হয়, অর্থাৎ সংযমসিদ্ধি হইলে নিয়মসাধনের অধিকার হয়, নিয়মসিদ্ধ হইলে আসনসাধনের ক্ষমতা জন্মে, আসনের স্থৈর্য্য সিদ্ধ হইলে প্রণায়াম সাধিত হইতে পারে এবং প্রাণায়াম সাধিত হইলেই প্রত্যাহার সিদ্ধ হইয়া থাকে। পরন্তু ধ্যান ও ধারণা ইহারা সাক্ষাৎ সমাধি উৎপাদন করিতে পারে ॥ ২৯ ॥

পূর্ব্বসূত্রে যোগের অঙ্গীভূত যমাদির নাম মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন, এইক্ষণ তাহাদিগের লক্ষণ বলিতেছেন,—প্রথমতঃ সংযমের লক্ষণ নিরূ-

এতে তু জাতি-দেশ-কাল-সময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্ ॥ ৩১ ॥

অপরিগ্রহো ভোগসাধনানামনঙ্গীকারঃ। তত্র তে অহিংসাদয়ঃ পঞ্চ যমশব্দ-বাচ্যা যোগাঙ্গত্বেন নির্দ্দিষ্টাঃ ॥ ৩০ ॥

এষাং বিশেষমাহ। জাতির্ব্রাহ্মণত্বাদিঃ দেশস্তীর্থাদিঃ কালশ্চতুর্দ্দশ্যাদিঃ সময়ো ব্রাহ্মণপ্রয়োজনাদিরেতৈশ্চতুর্ভিরনবচ্ছিন্নাঃ পূর্ব্বোক্তা অহিংসাদয়ো-যমাঃ সর্ব্বাসু ক্ষিপ্তাদিষু চিত্তভূমিষু ভবা মহাব্রতমিত্যুচ্যতে তদ্যথা ব্রাহ্মণং ন হনিষ্যামি তীর্থে ন কঞ্চন হনিষ্যামি চতুর্দ্দশ্যাং ন হনিষ্যামি দেবব্রাহ্মণ-

---

পণ করাই এই সূত্রের উদ্দেশ্য। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই সকলই সংযমশব্দের বাচ্য। প্রাণিগণের প্রাণবিয়োজন ব্যাপারকে হিংসা বলাযায়, এই হিংসাই সর্ব্বপ্রকার অনর্থের হেতু; অতএব সর্ব্বদা হিংসা পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সেই হিংসা পরিত্যাগ করাকে অহিংসা বলিয়া থাকে। হিংসাই সর্ব্বপ্রকার দোষের আকর, অতএব হিংসাভাবরূপ অহিংসাকে প্রথমে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাক্য ও মনের যথার্থতার নাম "সত্য," মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ ও অযথার্থ চিন্তা পরিত্যাগ করিলেই সত্য ব্রত পালনকরা হয়। পরস্বাপহরণের নাম স্তেয়, তাহার অভাবকে "অস্তেয়" বলে, যে ব্যক্তি কদাচ পরদ্রব্য অপহরণ করে না, তাহার অস্তেয় ব্রত সাধিত হয়। উপস্থনিয়মের নাম "ব্রহ্মচর্য্য," উপস্থেন্দ্রিয়কে সংযত রাখিয়া অর্থাৎ স্ত্রী সংসর্গ পরিত্যাগ করাই ব্রহ্মচর্য্যের কার্য্য। ভোগ সাধনের অনঙ্গীকারকে "অপরিগ্রহ" বলিয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যবস্তুর প্রতি আসক্তি নিবারণ করিতে পারিলেই অপরিগ্রহ ব্রত সাধিত হয়। এই অহিংসাদি পঞ্চকই যমশব্দ-বাচ্য, যোগাঙ্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ৩০ ॥

পূর্ব্বসূত্রোক্ত অহিংসাদির বিশেষ এই,—পূর্ব্বোক্ত অহিংসাদি পঞ্চবিধ সংযম, ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি, তীর্থাদি দেশ, চতুর্দ্দশী প্রভৃতি কাল, এবং ব্রাহ্মণ-প্রয়োজনাদি সময় অপেক্ষা করে না; প্রকৃত সংযমাদি সর্ব্বদা চিত্তভূমিতে

প্রয়োজনব্যতিরেকেণ কমপি ন হনিষ্যামি ইত্যেবং চতুর্ব্বিধাবচ্ছেদব্যতিরেকেণ কিঞ্চিৎ ক্বচিৎ কদাচিৎ কস্মিংশ্চিদর্থে ন হনিষ্যামীত্যনবচ্ছিন্না এবং সত্যাদিষু যথাযোগং যোজ্যম্। ইত্থমনিয়তীকৃতাঃ সামান্যেনৈব প্রবৃত্তং মহাব্রতমিত্যুচ্যতে ন পুনঃ পরকীয়পরিচ্ছিন্নাবধারণম্ ॥ ৩১ ॥

প্রবৃত্ত থাকে, অতএব অহিংসাদিকে মহাব্রত বলে, এই অহিংসাদি ভাগ্যক্রমে স্বভাবতঃই উৎপন্ন হইতে পারে, জাতিপ্রভৃতিকে অপেক্ষা করে না, অর্থাৎ "এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, অতএব ইহাকে হনন করিব না; এইটি তীর্থস্থান, এইস্থানে কোন প্রাণীকে বধ করা অবিধেয়; অদ্য চতুর্দ্দশী তিথি, এই তিথিতে কাহার প্রতি হিংসা করিলে মহাপাতকসঞ্চয় হইবে, অতএব অদ্য আমি কাহাকেও হিংসা করিব না এবং দেব ব্রাহ্মণাদির প্রয়োজন ভিন্ন অবৈধহিংসা নিতান্ত বিরুদ্ধ, অতএব অকারণে কাহাকেও বধ করিব না" এইরূপ বিবেচনা থাকে না। সর্ব্বদাই হিংসাদি ব্যাপারে অপ্রবৃত্তি থাকে। কোন কারণে কোনকালে কাহাকেও হনন করিব না এইরূপ হিংসানিবৃত্তিই প্রকৃত "অহিংসা"। এইরূপ সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহেরও জাত্যাদি অপেক্ষণীয় নহে। ব্রাহ্মণের নিকট অসত্য আচরণ করিব না, তীর্থস্থানে মিথ্যা ব্যবহার করিব না, চতুর্দ্দশ্যাদি পুণ্যপ্রদ তিথিতে অসত্য আচরণ করিব না। ব্রাহ্মণাদির নিমিত্ত ভিন্ন অযথার্থ বাক্য বলিব না, ব্রাহ্মণের দ্রব্য অপহরণ করিব না, তীর্থস্থানে পরস্ব অপহণ করিব না, চতুর্দ্দশীতিথিতে চুরি করিব না, দেব-ব্রাহ্মণাদির প্রয়োজন ভিন্ন চৌর্য্যে রত হইব না। ব্রাহ্মণী গমনকরিব না, তীর্থস্থানে স্ত্রী সংসর্গ করিব না, চতুর্দ্দশী তিথিতে মৈথুনাশক্ত হইব না, নিষ্প্রয়োজনে স্ত্রীসম্ভোগ করিব না। ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিগ্রহ করিব না, তীর্থস্থানে দানগ্রহণ করিব না, চতুর্দ্দশী তিথিতে কোন বস্তু গ্রহণ করিব না এবং দেব ব্রাহ্মণাদি উদ্দেশ্য ব্যতিরেক অকারণে কোন দ্রব্য গ্রহণ করিব না, ইত্যাদি রূপ বিবেচনা থাকে না। প্রকৃত অহিংসাদি সংযম নিয়তই থাকে, কখনও কাহার প্রতি হিংসা হয় না, অসত্য আচরণে ইচ্ছা হয় না, পরকীয় বস্তু গ্রহণে অভিলাষ থাকে না এবং স্ত্রীসংসর্গেও অনুরাগ থাকে না, সর্ব্বদাই হিংসাদির অভাব দৃষ্ট হয়, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে মহাব্রত বলা যায় ॥ ৩১ ॥

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥৩২॥

বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥ ৩৩ ॥

নিয়মানাহ। শৌচং দ্বিবিধং বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চ। বাহ্যং মৃজ্জলাদিভিঃ কায়াদিপ্রক্ষালনং। আভ্যন্তরং মৈত্র্যাদিভিশ্চিত্তমলানাং প্রক্ষালনম্। সন্তোষ-স্তুষ্টিঃ শেষাঃ প্রাগেবব কৃতব্যাখ্যানাঃ। এতে শৌচাদয়ো নিয়মশব্দ-বাচ্যাঃ ॥ ৩২ ॥

কথমেষাং যোগাঙ্গত্বমিত্যাহ। বিতর্ক্যন্তে ইতি বিতর্কা যোগপরিপন্থিনো হিংসাদয় স্তেষাং প্রতিপক্ষভাবনে সতি যদা বাধা ভবতি তদা যোগঃ সুকরো ভবতীতি ভবত্যেব যমনিয়ময়োর্যোগাঙ্গত্বম্ ॥ ৩৩ ॥

পূর্ব্বসূত্রে সংযমের লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে, এই সূত্রে নিয়মের লক্ষণ নিরূপিত হইতেছে।—শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান এই সকলকেই "নিয়ম" বলে। শৌচ দ্বিবিধ,—বাহ্য ও আভ্যন্তর। মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা যে শরীরপ্রক্ষালন, তাহারই নাম বাহ্য শৌচ এবং মৈত্রীকরণাদি দ্বারা যে চিত্তমলাদির অপনয়ন, তাহাকে আন্তরিক শৌচ বলা যায়। তুষ্টি বিশেষের নাম সন্তোষ। অবশিষ্ট তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান ইহাদিগের বিবরণ পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শৌচাদি পঞ্চবিধ কার্য্যই নিয়মশব্দ-বাচ্য। (শরীর ও অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইলেই মনে একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপস্থিত হয়, তখনই তপস্যাদিদ্বারা সমাধি হইয়া থাকে) ॥ ৩২ ॥

যমনিয়মাদির যোগাঙ্গত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।—যম নিয়মাদিদ্বারা যোগসাধনের প্রতিবন্ধকীভূত হিংসাদির নিবারণ হইলেই যোগসাধন সুখকর হয়, এই নিমিত্ত যমনিয়মাদিকে যোগের অঙ্গ বলাযায়। যাবৎ হিংসাদি বৃত্তি প্রবল থাকে এবং বাহ্য ও আভ্যান্তরিক শৌচাদি সাধিত হয় না, তাবৎ যোগসাধন হইতে পারে না ; সুতরাং যমনিয়মাদি যে যোগসিদ্ধির অনুকূল, তাহা প্রতিপন্ন হইল ॥ ৩৩ ॥

বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা লোভ-ক্রোধমোহপূর্ব্বিকা মৃদুমধ্যাতিমাত্রা দুঃখাজ্ঞানানন্ত-ফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥ ৩৪ ॥

ইদানীং বিতর্কাণাং স্বরূপং ভেদপ্রকারং ফলঞ্চ ক্রমেণাহ। এতে পূর্ব্বোক্তা হিংসাদয়ঃ ত্রিধা ভিদ্যন্তে কৃতকারিতানুমোদনভেদেন। তত্র স্বয়ং নিষ্পাদিতাঃ কৃতাঃ। কুরু কুর্ব্বিতি প্রয়োজকব্যাপারেণ সমুৎপাদিতাঃ কারিতাঃ। অন্যেন ক্রিয়মাণাঃ সাধ্বঙ্গীকৃতা অনুমোদিতাঃ। এতচ্চ ত্রৈবিধ্যং পরস্পরং ব্যামোহনিরাকরণাবধারণায়োচ্যতে। অন্যথা মন্দমতিরেবং মন্যতে ময়া স্বিয়ং ন কৃতেতি নাস্তি মে দোষঃ। এতেষাং কারণ-প্রতিপাদনায় লোভক্রোধমোহা ইতি। যদ্যপি লোভঃ প্রথমং নির্দ্দিষ্ট-স্তথাপি সর্ব্বক্লেশানাং মোহস্য অনাত্মনি আত্মাভিমানলক্ষণস্য নিদানত্বাৎ। তস্মিন্ সতি স্বপরবিভাগপূর্ব্বকত্বেন লোভক্রোধাদীনামুদ্ভবাৎ মূলত্ব মবসেয়ম্।

এইক্ষণ যোগসাধনের প্রতিকূল হিংসাদির স্বরূপ, প্রকারভেদ ও ফল ক্রমশঃ নির্ণীত হইতেছে।—পূর্ব্বোক্ত হিংসাদি প্রথমতঃ ত্রিধাবিভক্ত,—কৃত, কারিত ও অনুমোদিত। স্বয়ং নিষ্পাদিত হিংসাকে কৃত, "তুমি হিংসা কর," এই বাক্যে আদিষ্ট হইয়া হিংসাদি করিলে, সেই হিংসাকে কারিত এবং এই ব্যক্তি যে কার্য্য করিয়াছে, তাহা ভাল হইয়াছে, এইরূপ অঙ্গীকৃত কার্য্যকে অনুমোদিত বলা যায়। পরস্পর ব্যামোহ নিরাকরণাবধারণার্থ এই-রূপ হিংসাদির ত্রৈবিধ্য পরিকল্পিত হইয়াছে। অন্যথা মন্দবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিরা এইরূপ জ্ঞান করিতে পারে যে, আমি স্বয়ং হিংসা করি নাই ; সুতরাং ইহাতে আমার কোন দোষ হইতে পারে না। লোভ, ক্রোধ, মোহ এই সকলই হিংসাদির কারণ, এইস্থলে লোভ ও ক্রোধকে প্রথম কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু মোহই সর্ব্বপ্রকার ক্লেশের আদিকারণ, যেহেতু মোহ অনাত্মবস্তুতে আত্মত্বপ্রকারক বোধ জন্মায়। সেই মোহ হইতে লোভ এবং লোভ হইতে ক্রোধের উদ্ভব হয়। অতএব মোহই মূলকারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। যতপ্রকার দোষ আছে, মোহই তাহাদিগের মূল।

মোহপূর্ব্বিকা দোষজাতিঃ ইত্যর্থঃ। লোভস্তৃষ্ণা ক্রোধঃ কৃত্যাকৃত্যবিবেকো- ন্মূলকঃ প্রজ্বলনাত্মকশ্চিত্তধর্ম্মঃ প্রত্যেকং কৃতাদিভেদেন ত্রিপ্রকারা অপি হিংসাদয়ো মোহাদিকারণত্বেন ত্রিধা ভিদ্যন্তে। এষামেব পুনরবস্থাভেদেন ত্রৈবিধ্যমাহ। মৃদুমধ্যাধিমাত্রাঃ। মৃদবো মন্দাঃ। ন তীব্রা নাপিমন্দা মধ্যাঃ। অধিমাত্রাস্তীব্রাঃ। পাশ্চাত্যা নবভেদা ইত্থং ত্রৈবিধ্যে সতি সপ্তবিংশতির্ভবতি। মৃদ্বাদীনামপি প্রত্যেকং মৃদুমধ্যাধিমাত্রভেদাৎ ত্রৈবিধ্যং সম্ভবতি। তদ্যথা- যোগং যোজ্যম্‌। তৎ যথা মৃদুমৃদুর্ম্মৃদুমধ্যো মৃদুতীব্র ইতি। এষাং ফলমাহ দুঃখাজ্ঞানানন্তফলাঃ দুঃখপ্রতিকূলতয়াঽবভাসমানো রাজসশ্চিত্তধর্ম্মঃ। অজ্ঞানং মিথ্যাজ্ঞানং সংশয়বিপর্য্যয়রূপং তে দুঃখাজ্ঞানে অনন্তমপরিচ্ছিন্নং ফলং যেষাং তথোক্তা ইত্থং তেষাং স্বরূপকারণাদিভেদেন জ্ঞাতানাং প্রতি- পক্ষভাবনয়া যোগিনা পরিহারঃ কর্ত্তব্য ইত্যুপদিষ্টং ভবতি ॥ ৩৪ ॥

মোহের আক্রমণে সদসদ্বস্তুর বিবেক শক্তির অভাব হইলেই সকল বিষয়ে তৃষ্ণাহয়। এই তৃষ্ণাই লোভশব্দের অর্থ। কার্য্যাকার্য্য-বিবেক-শক্তির বিনাশক প্রজ্বালনস্বরূপ চিত্তবৃত্তি ধর্ম্মকে ক্রোধ বলাযায়। কৃত, কারিত ও অনুমোদিত, এই ত্রিবিধ হিংসাদি মোহজন্যাদিভেদে তিন প্রকার, অর্থাৎ কৃত মোহজন্য হিংসা, কারিত মোহজন্য হিংসা এবং অনুমোদিত মোহজন্য হিংসা; কৃত লোভজন্য হিংসা; কারিত লোভজন্য হিংসা এবং অনুমো- দিত লোভজন্য হিংসা, এইরূপ কৃত ক্রোধজন্য হিংসা, কারিত ক্রোধজন্য হিংসা এবং অনুমোদিত ক্রোধজন্য হিংসা, এইরূপে হিংসাদি প্রত্যেকে নবপ্রকার প্রতিপাদিত হইল। উক্ত নবপ্রকার হিংসাদি মৃদু, মধ্য ও অধি- মাত্র, এই ত্রিবিধ অবস্থাভেদে তিন প্রকার হয়। হিংসাদির কথনও মন্দ অবস্থা হয়, কথন বা মৃদু বা তীব্র হয় না অর্থাৎ মধ্যমাবস্থায় থাকে এবং কোন সময়ে অধিমাত্র অর্থাৎ তীব্র অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে হিংসাদিব প্রত্যেকের নবপ্রকার উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ আবার সেই নববিধ হিংসাদির প্রত্যেকের ত্রৈবিধ্য উক্ত হইল, সুতরাং হিংসাদি প্রত্যেকে সপ্তবিংশতি প্রকার বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। মৃদু, মধ্য ও তীব্র ইহারাও প্রত্যেকে ত্রিবিধ—মৃদুমৃদু, মৃদুমধ্য ও মৃদুতীব্র। দুঃখ এবং

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ ॥ ৩৫ ॥

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়িত্বম্ ॥ ৩৬ ॥

এষাং অভ্যাসবশাৎ প্রকর্ষমাগচ্ছতাং অনুনিষ্পাদিন্যঃ সিদ্ধয়ো যথা ভবন্তি তথা ক্রমেণ প্রতিপাদয়িতুমাহ। তস্য অহিংসাং ভাবয়তঃ সন্নিধৌ সহজ-বিরোধিনামপ্যহিনকুলাদীনাং বৈরত্যাগঃ নির্ম্মৎসরতয়াবস্থানং ভবতি। হিংস্রস্বভাবা অপি হিংসা ত্যজন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

সত্যাভ্যাসবতঃ কিং ভবতীত্যাহ। ক্রিয়মাণা হি ক্রিয়া যাগাদিকাঃ ফলং স্বর্গাদিকং প্রয়চ্ছন্তি। তস্য তু সত্যাভ্যাসবতো যোগিনস্তথা সত্যং প্রকৃষ্যতে যথা স ক্রিয়ায়ামকৃতায়ামপি যোগী ফলমাপ্নোতি। তদ্বচনাৎ যস্য কস্যচিৎ ক্রিয়ামকুর্ব্বতোঽপি ফলং স্বর্গাদিকং প্রয়চ্ছন্ত্যো ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

অজ্ঞানই হিংসাদির অনন্ত ফল। হিংসাবৃত্তি প্রবল থাকিলে অনন্ত দুঃখ এবং সর্ব্ববিষয়ে অজ্ঞান, সংশয় ও বিপর্য্যয় হয়; অতএব যোগিগণ হিংসাদিকে যোগের প্রতিপক্ষজ্ঞান করিয়া অবশ্য তাহাদিগের পরিহার করিবে ॥ ৩৪ ॥

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই সকলের অভ্যাস করিতে করিতে যখন অহিংসাদি উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তখন অহিংসাদির যে যে রূপ হইয়া থাকে, ক্রমতঃ তাহাই বিবৃত হইতেছে।—অহিংসার অভ্যাসবশতঃ সহজ শত্রুর নিকটে থাকিলেও বৈরভাব পরিত্যক্ত হয়। অহিংসার অভ্যাস দ্বারা অহি-নকুলাদিরন্যায় স্বাভাবিক শত্রুতা দূরীভূত হইয়া নির্ব্বৈরভাবে অবস্থান হইয়া থাকে। ইহাই অহিংসা অভ্যাসের প্রকৃত ফল ॥ ৩৫ ॥

পূর্ব্বসূত্রে অহিংসা অভ্যাসের ফল নিরূপণ করিয়া এই সূত্রে সত্য অভ্যাসের ফল নিরূপণ করিতেছেন।—যোগাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে যোগিগণের স্বর্গলাভ হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি সত্যব্রত পালন করে, সেই সত্যপরায়ণ ব্যক্তি কোনরূপ ক্রিয়া না করিলেও যোগাদিক্রিয়ানুষ্ঠানকারী যোগিগণেরন্যায় ফলভোগ করিয়া থাকে। সত্যব্রত পালনদ্বারা সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার ফললাভ হয়, ইহাই সত্যাভ্যাসের প্রশস্ত ফল ॥ ৩৬ ॥

অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্ ॥ ৩৭ ॥

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ ॥ ৩৮ ॥

অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্মকথন্তাসংবোধঃ ॥ ৩৯ ॥

অস্তেয়াভ্যাসবতঃ ফলমাহ। অস্তেয়ং যদাভ্যস্যতি তদাস্য তৎপ্রকর্ষান্নিরভিলাষস্যাপি সর্ব্বতো দিব্যানি রত্নানি উপতিষ্ঠন্তে ॥ ৩৭ ॥

ব্রহ্মচর্য্যাভ্যাসস্য ফলমাহ। যঃ কিল ব্রহ্মচর্য্যমভ্যস্যতি তদা অস্য তৎপ্রকর্ষান্নিরতিশয়ং বীর্য্যং সামর্থ্যমাবির্ভবতি বীর্য্যনিরোধে হি ব্রহ্মচর্য্যস্য প্রকর্ষাচ্ছরীরেন্দ্রিয়মনঃস্থবীর্য্যং প্রকর্ষমাগচ্ছতি ॥ ৩৮ ॥

অপরিগ্রহস্য ফলমাহ। কথমিত্যস্য ভাবঃ কথন্তা জন্মনঃ কথন্তা জন্মকথন্তা তস্যাঃ সংবোধঃ সম্যগ্‌জ্ঞানং জন্মান্তরে কোঽহমাসং কীদৃশঃ কিং কার্য্যকারীতি জিজ্ঞাসায়াং সর্ব্বমেব সম্যগ্‌জানাতীত্যর্থঃ। ন কেবলং ভোগ-

---

এইক্ষণ সংযমের অন্যতম অঙ্গ অস্তেয়ের (চৌর্য্যবৃত্তি হইতে নিরস্ত হওয়ার) ফল নির্ণয় করিতেছেন।—যখন যোগীদিগের অস্তেয় অভ্যাস হইয়া উৎকর্ষপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ স্তেয় (অন্যের দ্রব্য অপহরণ)-বিষয়ে সংস্কারমাত্রও থাকে না, তখন সেই ব্যক্তির সুবর্ণাদি রত্নের অভিলাষ না থকিলেও তাহার সমীপে প্রচুরপরিমাণে দিব্য দিব্য বস্তু উপস্থিত হয় ॥ ৩৭ ॥

এইক্ষণ ব্রহ্মচর্য্যাভ্যাসের ফল নিরূপণ করিতেছেন।—যে ব্যক্তি নিয়তঃ ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রতের প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাঁহার সাতিশয় বীর্য্য (সামর্থ্য) আভির্ভূত হইয়া থাকে, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতানুষ্ঠানদ্বারা ব্রহ্মপরিজ্ঞানের শক্তি জন্মিয়া থাকে এবং ঐ বীর্য্য নিরুদ্ধ হইলেই ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের উৎকর্ষবশতঃ শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনঃস্থ বীর্য্যেরও উৎকর্ষ সাধিত হয়, অর্থাৎ শরীর, মনঃ ও ইন্দ্রিয় এই সকলের শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

এইক্ষণ অপরিগ্রহের ফল বলিতেছেন।—অপরিগ্রহের স্থৈর্য্য হইলে জন্মজিজ্ঞাসা নিরোধ হয়, অর্থাৎ আমি পূর্ব্বজন্মে কি ছিলাম এবং কিরূপে কি কার্য্য করিয়াছিলাম? ইত্যাদি প্রশ্ন নিবারিত হইয়া সর্ব্ববিষয়ের

শৌচাৎ স্বাঙ্গে জুগুপ্সাপরৈরসংসর্গঃ॥ ৪০ ॥

সাধনপরিগ্রহ এব পরিগ্রহঃ যাবদাত্মনঃ শরীরপরিগ্রহোঽপি পরিগ্রহঃ ভোগ-সাধনত্বাচ্ছরীরস্য তস্মিন্ সতি রাগানুবন্ধাদ্বহির্মুখায়ামেব প্রবৃত্তৌ ন তাত্ত্বিক-জ্ঞানপ্রাদুর্ভাবঃ। যদা পুনঃ শরীরাদিপরিগ্রহনৈরপেক্ষ্যেণ মাধ্যস্থ্যমবলম্বতে তদা মধ্যস্থস্য রাগাদিত্যাগাত্মকো জ্ঞানহেতুর্ভবত্যেব পূর্ব্বাঽপরজন্মসং-বোধঃ॥ ৩৯॥

উক্তা যমানাং সিদ্ধয়ঃ। অথ নিয়মানাহ। যঃ শৌচং ভাবয়তি তস্য স্বাঙ্গেষপি কারণস্বরূপপর্য্যালোচনদ্বারেণ জুগুপ্সা ঘৃণা সমুপজায়তে। অশুচি-রয়ং কায়ো নাত্রাগ্রহঃ কার্য্য ইতি অমুনৈব হেতুনা পরৈরন্যৈশ্চ কায়বদ্ভির-সংসর্গঃ সম্পর্কাভাবঃ পরিবর্জ্জনমিত্যর্থঃ। যঃ কিল স্বমেব কায়ং জুগুপ্সতে তৎ তদবদ্যদর্শনাৎ স কথং পরকীয়ৈস্তথাভূতৈশ্চ কায়ৈঃ সংসর্গমনু-ভবতি॥ ৪০ ॥

জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। কেবল ভোগ সাধনকে পরিগ্রহ বলা হয় না, আত্মার শরীর পরিগ্রহের বাসনাকেও পরিগ্রহ বলা যায়। যেহেতু ভোগসাধনের জন্যই শরীরের আবশ্যক; কিন্তু সেই শরীরেতে বিষয়ের অনুরাগবশতঃ প্রবৃত্তির বহির্মুখতাহেতু তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে না। যখন ভোগসাধনীভূত শরীর পরিগ্রহ অপেক্ষা না করিয়া মধ্যস্থভাব অবলম্বন করে, তখন নির্লিপ্ত উদা-সীন আত্মার বিষয়ানুরাগ ত্যাগ হইয়া প্রকৃত জ্ঞানের উৎপত্তি হয় এবং পূর্ব্বাপর জন্মসংবোধ হইয়া থাকে, অর্থাৎ ভোগসাধনীভূত শরীর পরিগ্রহ নিবৃত্তি হইলেই পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্ম বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হয়॥ ৩৯॥

ইতিপূর্ব্বে সংযমসাধন ও সংযমসিদ্ধির ফল উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ নিয়ম লক্ষণ বলিতেছেন।—শৌচও একটি নিয়ম, যে ব্যক্তির শৌচ সাধিত হয়, কারণস্বরূপ তাহার স্বীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গেও ঘৃণা জন্মে। আত্মা শুচি হইলেই শরীরকে অশুচি জ্ঞান করিয়া তাহাতে আগ্রহ (যত্ন) থাকে না এবং স্বীয় শরীরের প্রতি ঘৃণা বোধ হয়, এই কারণে অন্যান্য শরীরীদিগের সহিত সংসর্গ করিতেও ইচ্ছা হয় না। (যাহার স্বীয় শরীরে অবজ্ঞা জন্মে, তাহার যে অপর শরীরীর সহিত সংসর্গ করিতে দ্বেষ হইবে, তাহা অসম্ভব নহে। আত্ম-

সত্ত্বশুদ্ধি-সৌমনস্যৈকাগ্রতেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ ॥ ৪১ ॥

শৌচফলান্তরমাহ। ভবন্তীতি বাক্যশেষঃ। সত্ত্বং প্রকাশসুখাদ্যাত্মকং তস্য শুদ্ধিঃ রজস্তমোভ্যামনভিভবঃ সৌমনস্যং খেদানমুভবেন মানসী প্রীতিঃ একাগ্রতা নিয়তবিষয়ে চেতসঃ স্থৈর্য্যম্। ইন্দ্রিয়জয়ো বিষয়পরাঙ্মুখাণামিন্দ্রিয়াণাং আত্মনি অবস্থানং আত্মদর্শনে বিবেকখ্যাতিরূপে। চিত্তস্য যোগ্যত্বং সমর্থত্বং শৌচাভ্যাসবত এব এতে সত্ত্বশুদ্ধ্যাদয়ঃ ক্রমেণ প্রাদুর্ভবন্তি তথা হি সত্ত্বশুদ্ধেঃ সৌমনস্যং সৌমনস্যাদেকাগ্রতা একাগ্রতায়া ইন্দ্রিয়জয়স্তস্মাদাত্মদর্শনযোগ্যতেতি ॥ ৪১ ॥

শৌচবান্ ব্যক্তি অন্যের সহিত সম্পর্ক পরিবর্জ্জন করে। যে আপন শরীরকে অবজ্ঞা করে, সেকি কখনও পরকীয় অশুদ্ধ দেহের সহিত সংসর্গ অনুভব করিতে ভাল বাসে? ॥ ৪০ ॥

শৌচের অন্যান্য ফল বর্ণিত হইতেছে।—আত্মার শৌচসাধিত হইলে সত্ত্বপ্রকাশ স্বরূপ আত্মা বিশুদ্ধসুখময় হয়, তখন আত্মা রজঃ ও তমোগুণে অভিভূত হয় না, সর্ব্বদা মনে প্রীতির অনুভব হইতে থাকে, কখনও কোনরূপ খেদ থাকে না, নিয়ত-বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতা সাধিত হয়, অর্থাৎ অন্তঃকরণ সর্ব্বদা ধ্যেয়-বিষয়ে অনুরক্ত থাকে, কখনও বিষয়ান্তরে চিত্তের অনুরাগ জন্মে না। যখন ইন্দ্রিয়গণ পরাজিত হয়, তখন ইন্দ্রিয়সকল বাহ্যবিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আত্মাতে নিয়ত অবস্থিতি করে। কখনও কোন ইন্দ্রিয় কোন বিষয় গ্রহণ করে না, কেবল স্থিরভাবে আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং চিত্তের আত্মদর্শনে যোগ্যতা জন্মে, তখন বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া চিত্তের আত্মদর্শনে শক্তি হইয়া থাকে। শৌচাভ্যাসবশতঃ ক্রমশঃ সত্ত্ব ও শুচিতা প্রভৃতি প্রাদুর্ভূত হয়, শৌচ সাধিত হইলে সত্ত্বপ্রকাশ হয়, সত্ত্বপ্রকাশ হইলে মনের নিত্য প্রীতি হইয়া থাকে, মনের নিত্য প্রীতি হইলেই চিত্তের একাগ্রতা জন্মে, চিত্তের একাগ্রতা জন্মিলে ইন্দ্রিয় পরাজয় হয় এবং ইন্দ্রিয়গণ পরাজিত হইলেই চিত্তের আত্মদর্শনের যোগ্যতা হইয়া থাকে। এই সকলই শৌচের প্রকৃত ফল ॥ ৪১ ॥

সন্তোষাদনুত্তম-সুখলাভঃ ॥ ৪২ ॥

কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াত্তপসঃ ॥ ৪৩ ॥

স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতা-সংপ্রয়োগঃ ॥ ৪৪ ॥

সন্তোষাভ্যাসস্য ফলমাহ। সন্তোষপ্রকর্ষেণ যোগিনঃ তথাবিধমান্তরং সুখমাবির্ভবতি যস্য বাহ্যং বিষয়সুখং শতাংশেনাপি ন সমম্ ॥ ৪২ ॥

তপসঃ ফলমাহ। তপঃসমভ্যস্যমানস্য চেতসঃ ক্লেশাদিলক্ষণা অশুদ্ধি ক্ষয়দ্বারেণ কায়েন্দ্রিয়াণাং সিদ্ধিপ্রকর্ষমাদধাতি। অয়মর্থঃ চান্দ্রায়ণাদিনা চ চিত্তক্লেশক্ষয়স্তৎক্ষয়াদিন্দ্রিয়াদীনাং সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টদর্শনাদিসামর্থ্যমাবির্ভবতি। কায়স্য যথেচ্ছমণুত্বমহত্ত্বাদীনি ॥ ৪৩ ॥

স্বাধ্যায়স্য ফলমাহ। অভিপ্রেতমন্ত্রজপাদিলক্ষণে স্বাধ্যায়ে প্রকৃষ্যমাণে

পূর্ব্বসূত্রে শৌচের ফল নিরূপণ করিয়া সন্তোষের ফল নিরূপণ করিতেছেন।—সন্তোষ জন্মিলে অনুত্তম সুখলাভ হয়। যোগিগণের সন্তোষ প্রকর্ষ প্রাপ্ত হইলে অনির্ব্বচনীয় আন্তরিক সুখের আবির্ভাব হইতে থাকে। বাহ্যবিষয়ক সুখ এই সুখের শতাংশের তুল্যও হইতে পারে না। যোগিগণের প্রকৃত সন্তোষ হইলে যেরূপ সুখানুভব হয়, বাহ্য বিষয়ভোগাদিতে সেই সুখের শতাংশের একাংশ সুখও হইতে পারে না ॥ ৪২ ॥

এইক্ষণে তপস্যার ফলনিরূপণ করিতেছেন।—তপস্যাদ্বারা চিত্তের অশুদ্ধিক্ষয় হইয়া কার্য্য ও ইন্দ্রিয়ের শুদ্ধি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি তপোযোগ অভ্যাস করে, তাহার চিত্তের ক্লেশাদিস্বরূপ অশুদ্ধির পরিক্ষয় হইয়া যায় এবং চিত্তের অশুদ্ধি নিবারণ হইলেই কার্য্য ও ইন্দ্রিয়গণ পরিশুদ্ধ হইয়া থাকে। চন্দ্রায়ণাদি ব্রতাচরণদ্বারা চিত্তগত ক্লেশের পরিক্ষয় হইলেই ইন্দ্রিয়গণের সূক্ষ্মবিষয়গ্রহণে সামর্থ্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে। কোন বিষয়েই সেই সূক্ষ্মদর্শন শক্তির বাধা জন্মাইতে পারে না এবং তপস্যাদ্বারা শরীরের সূক্ষ্মত্ব ও মহত্ত্ব হইয়া থাকে; তপশ্চরণপ্রভাবে শরীরকে লঘু অথবা স্থূল করিতে পারে ॥৪৩॥

এইক্ষণ স্বাধ্যায়ের ফল নিরূপণ করিতেছেন।—স্বাধ্যায়দ্বারা ইষ্ট দেব-

সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ ॥ ৪৫ ॥

তত্র স্থিরসুখমাসনম্ ॥ ৪৬ ॥

যোগিন ইষ্টায়া অভিপ্রেতায়া দেবতায়াঃ সংপ্রয়োগো ভবতি। সা দেবতা প্রত্যক্ষা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

ঈশ্বরপ্রণিধানস্য ফলমাহ। ঈশ্বরে যৎ প্রণিধানং ভক্তিবিশেষস্তস্মাৎ সমাধের্ব্যক্তলক্ষণস্যাবির্ভাবো ভবতি যস্মাৎ স চ ভগবানীশ্বরঃ প্রসন্নঃ সন্ অন্তরায়রূপান্ ক্লেশান্ পরিহৃত্য সমাধিং সংবোধয়তি ॥ ৪৫ ॥

যমনিয়মানুক্ত্বা আসনমাহ। আস্যতেঽনেনেত্যাসনং পদ্মাসনদণ্ডাসন-স্বস্তিকাদি। তৎ যথা স্থিরং নিষ্কম্পং সুখমনুদ্বেজনীয়ঞ্চ ভবতি তদা যোগা-ঙ্গতাং ভজতে ॥ ৪৬ ॥

তার প্রত্যক্ষ হয়। অভিমত মন্ত্রজপাদিরূপ স্বাধ্যায়ের অনুষ্ঠান করিলে যোগিগণের স্বীয় ইষ্ট দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ হয় ॥ ৪৪ ॥

এই সূত্রে ঈশ্বরপ্রণিধানের (ধ্যানের) ফল নিরূপিত হইতেছে।—ঈশ্বরে প্রণিধান হইলে সমাধির সিদ্ধি হয়। ভক্তিবিশেষ-সহকারে ঈশ্বরেতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া একান্ত অনুরক্ত হইলেই সমাধির ব্যক্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং ভগবান্ ঈশ্বরে প্রণিধান হইলেই তিনি প্রসন্ন হইয়া পূর্ব্বোক্ত ক্লেশ-সকল নিবারণ করিয়া সমাধি প্রদান করেন। ইহাই ঈশ্বরপ্রণিধানের ফল ॥ ৪৫ ॥

ইতিপূর্ব্বে যম ও নিয়মের বিবরণ করিয়া আসন নির্ণয় করিতেছেন।—যোগের যতপ্রকার অঙ্গ আছে, তাহাদিগের মধ্যে আসন একটী প্রধান অঙ্গ; যে ভাবে উপবেশন করিলে স্থিরসুখ অনুভূত হয়, তাহার নাম আসন। আসন অনেকপ্রকার আছে,—পদ্মাসন, দণ্ডাসন ও স্বস্তিকাসন প্রভৃতি অনেক প্রকার আসন দৃষ্ট হয়। আসন বদ্ধকরিয়া নিষ্কম্পভাবে স্থির হইয়া থাকিলে সর্ব্বদা সুখ অনুভূত হইতে থাকে, কোনরূপ চিত্তের উদ্বেগ থাকে না। এই নিমিত্তই যোগিগণ আসনকে যোগাঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (আসন যোগের অনুকূলতা করে, কখনও প্রতিকূল হয় না) ॥ ৪৬ ॥

প্রযত্নশৈথিল্যানন্ত্যসমাপত্তিভ্যাম্ ॥ ৪৭ ॥

ততোদ্বন্দ্বানভিঘাতঃ ॥ ৪৮ ॥

তস্যৈব স্থিরসুখপ্রাপ্ত্যর্থমুপায়মাহ। তদাসনং প্রযত্নশৈথিল্যেনানন্ত্যসমাপত্ত্যা চ স্থিরং সুখং ভবতীতি সম্বন্ধঃ। যদা যদা আসনং বধ্নামীতি ইচ্ছাং করোতি প্রযত্নশৈথিল্যেঽপি অক্লেশেনৈব তদা তদা আসনং সম্পদ্যতে যদা চাকাশাদিগতে আনন্ত্যে চেতসঃ সমাপত্তিঃ ক্রিয়তে অব্যবধানেন তাদাত্ম্যমাপদ্যতে। তদা দেহাহঙ্কারাভাবান্নাসনং দুঃখজনকং ভবতি। অস্মিংশ্চাসনজয়ে সতি সমাধ্যন্তরায়ভূতা ন প্রভবন্তি অঙ্গমেজয়ত্বাদয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

তস্যৈবানুনিষ্পাদিতং ফলমাহ। তস্মিন্নাসনজয়ে সতি দ্বন্দ্বৈঃ শীতোষ্ণক্ষুত্তৃষ্ণাদিভির্যোগী নাভিহন্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

কি উপায়ে আসন বদ্ধকরিলে স্থিরসুখ অনুভূত হইতে পারে, সেই উপায় নির্ণয় করিতেছেন।—আসন অভ্যস্ত হইলে প্রযত্নের শৈথিল্যেও অনায়াসে স্থির সুখের অনুভব হয়। যখন এইরূপ ইচ্ছা হয় যে, আসনবন্ধন করিব, তখন সাতিশয় যত্ন না করিলেও অনায়াসে সেই আসনবন্ধন সুসম্পন্ন হইতে পারে। আর যখন আকাশগত অনন্ত্যে চিত্তের সমাপত্তি হয়, অর্থাৎ অব্যবধানরূপে তৎস্বরূপ প্রাপ্ত হয়, সেই সময়ে দেহগত অহঙ্কার সকল নিবারিত হইয়া যায়; সুতরাং আসন কোনরূপ দুঃখ প্রদান করিতে পারে না, তাহাতে সর্ব্বদাই স্থিরসুখের আবির্ভাব হইতে থাকে। আসন সকল সিদ্ধ হইলে অঙ্গ কম্পনাদি সমাধির প্রতিবন্ধক সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া কোনরূপেও সমাধির বাধা জন্মাইতে পারে না। (অতএব সমাধিকালে আসন অভ্যাস করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃকল্প)। ৪৭ ॥

এইক্ষণে আসন সাধনের ফল নির্ণয় করিতেছেন।—আসনাভ্যাস দ্বারা সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্ব নিবৃত্ত হইয়া যায়। যথানিয়মে পদ্মাদি-আসনবন্ধন অভ্যাস করিলে শীত ও গ্রীষ্ম, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, রাগ ও দ্বেষ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব সকল যোগসিদ্ধির ব্যাঘাত করিতে পারে না। ৪৮ ।

তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ॥ ৪৯॥

স তু বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ॥ ৫০॥

আসনজয়াদনন্তরং প্রাণায়ামমাহ। আসনস্থৈর্য্যে সতি তন্নিমিত্তকপ্রাণায়ামলক্ষণো যোগাঙ্গবিশেষোঽনুষ্ঠেয়ো ভবতি কীদৃশঃ শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদলক্ষণঃ। শ্বাসপ্রশ্বাসৌ নিরুক্তৌ তয়োস্ত্রিধা রেচনস্তম্ভনপূরণদ্বারেণ বাহ্যাভ্যন্তরেষু গর্ভৈঃ প্রবাহস্য বিচ্ছেদো ধারণং প্রাণায়াম উচ্যতে॥ ৪৯॥

তস্যৈব সুখাবগমায় বিভজ্য স্বরূপং কথয়তি। বাহ্যবৃত্তিঃ শ্বাসোরেচকঃ অন্তর্বৃত্তিঃ প্রশ্বাসঃ পুরকঃ আন্তরস্তম্ভকবৃত্তিঃ কুম্ভকঃ। তস্মিন্ জলমিব কুম্ভে নিশ্চলতয়া প্রাণা অবস্থাপ্যন্তে ইতি কুম্ভকঃ। ত্রিবিধোঽয়ং প্রাণায়ামো দেশেন কালেন সংখ্যয়া চোপলক্ষিতো দীর্ঘসূক্ষ্মসংজ্ঞো ভবতি। দেশোপল-

---

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রে আসনজয় ও তাহার ফল নিরূপণ করিয়া এইসূত্রে প্রাণায়াম নিরূপণ করিতেছেন।—আসনাভ্যাস হইলে যোগের সহকারী শ্বাস ও প্রশ্বাসের গতি নিরোধস্বরূপ প্রাণায়াম সিদ্ধ হয়। আসনের স্থৈর্য্য সাধনই প্রাণায়ামসাধনের কারণ। শ্বাস ও প্রশ্বাসের লক্ষণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। আসনবন্ধন করিয়া স্থিরভাবে উপবেশন করিলে শ্বাস বায়ুর রেচন, স্তম্ভন ও পূরণ, এই ত্রিবিধ কার্য্যদ্বারা বাহ্য এবং অভ্যন্তরস্থ বায়ু প্রবাহের নিরোধ করিয়া প্রাণবায়ুকে ধারণ করিয়া রাখিবে, এইরূপ বায়ু ধারণকে প্রাণায়াম বলে॥ ৪৯॥

পূর্ব্বসূত্রে যে প্রাণায়াম উক্ত হইয়াছে, এইসূত্রে সেই প্রাণায়ামের সুখবোধার্থ এক প্রাণায়ামকে ত্রিধাবিভক্ত করিয়া সেই ত্রিধাবিভক্ত প্রাণায়ামের স্বরূপ বলিতেছেন।—বাহ্যবৃত্তি, অভ্যন্তরবৃত্তি ও স্তম্ভবৃত্তিভেদে প্রাণায়াম ত্রিবিধ। প্রাণবায়ুর বহির্নিঃসারণরূপ শ্বাসাত্মক বায়ুর বাহ্যবৃত্তির নাম রেচন, ঐ বায়ুর অন্তরাকর্ষণরূপ প্রশ্বাসাত্মক অভ্যন্তর বৃত্তিকে পূরক বলা যায়। ঐ বায়ু

বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ ॥ ৫১ ॥

ক্ষিতো যথা নাসপ্রদেশান্তাদি কালোপক্ষিতোযথা ষট্‌ত্রিংশন্মাত্রাদি প্রমাণঃ। সংখ্যয়োপলক্ষিতো যথা ইয়তো বারান্ কৃত এতাবদ্ভিঃ শ্বাসপ্রশ্বাসৈঃ প্রথম উদ্ঘাতো ভবতীতি এতৎ জ্ঞানায় সংখ্যাগ্রহণমুপাত্তম্। উদ্ঘাতো নাম নাভি-মূলাৎ প্রেরিতস্য বায়োঃ শিরসি অভিহননম্ ॥ ৫০ ॥

ত্রীন্ প্রাণায়ামানভিধায় চতুর্থমভিধাতুমাহ। প্রাণস্য বাহ্যো বিষয়োনাসা-দেশান্তাদিঃ আভ্যন্তরোবিষয়ো হৃদয়নাভিচক্রাদিঃ তৌ দ্বৌ বিষয়ৌআক্ষিপ্য পর্য্যালোচ্য য স্তম্ভরূপো গতিবিচ্ছেদঃ স চতুর্থঃ প্রাণায়ামঃ। তৃতীয় স্মাৎ

আকর্ষণপূর্ব্বক স্তম্ভনস্বরূপ স্তম্ভবৃত্তিকে কুম্ভক বলে। এইরূপ রেচক, পূরক ও কুম্ভক এই ত্রিবিধ প্রাণায়াম বলিয়া অভিহিত হয়। যেমন কুম্ভমধ্যে জল নিশ্চল হইয়া থাকে,সেইরূপ কুম্ভককালেও প্রাণবায়ু স্থৈর্য্যভাব আশ্রয়করে,এইনিমিত্ত ইহাকে কুম্ভক বলিয়াথাকে। এই প্রাণায়াম দেশ,কাল ও সংখ্যাদ্বারা ত্রিবিধ হয়, এই ত্রিবিধ প্রাণায়ামকেই দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম বলাযায়। দেশ, কাল ও সংখ্যা-দ্বারাই প্রাণায়াম হয়, অতএব প্রাণায়ামকে দেশোপলক্ষিত, কালোপলক্ষিত ও সংখ্যোপলক্ষিত বলে। নাসিকারপ্রান্তভাগ হইতে দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিতস্থান পর্য্যন্ত আশ্রয় করিয়া প্রাণায়াম সাধিত হয়, এই নিমিত্ত দেশোপলক্ষিত. ঐ প্রাণায়াম ষট্‌ত্রিংশন্মাত্রাত্মক কালব্যাপী হয়, এই নিমিত্ত কালোপলক্ষিত এবং ষোড়শবার, চতুঃষষ্টিবার ও দ্বাত্রিংশদ্বার মন্ত্র জপাদিদ্বারা প্রাণায়াম করিতে হয়,এই নিমিত্তপ্রাণায়ামকে সংখ্যোপলক্ষিত বলাযায়। এইরূপ দেশ, কাল ও সংখ্যানুসার শ্বাসপ্রশ্বাসদ্বারা প্রাণের প্রথম উদ্ঘাত হয়। প্রাণায়াম-কালে প্রাণসংযমের ন্যূনাধিক্য করিবে না, এইরূপ সংখ্যা রাখিয়া প্রাণায়াম করাই বিধেয়। বায়ুকে নাভিমূল হইতে প্রেরণ করিয়া মস্তকে স্থাপনকে উদ্ঘাত বলে ॥ ৫০ ॥

পূর্ব্ব শ্লোকে ত্রিবিধ প্রাণায়াম কথিত হইয়াছে, এই সূত্রে চতুর্থ প্রাণা-য়াম কথিত হইতেছে।—বাহ্য ও আভ্যন্তর বিষয়াপেক্ষী প্রাণায়ামকে চতুর্থ প্রাণায়াম বলে। স্বভাবতঃ নিশ্বাস নাসিকার অন্তভাগ হইতে দ্বাদশ অঙ্গুলি

ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্ ॥ ৫২ ॥

ধারণাসু চ যোগ্যতামনসঃ ॥ ৫৩ ॥

কুম্ভকাৎ অয়মস্য বিশেষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়ো অপর্য্যালোচ্যৈব সহসা তপ্তোপল-নিপতিত-জলন্যায়েন যুগপৎস্তম্ভবৃত্ত্যা নিষ্পাদ্যতে। অস্য তু বিষয়দ্বয়াপেক্ষকো নিরোধঃ অয়মপি পূর্ব্ববদ্দেশকালসংখ্যাভিরুপলক্ষিতো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৫১ ॥

চতুর্ব্বিধস্য ফলমাহ। তস্মাৎ প্রাণায়ামাৎ প্রকাশস্য চিত্তসত্ত্বগতস্য যদাবরণং ক্লেশরূপং তৎক্ষীয়তে বিনশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

ফলান্তরমাহ। ধারণা বক্ষ্যমাণলক্ষণা তাসু প্রাণায়ামৈঃ ক্ষীণদোষং মনো যত্র ধার্য্যতে তত্র তৎ স্থিরীভবতি ন বিক্ষেপং ভজতে ॥ ৫৩ ॥

পর্য্যন্ত গমনকরে,এই গমনের নাম প্রাণের বাহ্যবিষয় এবং হৃদয় ও নাভিচক্র প্রভৃতি আভ্যন্তরিক বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া স্তম্ভরূপে যে গতিবিচ্ছেদ হয়, তাহাকেই চতুর্থ প্রাণায়াম বলে। এই প্রাণায়ামের বিশেষ এই যে, কুম্ভকাখ্য তৃতীয় প্রাণায়াম বাহ্য ও আভ্যন্তর বিষয় পর্য্যালোচনা না করিয়া সহসা প্রতপ্ত পাষাণোপরি নিপতিত পদ্মাকৃতি জলেরন্যায় স্তব্ধীভূত হয়; কিন্তু এই চতুর্থ প্রাণায়ামে সেইরূপ হয় না, চতুর্থ প্রাণায়ামে বাহ্য ও আভ্যন্তরিক বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ হয়। এই চতুর্থ প্রাণায়ামও পূর্ব্বোক্ত রেচক, পূরক ও কুম্ভকাত্মক ত্রিবিধ প্রাণায়ামেরন্যায় দেশ, কাল ও সংখ্যোপলক্ষিত হয় ॥ ৫১ ॥

পূর্ব্বোক্ত চতুর্থ প্রাণায়ামের ফল বলিতেছেন।—এই চতুর্থ প্রাণায়ামদ্বারা প্রকাশাত্মক আবরণ ক্ষীণ হয়। চতুর্থ প্রাণায়াম সম্যক্‌রূপে সাধিত হইলে চিত্তেতে যে ক্লেশস্বরূপ তত্ত্ব পরিজ্ঞানের আবরণ প্রকাশ পায়, সেই সকল চিত্তগত ক্লেশ বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহাহইলে সমাধির আর কোন বিঘ্ন থাকে না ॥ ৫২ ॥

পূর্ব্বসূত্রে চতুর্থ প্রাণায়ামের ক্লেশ নিবারণরূপ একটীমাত্র ফল বর্ণিত হইয়াছে, এই সূত্রে সেই চতুর্থ প্রাণায়ামের ফলান্তর কথিত হইতেছে।—

স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্বরূপানুকারে ইন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ ॥ ৫৪ ॥

প্রত্যাহারস্য লক্ষণমাহ। ইন্দ্রিয়াণি বিষয়েভ্যঃ প্রতীপমাহ্রিয়ন্তেঽস্মিন্ ইতি প্রত্যাহারঃ সচ কথং নিষ্পদ্যতে ইত্যাহ। চক্ষুরাদীনামিন্দ্রিয়াণাং স্ববিষয়োরূপাদিস্তেন সংপ্রয়োগস্তদাভিমুখ্যেন বর্ত্তনং তদভাবস্তদাভিমুখ্যং পরিত্যজ্য স্বরূপমাত্রেঽবস্থানং তস্মিন্ সতি চিত্তমাত্রানুকারিণীন্দ্রিয়াণি ভবন্তি যতশ্চিত্তমনুবর্ত্তমানানি মধুকররাজমিব মক্ষিকাঃ সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি প্রতীয়ন্তে অতশ্চিত্তনিরোধে তানি প্রত্যাহৃতানি ভবন্তি তেষাং তৎস্বরূপানু-কারঃ প্রত্যাহার উক্তঃ ॥ ৫৪ ॥

বক্ষ্যমাণ ধারণাতে প্রাণায়ামদ্বারা চিত্তের ক্লেশাদিদোষ সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে চিত্ত যে যে বিষয়কে ধারণ করে, চিত্ত সেই বিষয়ে স্থির হইয়া থাকে, কোন রূপ চিত্তবিক্ষেপ হইতে পারে না। (চিত্তগত ক্লেশাদি বিনাশনদ্বারা চিত্তবিক্ষেপ বিনষ্ট হইলেই চিত্তের একাগ্রতাশক্তি সাধিত হয়, ইহাই চতুর্থ প্রণায়ামের অন্য ফল বলিয়া কীর্ত্তিত আছে) ॥ ৫৩ ॥

এইক্ষণে প্রত্যাহারের লক্ষণ কথিত হইতেছে।—যে কার্য্যদ্বারা ইন্দ্রিয় সকল বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তাহার নাম প্রত্যাহার। এই প্রত্যা-হারের উপায় নিরূপিত হইতেছে। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ এই সকল চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়। এই সকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়গণ সেই আত্মস্বরূপে অবস্থিতি করে। ইন্দ্রিয় হইতে বিষয় সকলের পরিহারই প্রত্যাহারের উপায়। প্রত্যাহার হইলে ইন্দ্রিয় সকল কেবল চিত্তের আনুকূল্য করিয়া থাকে। (প্রত্যাহার সাধিত হইলে চিত্ত যে পরমাত্মতত্ত্বে অবস্থান করে, ইন্দ্রিয়গণও চিত্তের সেই পর-মাত্মদর্শন বিষয়ে অনুকূল হইয়া থাকে। যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ চিত্তেরই অনু-বর্ত্তন করে।) যেমন মক্ষিকা সকল মধুকররাজের অনুসরণ করে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়সকলও একমাত্র চিত্তেরই অনুগামী হয়; সুতরাং চিত্তবৃত্তি নিরোধ

ততঃ পরমা বশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্ ॥ ৫৫ ॥

ইতি সাধনপাদঃ ॥ ২ ॥

ফলমাহ। অভ্যাসামানে হি প্রত্যাহারো তথা বশ্যানি আয়ত্তানি ইন্দ্রিয়াণি সম্পদ্যন্তে যথা বাহ্যবিষয়তাভিমুখতাং নীয়মানান্যপি ন যান্তি ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

তদেবং প্রথমপাদোক্তযোগস্যাঙ্গভূতক্লেশতনূকরণফলং ক্রিয়াযোগমভিধায় ক্লেশানামুদ্দেশং স্বরূপং কারণং ক্ষেত্রং ফলঞ্চোক্ত্বা কর্ম্মণামপি ভেদং কারণং স্বরূপং ফলঞ্চাভিধায় বিপাকস্য কারণং স্বরূপঞ্চাভিহিতং ততস্ত্যাজ্যত্বাৎ ক্লেশাদীনাং জ্ঞানব্যতিরেকেণ ত্যাগস্য অশক্যত্বাৎ জ্ঞানস্য চ শাস্ত্রায়ত্তত্বাৎ শাস্ত্রস্য হেয়হানকারণ উপাদেয়উপাদানকারণবোধকত্বেন চতুর্ব্ব্যূহত্বাৎ হেয়স্য হানব্যতিরেকেণ স্বরূপানিষ্পত্তের্হানসহিতং চতুর্ব্ব্যূহং স্বস্বকারণ-

---

হইলেই ইন্দ্রিয়গণও নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপ চিত্তবৃত্তি নিরোধানন্তর ইন্দ্রিয় নিরোধকেই প্রত্যাহার বলে ॥ ৫৪ ॥

পূর্ব্বসূত্রে প্রত্যাহারের লক্ষণ নিরূপিত হইয়াছে, এই সূত্রে সেই প্রত্যাহারের ফল নির্ণয় করিতেছেন।—প্রত্যাহার অভ্যাস করিতে করিতে ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বিষয়ে বিমুখ হইয়া সর্ব্বপ্রযত্নে ধ্যেয় বিষয়ে নিরত থাকে ॥ ৫৫ ॥

সূত্রকার পূর্ব্বোক্তপ্রকারে প্রসঙ্গক্রমে প্রথমপাদোক্ত যোগসাধনের অঙ্গীভূত ক্লেশতনূকরণের ফলস্বরূপ ক্রিয়াযোগ বলিয়া (১)ক্লেশের উদ্দেশ্য, স্বরূপ, কারণ, উৎপত্তিস্থান এবং ফল নিরূপণপূর্ব্বক (২-১৩) কর্ম্মসকলের প্রকারভেদ, কারণ, স্বরূপ এবং ফলনির্ণয় কথনানন্তর সেই কর্ম্মের বিপাকেরস্বরূপ ও কারণ নিরূপণ করিয়াছেন (১৩-২৪)। অনন্তর ক্লেশকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, সেই ক্লেশের জ্ঞানব্যতিরেকে ক্লেশ পরিত্যাগ সম্ভব হইতে পারে না, সেই জ্ঞানও শাস্ত্রায়ত্ত সেই শাস্ত্র হেয়বস্তু, হানির কারণ, উপাদেয় ও উপাদান এই চতুর্ব্বিধকারণে পরিজ্ঞাত হয়। হানির কারণজ্ঞানব্যতিরেকে হেয়বস্তুর

সহিতমভিধায় উপাদেয়কারণভূতায়া বিবেকখ্যাতেঃ কারণভূতানামন্তরঙ্গবহি-রঙ্গভাবেন স্থিতানাং যমাদীনাং স্বরূপং ফলসহিতং ব্যাহৃত্য আসনাদীনাং ধারণাপর্য্যন্তানাং পরস্পরমুপকার্য্যোপকারকভাবেনাবস্থিতানামুদ্দেশমভিধায় প্রত্যেকং লক্ষণং কারণপূর্ব্বকং ফলমভিহিতং তদয়ং যোগো যমনিয়মাদিভিঃ প্রাপ্তবীজভাবঃ আসনপ্রাণায়ামৈরঙ্কুরিতঃ প্রত্যাহারেণ পুষ্পিতোধ্যানধারণা-সমাধিভিঃ ফলিষ্যতীতি ব্যাখ্যাতঃ সাধনপাদঃ ॥

ইতি শ্রীমহারাজাধিরাজ শ্রীভোজরাজবিরচিতায়াং রাজ-মার্ত্তণ্ডাভিধায়াং পাতঞ্জলযোগশাস্ত্রবৃত্তৌ সাধন-পাদোনাম দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ২ ॥

হেয়তত্ত্বজ্ঞান নিষ্পন্ন হয় না, এই নিমিত্ত হেয়, হানির কারণ, উপাদেয় ও উপাদান এই চতুর্ব্বিধ কারণ নির্ণয় করিয়া (২৫-৩১) উপাদান কারণস্বরূপ বিবেকখ্যাতির কারণীভূত অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গভাবে অবস্থিত যমনিয়মাদির স্বরূপ ও ফল নিরূপণপূর্ব্বক (৩২-৪৪) পরস্পর উপকার্য্য উপকারকভাবে অবস্থিত আসনাদি ধারণা পর্য্যন্ত প্রত্যেকের উদ্দেশ্য, লক্ষণ ও কারণ নিরূপণ করিয়াছেন (৪৪-৫৩)। যমনিয়মাদিই যোগের বীজস্বরূপ। সেই বীজ আসন ও প্রাণায়ামাদিরূপ জলসেকদ্বারা অঙ্কুরিত হয় এবং প্রত্যাহারদ্বারা পুষ্পিত হইয়া ধ্যান, ধারণা ও সমাধিদ্বারা ফলবান্ হইয়া থাকে। (অর্থাৎ প্রথমতঃ যমনিয়মাদিদ্বারা যোগের আরম্ভ হয়, অনন্তর প্রাণায়াম ও আসন অভ্যাস করিলেই যোগে প্রবৃত্তি হইতে থাকে। পরে প্রত্যাহারের অভ্যাস-বশতঃ যোগসিদ্ধি-ফলোন্মুখ হইলে ধ্যান, ধারণা ও সমাধিদ্বারা পরমাত্ম দর্শনরূপ যোগসাধনের ফললাভ হইয়া থাকে। সাধনপাদে এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ইতি সাধনপাদ ॥ ২ ॥

বিভূতিপাদোনাম

অথ তৃতীয়ঃ পাদঃ।

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা ॥ ১ ॥

যৎপাদপদ্মস্মরণাদণিমাদিবিভূতয়ঃ।
ভবন্তি ভবিনামস্তু ভূতনাথঃ স ভূতয়ে ॥

তদেবং পূর্ব্বোদ্দিষ্টং ধারণাদ্যঙ্গত্রয়ং নির্ণেতুং সংযমসংজ্ঞাভিধানপূর্ব্বকং বাহ্যাভ্যন্তরাদিসিদ্ধিপ্রতিপাদনায় লক্ষয়িতুমুপক্রমতে। তত্র ধারণায়াঃ স্বরূপমাহ। দেশে নাভিচক্রনাসাগ্রাদৌ চিত্তস্য বন্ধো বিষয়ান্তরপরিহারেণ যৎ স্থিরীকরণং সা চিত্তস্য ধারণোচ্যতে। অয়মর্থঃ মৈত্র্যাদিচিত্তপরিকর্ম্মবাসিতান্তঃকরণেন যমনিয়মবতা জিতাসনেন পরিহৃতপ্রাণবিক্ষেপেণ প্রত্যাহৃতে-

যাঁহার পাদপদ্ম স্মরণ করিলে অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, সেই ভূতনাথ আমাদিগের তত্বজ্ঞানরূপ বিভূতি প্রদান করুন্। সাধনপাদে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই যোগাঙ্গত্রয় উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণে বিভূতিপাদে সেই ধারণাদি যোগাঙ্গ সকল নিরূপণার্থ সংযমসংজ্ঞা কথনপূর্ব্বক বাহ্য ও আভ্যন্তর সিদ্ধি প্রতিপাদনের নিমিত্ত যোগের লক্ষণ নিরূপণ আরম্ভ করিবেন। প্রথমতঃ ধারণার স্বরূপ বলিতেছেন।—নাভিচক্র নাসাগ্রাদিতে দৃষ্টি স্থাপন দ্বারা চিত্ত বন্ধন, অর্থাৎ বিষয়ান্তর পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিত্তের যে স্থিরীকরণ, তাহার নাম ধারণা। মৈত্র্যাদি পরিকর্ম্মদ্বারা ক্লেশাদি চিত্তগত মল সকল ধৌত করিয়া যমনিয়মাদি যোগ সাধনপূর্ব্বক আসনসিদ্ধি করিবে। পরে প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়া কুম্ভকপূর্ব্বক প্রাণবায়ুর নিরোধ করিতে হইবে। অনন্তর যোগিগণ স্ব স্ব-বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে সমাকর্ষণপূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া নির্ব্বায় ও পবিত্রস্থানে সরলকায়ে উপবেশনপূর্ব্বক রাগ, দ্বেষ ও সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব জয়-

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতাধ্যানম্ ॥ ২ ॥

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ ॥ ৩ ॥

ন্দ্রিয়গ্রামেণ নির্ব্বাধে প্রদেশে ঋজুকায়েন জিতদ্বন্দ্বেন যোগিনা নাসাগ্রাদৌ সম্প্রজ্ঞাতস্য সমাধেরভ্যাসায় চিত্তস্য স্থিরীকরণং কর্ত্তব্যমিতি ॥ ১ ॥

ধারণামভিধায় ধ্যানমভিধাতুমাহ। তত্র তস্মিন্ প্রদেশে যত্র চিত্তং ধৃতং তত্র প্রত্যয়স্য জ্ঞানস্য যা একতানতা বিসদৃশপরিণামপরিহারদ্বারেণ যদেব ধারণায়াং অবলম্বনীকৃতং তদবলম্বনতয়ৈব নিরন্তরমুৎপত্তিঃ সা ধ্যানমুচ্যতে ॥ ২ ॥

চরমযোগাঙ্গং সমাধিমাহ। তদেবোক্তলক্ষণং ধ্যানং যত্রার্থমাত্রনির্ভাসং অর্থাকারসমাবেশাদুদ্ভূতার্থরূপং ন্যগ্‌ভূতজ্ঞানস্বরূপত্বেন স্বরূপশূন্যতামিবাপদ্যতে স সমাধিরিত্যুচ্যতে সম্যগাধীয়তে একাগ্রীক্রিয়তে বিক্ষেপান্ পরিহৃত্য মনো যত্র স সমাধিঃ ॥ ৩ ॥

করিয়া সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অভ্যাসের নিমিত্ত নাসাগ্রে চিত্তের স্থিরী করণ করিবে ॥ ১ ॥

পূর্ব্বসূত্রে ধারণার স্বরূপ নিরূপণ করিয়া এই সূত্রে ধ্যানের স্বরূপ বলিতেছেন।—যে প্রদেশে চিত্তের ধারণা হয়, সেই স্থানে জ্ঞানের একতানতার নাম ধ্যান। যে সকল বিষয় ধারণার বিসদৃশ, তাহার পরিহার দ্বারা ধারণাতে যে বস্তু অবলম্বিত হয়, সেই অবলম্বিত বস্তুবিষয়ে নিরন্তর জ্ঞানোৎপত্তিই প্রকৃত ধ্যান। (ধ্যানকালে জ্ঞান অন্যান্য সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই ধ্যেয় বিষয়ে নিশ্চল থাকে) ॥ ২ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বসূত্রে ধারণা ও ধ্যানের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া যোগের চরম অঙ্গ সমাধি নিরূপণ করিতেছেন।—ধ্যান করিতে করিতে যখন কেবল সেই ধেয়বস্তু মাত্র অন্তঃকরণে প্রকাশ পায়, অন্য কোন বিষয়ের জ্ঞানমাত্রও থাকে না, কেবল সেই ধ্যেয়স্বরূপেই চিত্তের একাগ্রতা হয়, তখন ঐ চিত্তের একাগ্রতাকে সমাধি বলা যায়। যাহাতে চিত্তের একাগ্রতা সাধিত হইয়া চিত্ত বিক্ষেপ পরিহারপূর্ব্বক মনঃ স্থিরীভূত হয়, তাহারই নাম সমাধি ॥ ৩ ॥

ত্রয়মেকত্র সংযমঃ ॥ ৪ ॥

তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ ॥ ৫ ॥

তস্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ ॥ ৬ ॥

উক্তলক্ষণস্য যোগাঙ্গত্রয়স্য ব্যবহারায় স্বশাস্ত্রে তান্ত্রিকীং সংজ্ঞাং কর্ত্তুমাহ। একস্মিন্ বিষয়ে ধারণাধ্যানসমাধিত্রয়ং প্রবর্ত্তমানং সংযমসংজ্ঞয়া শাস্ত্রে ব্যবহ্রিয়তে ॥ ৪ ॥

তস্য ফলমাহ। তস্য সংযমস্য জয়াদভ্যাসেন সাত্ম্যোৎপাদনাৎ প্রজ্ঞায়া বিবেকখ্যাতেরালোকঃ প্রসবো ভবতি প্রজ্ঞা জ্ঞেয়ং সম্যগবভাসয়তীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

তস্যোপযোগ মাহ। তস্য সংযমস্য ভূমিষু স্থূলসূক্ষ্মাবলম্বনভেদেন স্থিতাসু চিত্তবৃত্তিষু বিনিয়োগঃ কর্ত্তব্যঃ অধরামধরাং চিত্তভূমিং জিতাং জিতাং

পূর্ব্বোক্ত ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই যোগাঙ্গত্রয়ের শাস্ত্রীয় ব্যবহারের নিমিত্ত ইহাদিগের সাধারণ সংজ্ঞা করিতেছেন।—ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই যোগাঙ্গত্রয়ই এক বিষয়ে ব্যবহৃত হয়, অতএব ইহাদিগের সাধারণ নাম "সংযম"। এই সংযমনামেই উক্ত যোগাঙ্গত্রয়ের শাস্ত্রে ব্যবহার হয়। (যখন শাস্ত্রে "সংযম" শব্দের উল্লেখ দেখিবে, তখন ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই যোগাঙ্গত্রয় বুঝিতে হইবে) ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বসূত্রে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই যোগাঙ্গত্রয়ের সাধারণ নাম উক্ত হইয়াছে, এই সূত্রে সেই ত্রিবিধ যোগাঙ্গের ফল নিরূপণ করিতেছেন।—সংযমের অভ্যাস দ্বারা প্রজ্ঞার আলোক সমুদ্ভূত হয়। প্রজ্ঞালোক সমুৎপন্ন হইলেই বিবেকের উৎপত্তি হয় ॥ ৫ ॥

এইক্ষণে পূর্ব্বোক্ত সংযমের উপযোগিতা বলিতেছেন।—চিত্তভূমি কখন স্থূলবিষয় অবলম্বন করিয়া থাকে, কখন বা সূক্ষ্মবিষয় আশ্রয় করে। কিন্তু এই চিত্তক্ষেত্রই সংযমের উৎপত্তি স্থান, অতএব এই চিত্তভূমিতে সংযমের প্রয়োগ করিবে। (যাহাতে চিত্তসংযম অভ্যাস হয়, তাহাতে সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টাকরা বিধেয়)। ক্রমশঃ চিত্তেতে সংযম সাধন করিতে হয়। এই নিমিত্ত চিত্তের

ত্রয়মন্তরঙ্গং পূর্ব্বেভ্যঃ ॥ ৭ ॥

জ্ঞাত্বোত্তরস্যাং ভূমৌ সংযমঃ কার্য্যঃ ন হ্যনাত্মীকৃতাধারভূমিরুত্তরস্যাং ভূমৌ সংযমং কুর্ব্বাণঃ ফলভাগ্‌ভবতি ॥ ৬ ॥

সাধনপাদে যোগাঙ্গানি অষ্টৌ উদ্দিশ্য পঞ্চানাং লক্ষণং বিধায় ত্রয়াণাং কথং ন কৃতমিত্যাশঙ্ক্যাহ। পূর্ব্বেভ্যো যমাদিভ্যো যোগাঙ্গেভ্যঃ পারম্পর্য্যেণ সমাধেরুপকারকেভ্যো ধারণাদিযোগাঙ্গত্রয়ং সংপ্রজ্ঞাতস্য সমাধেরন্তরঙ্গং সমাধিস্বরূপনিষ্পাদনাৎ ॥ ৭ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা জয় করিয়া উত্তরোত্তর অবস্থাকে জয় করিবে। প্রথমতঃ চিত্তেতে যে সকল বিষয়ানুরাগ থাকে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া পরে চিত্তকে সর্ব্ববিষয় হইতে নির্লিপ্ত করিবে। চিত্তের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা, অর্থাৎ বিষয়ানুরাগ, নিবারণ করিয়া চিত্তকে স্বায়ত্ত করিতে না পারিলে কোন রূপেও সংযমের ফললাভ হইতে পারে না। অতএব যাহাতে সম্পূর্ণরূপে চিত্তের সংযম হইতে পারে, তাহাই করিবে ॥ ৬ ॥

সাধনপাদে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগের উল্লেখ করিয়া যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার এই পঞ্চ যোগাঙ্গের লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন, কিন্তু অবশিষ্ট ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ত্রিবিধ যোগাঙ্গের লক্ষণ কেন নির্ণয় করেন নাই, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যমাদি পঞ্চযোগাঙ্গ হইতে ধারণাদিযোগাঙ্গত্রয় সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গ। যম, নিয়ম, অসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার এই পঞ্চবিধ যোগাঙ্গ পরম্পরারূপে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির উপকার করে, কিন্তু ইহারা সাক্ষাৎ সমাধির কারণ হয় না। (পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, যমাদি পঞ্চযোগাঙ্গ স্ব স্ব পরবর্ত্তী যোগাঙ্গের উপকারী; অবশিষ্ট ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই যোগাঙ্গত্রয় সম্প্রজ্ঞাত সমাধির সাক্ষাৎ উপকার সাধন করে, অর্থাৎ ইহারাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির স্বরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই নিমিত্ত ধারণা, ধ্যান ও সমাধি ইহাদিগের পৃথক্ লক্ষণ করেন নাই) ॥ ৭ ॥

তদপি বহিরঙ্গং নির্ব্বীজস্য ॥ ৮ ॥

ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভব-প্রাদুর্ভাবৌ নিরোধলক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ ॥৯॥

তস্যাপি সমাধ্যন্তরাপেক্ষয়া বহিরঙ্গত্বমাহ। নির্ব্বীজস্য নিরালম্বনস্য শূন্য-ভাবনা-পরপর্য্যায়স্য সমাধেরেতদপি যোগাঙ্গত্রয়ং বহিরঙ্গং পারম্পর্য্যেণোপ-কারকত্বাৎ ॥ ৮ ॥

ইদানীং যোগসিদ্ধীর্ব্যাখ্যাতুকামঃ সংযমস্য বিষয়ং বিশুদ্ধিং কর্ত্তুং ক্রমেণ পরিণামত্রয়মাহ। ব্যুত্থানং ক্ষিপ্তমূঢ়বিক্ষিপ্তাভ্যাং ভূমিত্রয়ম্। নিরোধঃ প্রকৃষ্ট-সত্ত্বস্যাঙ্গিতয়া চেতসঃ পরিণামঃ তাভ্যাং ব্যুত্থাননিরোধাভ্যাং যৌ জনিতৌ সংস্কারৌ তয়োর্যথাক্রমং অভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ যদা ভবতঃ। অভিভবো ন্যগ্-ভূততয়া কার্য্যকরণাসামর্থ্যেনাবস্থানম্। প্রাদুর্ভাবো বর্ত্তমানেঽধ্বনি অভি-

---

পূর্ব্বসূত্রে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই যোগাঙ্গত্রয়কে সম্প্রজ্ঞা-সমাধির অন্তরঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এইসূত্রে সেই যোগাঙ্গ ত্রয় যে সমাধি বিশেষের বহিরঙ্গ, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই যোগাঙ্গত্রয় নির্ব্বীজ সমাধির বহিরঙ্গ। যেহেতু নির্ব্বীজ সমাধিকালে চিত্ত কোন বিষয় অবলম্বন করে না, সর্ব্বদা নিরা-লম্বনভাবে শূন্য ভাব আশ্রয় করে। এই নিমিত্ত উক্ত যোগাঙ্গত্রয় সমাধির সাক্ষাৎ প্রয়োজক হয় না, বরং পরম্পরায় সেই নির্ব্বীজ সমাধির উপকার সাধন করে। অতএবই ধারণা, ধ্যান ও সমাধি ইহারা নির্ব্বীজ সমাধির বহিরঙ্গ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল ॥ ৮ ॥

এইক্ষণ যোগসিদ্ধির বিবরণ কামনায় সংযমের বিষয় বিশুদ্ধি করণার্থ ক্রমতঃ ত্রিবিধ পরিণাম কথিত হইতেছে।—সংযমসিদ্ধিবিষয়ে নিরোধ-পরিণাম, সমাধিপরিণাম ও একাগ্রতাপরিণাম এই পরিণামত্রয় উক্ত আছে, তন্মধ্যে নিরোধপরিণামই এই সূত্রে বিবৃত হইতেছে।—ক্ষিপ্তাবস্থা, মূঢ়াবস্থা ও বিক্ষিপ্তাবস্থা চিত্তের এই ত্রিবিধ অবস্থার নাম ব্যুত্থান এবং সত্ত্বগুণের উদ্রেক হেতু চিত্তের যে পরিণাম বিশেষ, অর্থাৎ সংসার

তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ ॥ ১০ ॥

ব্যক্তরূপতয়া আবির্ভাবঃ। তদা নিরোধলক্ষণে চিত্তস্তোভয়লক্ষণবৃত্তিত্বাদন্বয়ো যঃ স নিরোধ-পরিণাম উচ্যতে। অয়মর্থঃ যদা ব্যুত্থানসংস্কাররূপোধর্ম্মস্তিরো-ভবতি নিরোধসংস্কাররূপশ্চ আবির্ভবতি ধর্ম্মিরূপতয়া চ চিত্তমুভয়াম্বয়িত্বেঽপি নিরোধাত্মনাবস্থিতং প্রতীয়তে তদা স নিরোধপরিণামশব্দেন ব্যবহ্রিয়তে। চলত্বাদ্‌গুণবৃত্তস্য যদ্যপি চেতসো নিশ্চলত্বং নাস্তি তথাপি এবম্ভূতঃ পরিণামঃ স্থৈর্য্যমুচ্যতে ॥ ৯ ॥

তস্যৈব ফলমাহ। তস্য চেতসো নিরুক্তান্নিরোধ-সংস্কারাৎ প্রশান্ত-বাহিতা ভবতি। পরিহৃতবিক্ষেপতয়া সদৃশপ্রবাহ-পরিণামি চিত্তং ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

বিরাগ, তাহার নাম নিরোধ। উক্তরূপ ব্যুত্থান ও নিরোধদ্বারা চিত্তেতে দ্বিবিধ সংস্কারের আবির্ভাব হয়। অনন্তর যে সময়ে সেই ব্যুত্থানজন্য সংস্কারের তিরোভাব হয়, অর্থাৎ চিত্ত সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করণে অশক্ত হইয়া নিশ্চলভাবে অবস্থিত থাকে এবং নিরোধজন্য সংস্কারের প্রাদু-র্ভাব হইয়া একাগ্রতারূপ পন্থা আশ্রয় করে, সেই সময়ে চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত থাকে, চিত্তের এইরূপ অবস্থাকে নিরোধপরি-ণাম বলে। সংসারের আশক্তিরূপ ব্যুত্থানজনিত সংস্কার অন্তর্হিত হই-লেই সর্ব্ববিষয়ে অনুরাগের অভাবস্বরূপ নিরোধজন্য সংস্কারের প্রাদু-র্ভাব হইয়া চিত্তের নিরুদ্ধাবস্থা প্রতীত হয়। এই অবস্থাই নিরোধ পরিণাম বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই নিরোধপরিণামদ্বারাই চিত্তের স্থৈর্য্য সাধিত হয়। যদিও চিত্তের স্বভাবচাঞ্চল্য বশতঃ চিত্তের স্থৈর্য্য অসম্ভব, তথাপি উক্ত নিরোধপরিণামই চিত্তের নিশ্চলতা সম্পাদন করে ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বসূত্রে নিরোধপরিণামের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, এই সূত্রে সেই নিরোধ-পরিণামের ফল বর্ণিত হইতেছে।—পূর্ব্বোক্তরূপ চিত্তের নিরোধসংস্কার হইলেই চিত্তের সর্ব্বদা প্রশান্তাবস্থা হইয়া থাকে। তখন সর্ব্বপ্রকার চিত্ত-

সর্ব্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য সমাধি-
পরিণামঃ ॥ ১১ ॥

নিরোধপরিণামং অভিধায় সমাধিপরিণামমাহ। সর্ব্বার্থতা চলত্বান্নানা-বিধার্থগ্রহণং চিত্তস্য বিক্ষেপো ধর্ম্মঃ। এতস্মিন্নেবাবলম্বনে সদৃশপরিণামিতা একাগ্রতা সাপি চিত্তস্য ধর্ম্মঃ তয়োর্যথাক্রমং ক্ষয়োদয়ৌ সর্ব্বার্থতালক্ষণস্য ধর্ম্মস্য ক্ষয়োঽত্যন্তাভিভবঃ একাগ্রতালক্ষণস্য ধর্ম্মস্য প্রাদুর্ভাবোঽভিব্যক্তি-শ্চিত্তস্যোদ্রিক্তসত্ত্বস্যান্বয়িতয়াঅবস্থানং সমাধিপরিণাম ইত্যুচ্যতে। পূর্ব্বস্মাৎ পরিণামাদস্যায়ং বিশেষঃ। তত্র সংস্কারলক্ষণয়োর্ধর্ম্ময়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ পূর্ব্বস্য ব্যুত্থানসংস্কাররূপস্য ন্যগ্‌ভাবঃ। উত্তরস্য নিরোধসংস্কাররূপস্যো-দ্ভবোঽনভিভূতত্বেনাবস্থানম্। ইহ তু ক্ষয়োদয়াবিতি সর্ব্বাত্মতারূপস্য বিক্ষেপ-

---

বিক্ষেপ নিবারিত হইয়া চিত্ত প্রশান্তভাব প্রাপ্ত হয়। চিত্তের নিরোধ-পরিণাম সর্ব্বপ্রকার চিত্তবিক্ষেপ বিদূরিত করিয়া নিয়তরূপে চিত্তের শান্তি বিধান করিতে থাকে ॥ ১০ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বসূত্রে নিরোধপরিণাম ও নিরোধপরিণামের ফল নিরূপণ করিয়া এই সূত্রে সমাধিপরিণাম নিরূপণ করিতেছেন।—সকল সময়েই চিত্তের চাঞ্চল্য বিদ্যমান থাকে, কখনও চিত্ত নিশ্চল থাকে না, এই নিমিত্ত সর্ব্ব বিষয়ে চিত্তের অনুরাগ থাকে. ইহাকেই চিত্তের "সর্ব্বর্থতা" বলে। এই সর্ব্বার্থতাও চিত্তের কোন একটি বিক্ষেপ ধর্ম্ম এবং চিত্তের একাগ্রতাও একটি ধর্ম্ম বিশেষ। চিত্তের সর্ব্বার্থতা, অর্থাৎ সর্ব্ব বিষয়ের অনুরাগ, সম্যক্-রূপে বিদূরিত হইলে চিত্তের একগ্রতারূপ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়া স্থৈর্য্যভাবে যে চিত্তের অবস্থান, তাহাকে সমাধিপরিণাম বলে। নিরোধপরিণাম হইতে সমাধিপরিণামের বিশেষ এই যে,—পূর্ব্বোক্ত নিরোধপরিণামে সংস্কার স্বরূপ ধর্ম্মদ্বয়ের তিরোভাব ও প্রাদুর্ভাব হয়, অর্থাৎ ব্যুত্থানজনিত সংস্কারের তিরোভাব এবং নিরোধজনিত সংস্কারের প্রাদুর্ভাব হইয়া চিত্ত স্থিরভাবে অবস্থান করে। এই সমাধিপরিণামে চিত্তধর্ম্মের সর্ব্বতোভাবে বিনাশ হয়, কখনও পুনর্ব্বার সেই সর্ব্বার্থতারূপ চিত্তবিক্ষেপের উৎপত্তি হয় না।

শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তস্যৈকাগ্রতাপরি-ণামঃ ॥ ১২ ॥

এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাপরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১৩ ॥

স্যাত্যন্ততিরস্কারাদনুৎপত্তেরতীতেঽধ্বনি প্রবেশঃ ক্ষয় একাগ্রতালক্ষণস্য ধর্ম্মস্য উদ্ভবো বর্ত্তমানেঽধ্বনি প্রকটত্বম্ ॥ ১১ ॥

তৃতীয়মেকাগ্রতাপরিণামমাহ। সমাহিতস্যৈব চিত্তস্যৈকপ্রত্যয়ো বৃত্তি-বিশেষঃ। শান্তোঽতীতমধ্বানং প্রবিষ্টঃ। অপরস্তু উদিতো বর্ত্তমানেঽধ্বনি স্ফুরিতঃ। দ্বাবপি সমাহিতচিত্তত্বেন তুল্যাবেকরূপালম্বনত্বেন সদৃশৌ প্রত্যয়া-বুভয়ত্রাপি সমাহিতস্যৈব চিত্তস্যান্বয়িত্বেনাবস্থানং স একাগ্রতা পরিণাম ইত্যুচ্যতে ॥ ১২ ॥

চিত্তপরিণামোক্তং রূপমন্যত্রাপ্যতিদিশন্নাহ। এতেন ত্রিবিধেনোক্তেন চিত্তপরিণামেন ভূতেষু স্থূলসূক্ষ্মেষু ইন্দ্রিয়েষু বুদ্ধিকর্ম্মান্তঃকরণভেদেনাবস্থিতেষু

সুতরাং অতীত সংসারে চিত্তের অনুরাগ জন্মিতে পারে না এবং চিত্ত সর্ব্বদা একাগ্রতারূপ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বসূত্রে চিত্তগত পরিণামত্রয়ের মধ্যে নিরোধপরিণাম ও সমাধি-পরিণাম এই পরিণামদ্বয় উক্ত হইয়াছে, এই সূত্রে তৃতীয় একাগ্রতা পরিণাম কহিতেছেন।—চিত্তে সমাধি উপস্থিত হইলে একমাত্র ধ্যেয় বিষয়ে চিত্ত অনু-রক্ত থাকে, তখন বিষয়ান্তরে চিত্তের আশক্তিমাত্র থাকে না সাধারণতঃ চিত্ত কখনও অতীত সংসারচিন্তায় আশক্ত থাকে, কখন বা আধুনিক বিষয়াদিতে নিবিষ্ট হয়, কিন্তু সমাধিকালে উক্ত উভয় ভাবাপন্ন চিত্তই একমাত্র অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন অতীত সংসারচিন্তা কিম্বা আধুনিক বিষয়ানুরাগ কিছুই চিত্তকে আক্রমণ করিতে পারে না; সর্ব্বদাই চিত্ত একতাভাব আশ্রয় করিয়া অবস্থিত থাকে, এইরূপ চিত্তের অবস্থাকে একাগ্রতা পরিণাম বলে ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ চিত্তপরিণামের ফল স্থলান্তরে প্রদর্শন করিতেছেন।—এই ত্রিবিধ পরিণামদ্বারা যে কেবল চিত্তই স্থৈর্য্য অবলম্বন করে, এমত

ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাভেদেন ত্রিবিধপরিণামো ব্যাখ্যাতোঽবগন্তব্যঃ। অবস্থিতস্য ধর্ম্মিণঃ পূর্ব্বধর্ম্মনিবৃত্তৌ ধর্ম্মান্তরাপত্তিঃ ধর্ম্মপরিণামঃ। যথা মৃল্লক্ষণস্য ধর্ম্মিণঃ পিণ্ডরূপধর্ম্মপরিত্যাগেন ঘটরূপধর্ম্মান্তরস্বীকারো ধর্ম্মপরিণাম ইত্যুচ্যতে। লক্ষণপরিণামো যথা তস্যৈব ঘটস্যানাগতাধ্বপরিত্যাগেন বর্ত্তমানাধ্ব-স্বীকারঃ। তৎপরিত্যাগেনাতীতাধ্বপরিগ্রহঃ। অবস্থাপরিণামো যথা তস্যৈব ঘটস্য প্রথমদ্বিতীয়য়োঃ সদৃশয়োঃ কাললক্ষণয়োরন্বয়িত্বেন যতশ্চ গুণবৃত্তির্ন অপরিণামমানা ক্ষণমপ্যস্তি ॥ ১৩ ॥

নহে; স্থূলসূক্ষ্মভেদে দ্বিবিধ ভূত এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয়ভেদে দ্বিবিধ ইন্দ্রিয়, ইহাদিগেরও ধর্ম্ম,লক্ষণ ও অবস্থাভেদে ত্রিবিধ পরিণাম হইয়া থাকে। ভূত ও ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্মপরিণাম, লক্ষণপরিণাম ও অবস্থাপরিণাম এই ত্রিবিধ পরিণাম হয়। পূর্ব্ব ধর্ম্মের নিবৃত্তি হইয়া ধর্ম্মান্তরের উৎপত্তির নাম ধর্ম্ম-পরিণাম, যেমন মৃৎপিণ্ড হইতে ঘটোৎপত্তি হয়, পূর্ব্ব সময়ে মৃত্তিকা পিণ্ড-রূপে অবস্থিত ছিল, পরে সেই মৃত্তিকা ঘটরূপে পরিণত হইল, এক্ষণে সেই মৃত্তিকার পিণ্ডরূপ ধর্ম্ম নিবৃত্ত হইয়া ঘটাকাররূপধর্ম্মের উৎপত্তি হইল, ইহাই ধর্ম্ম পরিণাম। সেইরূপ ইন্দ্রিয় সকল যখন বিষয়ে অনুরক্ত থাকে, তখন তাহাদিগের বিষয়ানুরাগরূপ ধর্ম্ম থাকে এবং সমাধিকালে সেই বিষয়ানুরাগ-রূপ ধর্ম্মের নিবৃত্তি হইয়া একাগ্রতারূপ ধর্ম্মের আবির্ভাব হইতে থাকে, ইহাই এইস্থলে ইন্দ্রিয়গণের ধর্ম্মপরিণাম বলিয়া উক্ত হইল। লক্ষণ পরিণাম যথা,— একরূপ পদার্থের সময়ান্তরে অন্যপ্রকার লক্ষণ হয়, ইহাকেই লক্ষণ পরিণাম বলে। যেমন ঘট উৎপত্তির পরক্ষণে যেরূপ লক্ষণান্বিত থাকে, তাহার পরি-পাকদশাতে সেই ঘটের অন্যপ্রকার বর্ণাদিরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়; সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণেরও সময় বিশেষে লক্ষণের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, ইহাকেই লক্ষণ পরিণাম বলা যায়। অবস্থা পরিণাম এই,—কোন উৎপন্ন বস্তুর প্রথম ও দ্বিতীয়ক্ষণে একরূপ অবস্থা থাকে, কিন্তু কালান্তরে সেই বস্তুর অবস্থান্তর উৎপন্ন হয়, ইহাকেই অবস্থা পরিণাম বলে। যেমন ঘট উৎপন্ন হইলে প্রথম ও দ্বিতীয়ক্ষণে এক একরূপ অবস্থাপন্ন থাকে, কিন্তু সময়ান্তরে সেই ঘটের লক্ষণাদির পরিবর্ত্তন হইয়া অন্যপ্রকার অবস্থা দেখা যায়। সেইরূপ

শান্তোদিতাব্যপদেশ্য-ধর্ম্মানুপাতী ধর্ম্মী ॥ ১৪ ॥

নমু কোঽয়ং ধর্ম্মীত্যাশঙ্ক্য ধর্ম্মিণো লক্ষণমাহ। শান্তা যে কৃতস্বস্বব্যাপারা অতীতেঽধ্বনি অনুপ্রবিষ্টাঃ উদিতা যে অনাগতমধ্বানং পরিত্যজ্য বর্ত্তমানেঽধ্বনি স্বব্যাপারং কুর্ব্বন্তি। অব্যপদেশ্যা যে শক্তিরূপেণ স্থিতা ব্যপদেষ্টুং ন শক্যন্তে তেষাং যথাস্বং সর্ব্বাত্মকমিত্যেবমাদয়ো নিয়তকার্য্যকারণরূপযোগ্যতয়া অবচ্ছিন্না শক্তিরেবেহ ধর্ম্মশব্দেনাভিধীয়তে তং ত্রিবিধমপি ধর্ম্মং যো ধর্ম্মী অনুপততি অনুবর্ত্ততে অন্বয়িত্বেন স্বীকরোতি স শান্তোদিতাব্যপদেশ্য-

---

ইন্দ্রিয়গণও প্রথম ও দ্বিতীয়ক্ষণে একরূপ অবস্থায় থাকে, কালান্তরে সেই সকল ইন্দ্রিয়ের অন্যপ্রকার অবস্থা ঘটে, ইহাকেই ইন্দ্রিয়ের অবস্থাপরিণাম বলে। পূর্ব্বোক্ত নিরোধপরিণাম, সমাধিপরিণাম ও একাগ্রতাপরিণাম এই ত্রিবিধপরিণামদ্বারাই ইন্দ্রিয়গণের বিষয়েতে ধর্ম্মপরিণাম, লক্ষণপরিণাম ও অবস্থাপরিণাম এই ত্রিবিধ পরিণাম হইয়া থাকে। সমাধি হইয়া উক্তরূপ চিত্তপরিণাম ও ইন্দ্রিয়পরিণাম হইলেই যোগসিদ্ধির উপায় হয়। তখন ইন্দ্রিয়ের কোন গুণ প্রবল হইয়া তাহাদিগকে বিষয়ে অনুরক্ত করিতে পারে না ॥ ১৩ ॥

ধর্ম্মী কে? এই আশঙ্কা নিবারণার্থ ধর্ম্মীর লক্ষণ নিরূপণ করিতেছেন।— শান্ত, উদিত ও অব্যপদেশ্য ইহাদিগের অবিচ্ছিন্ন শক্তির নাম ধর্ম্ম এবং এই ত্রিবিধ ধর্ম্মের অনুপাতীকে ধর্ম্মী বলা যায়। যাহারা অতীত পন্থা আশ্রয় করিয়া স্বস্ব ব্যাপার সম্পাদন করিতেছে অর্থাৎ একরূপ অবস্থা আশ্রয় করিয়াই চিরকাল একভাবে বিদ্যমান আছে, তাহারাই শান্ত। আর যাহারা বর্ত্তমান অবস্থাতে অবস্থিত হইয়া আপন কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করে, কখনও বর্ত্তমান অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া ভবিষ্যতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় না, তাহাদিগের নাম উদিত এবং যাহারা চিরকাল একরূপ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া থাকে, কেহ তাহাদিগের সেই ধর্ম্মের অন্যথা করিতে পারে না; তাহাদিগকে অব্যপদেশ্য বলা যায়। এই শান্ত, উদিত ও অব্যপদেশ্য ইহাদিগের নিয়ত কার্য্যকারণ যোগ্যতারূপ যে স্বস্ব অবিচ্ছিন্ন শক্তি আছে, তাহাকে ধর্ম্মশব্দের

ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যত্বে হেতুঃ ॥ ১৫ ॥

ধর্ম্মানুপাতী ধর্ম্মী ইতি উচ্যতে। যথা সুবর্ণং রুচকরূপধর্ম্মাপরিত্যাগেন স্বস্তিকরূপধর্ম্মান্তরপরিগ্রহে সুবর্ণরূপতয়া পরিবর্ত্তমানং তেষু ধর্ম্মেষু কথঞ্চিত্তিন্নেষু ধর্ম্মিরূপতয়া বিশেষাত্মনা স্থিতমন্বয়িত্বেনাবভাসতে ॥ ১৪ ॥

একস্য ধর্ম্মিণঃ কথমনেকে ধর্ম্মা ইত্যাশঙ্কামপনেতুমাহ। ধর্ম্মাণাং উক্তলক্ষণানাং যঃ ক্রমস্তস্য যৎ প্রতিক্ষণমন্যত্বং পরিদৃশ্যমানং পরিণামস্যোক্তলক্ষণস্যান্যত্বে নানাবিধত্বে হেতুর্লিঙ্গং জ্ঞাপকং ভবতি। অয়মর্থঃ যোঽয়ং নিয়তঃ ক্রমঃ মৃচ্চূর্ণাৎ মৃৎপিণ্ডস্ততঃ কপালানি তেভ্যশ্চ ঘট ইত্যেবং ক্রমরূপঃ পরিদৃশ্যমানঃ পরিণামস্যান্যত্বমাবেদয়তি। তস্মিন্নেব ধর্ম্মিণি যো লক্ষণ-

---

বাচ্য বলা যায়। উক্ত ত্রিবিধ ধর্ম্মের অনুপাতীকে ধর্ম্মী বলিয়া থাকে। যেমন সুবর্ণ শোভাজনকতারূপ ধর্ম্মপরিত্যাগ না করিয়াই (অলঙ্কারাদি) নানাপ্রকার আকার পরিগ্রহ করে, কিন্তু সেই অবস্থাতেও তাহা সুবর্ণই থাকে। অর্থাৎ একই সুবর্ণ নানাপ্রকার আকার ধারণ করে এবং তাহাদিগের শোভাজনকত্বপ্রভৃতি ধর্ম্ম বিভিন্ন হইলেও সুবর্ণত্বরূপ এক ধর্ম্ম সামান্যরূপে বর্ত্তমান থাকে, (শোভাজনকত্বপ্রভৃতি নানাপ্রকার ধর্ম্ম সকল সাধারণ ধর্ম্মরূপে প্রকাশ পায়।) অতএব সুবর্ণ একটি ধর্ম্মী বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। ইহার সুবর্ণত্ব রুচকত্বপ্রভৃতিকে ধর্ম্ম বলা যায় ॥ ১৪ ॥

কি প্রকারে এক ধর্ম্মীপদার্থের অনেক প্রকার ধর্ম্ম সম্ভবিতে পারে? এই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত বলিতেছেন।—পূর্ব্বোক্ত রুচকত্বাদি ধর্ম্ম সকল প্রতিক্ষণেই অন্যপ্রকার হয়, ইহা সর্ব্বদাই দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইহাই এক ধর্ম্মীর অনেক ধর্ম্মের প্রতি কারণ। যেমন এই মৃত্তিকা কথন চূর্ণাবস্থায় থাকে, কথন বা পিণ্ডরূপ হয়, সময়ান্তরে ঐ মৃৎপিণ্ড কপালরূপ ধারণ করে এবং অবশেষে উহা ঘটরূপে পরিণত হয়। অতএব এক মৃত্তিকার চূর্ণত্ব, পিণ্ডত্ব, কপালত্ব ও ঘটত্ব এই নানাপ্রকার ধর্ম্মই একমাত্র মৃত্তিকাতে দেখা যায়; সুতরাং এক ধর্ম্মীর অনেক ধর্ম্ম অপ্রসিদ্ধ হইল না এবং সেই সকল পদার্থের যে লক্ষণপরিণাম ও অবস্থাপরিণাম ইহাও এক ধর্ম্মীর নানাপ্রকার

পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্ ॥ ১৬ ॥

পরিণামস্য অবস্থাপরিণামস্য চ ক্রমঃ সোঽপি অনেনৈব ন্যায়েন পরিণামান্যত্বে গমকোঽবগন্তব্যঃ। সর্ব্বে এব ভাবা নিয়তেনৈব ক্রমেণ প্রতিক্ষণং পরিণম্যমানাঃ পরিদৃশ্যন্তে। অতঃ সিদ্ধং ক্রমান্যত্বং ক্রমান্যত্বাৎ পরিণামান্যত্বম্। সর্ব্বেষাং চিত্তাদীনাং পরিণম্যমানানাং কেচিদ্ধর্ম্মাঃ প্রত্যক্ষেণৈবোপলভ্যন্তে। যথা সুখাদয়ঃ সংস্থানাদয়শ্চ কেচিদেকান্তেনানুমানগম্যাঃ যথা ধর্ম্মসংস্কারশক্তিপ্রভৃতয়ঃ। ধর্ম্মিণশ্চ ভিন্নাভিন্নরূপতয়া সর্ব্বত্রানুগমঃ ॥ ১৫ ॥

ইদানীমুক্তস্য সংযমস্য বিষয়প্রদর্শনদ্বারেণ সিদ্ধীঃ প্রতিপাদয়িতু মাহ।

ধর্ম্মের প্রতি কারণ, ইহাই সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে যে, পদার্থমাত্রই সময়ে সময়ে লক্ষণ ও অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। এক সময়ে কোন মনুষ্য যেরূপ লক্ষণাক্রান্ত ছিল, তাহা সময়ান্তরে অন্যপ্রকার লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে এবং একটি ঘট এক সময়ে যে অবস্থায় থাকে, কালান্তরে তাহার সেই অবস্থা থাকে না, এইরূপ পরিবর্ত্তন সর্ব্বদাই দেখা যায়। অতএব এক ধর্ম্মীর নানাপ্রকার ধর্ম্ম সম্ভাবনাতে কোন দোষ নাই। সকল প্রকার ধর্ম্মই ক্রমতঃ প্রতিক্ষণে পরিণত হয়, অতএব ধর্ম্মের অন্যথাত্বই একধর্ম্মীর অনেক ধর্ম্মের প্রতি কারণ, ইহা প্রতিপন্ন হইল। সকল চিত্তই পরিণাম প্রাপ্ত হয়, তাহারা পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া যে যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন ধর্ম্ম প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। চিত্তেতে সময় সময় ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হয়। কোন ব্যক্তির চিত্তে সুখের আবির্ভাব হইলে অনায়াসেই উপলব্ধি হয় এবং দুঃখ উপস্থিত হইলেও তাহা সহজেই প্রত্যক্ষ করা যায়, এইরূপ চিত্তগত অবস্থা সকলও মুখরাগ-প্রভৃতিদ্বারা জানা যায়, আর সংস্কারাদি কতিপয় চিত্তগত ধর্ম্ম অনুমান গম্য হয়। (এক চিত্তেরই কোন কোন ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ ও অন্যান্য ধর্ম্মের অনুমান হইয়া থাকে, অতএব এক ধর্ম্মীর অনেক প্রকার ধর্ম্ম প্রতিপন্ন হইল)। ১৫ ॥

এইক্ষণ পূর্ব্বোক্ত সংযমের বিষয় প্রদর্শনদ্বারা সংযমসিদ্ধির ফল প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন।—পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে চিত্তের পরিণাম ত্রিবিধ

ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাভেদেন যৎপরিণামত্রয়মুক্তং তত্র সংযমাত্তস্মিন্ বিষয়ে পূর্ব্বোক্তসংযমস্য করণাদতীতানাগতজ্ঞানং যোগিনঃ সমাধির্ভবতি। ইদমত্র তাৎপর্য্যং অস্মিন্ ধর্ম্মিণি অয়ং ধর্ম্মঃ ইদং লক্ষণমিয়মবস্থা চ অনাগতাদধ্বনঃ সমেত্য বর্ত্তমানে অধ্বনি স্বব্যাপারং বিধায়াতীতং অধ্বানং প্রবিশতীত্যেবং পরিহৃতবিক্ষেপতয়া যদা সংযমং করোতি তদা যৎ কিঞ্চিদনুৎপন্নমতিক্রান্তং তৎসর্ব্বং যোগী জানাতি। যতশ্চিত্তস্য শুদ্ধসত্ত্বপ্রকাশরূপত্বাৎ সর্ব্বার্থগ্রহণসামর্থ্যমবিদ্যাদিভির্ব্বিক্ষেপৈরপক্রিয়তে। যদা তু তৈস্তৈরুপায়ৈর্ব্বিক্ষেপাঃ পরিহ্রিয়ন্তে। তদা নিবৃত্তমলস্যেব আদর্শস্য সর্ব্বার্থগ্রহণসামর্থ্যমেকাগ্রতাবলাদাবির্ভবতি ॥ ১৬ ॥

যথা,—ধর্ম্মপরিণাম, লক্ষণপরিণাম ও অবস্থাপরিণাম। চিত্তের এই ত্রিবিধ পরিণাম অতীত হইয়া সমাধি সাধিত হইলে অতীত ও অনাগত জ্ঞান হইয়া থাকে। যোগিগণ সমাধিদ্বারা অতীত ও ভবিষ্যৎবিষয় সকল প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে পারেন। তাঁহাদিগের কোন বিষয় অপরিজ্ঞাত থাকে না। এই বস্তুর এই ধর্ম্ম, এই লক্ষণ, এই অবস্থা ইত্যাদি অনাগত ও অতীত বিষয় সকল সমাধিদ্বারা পরিজ্ঞাত হয় এবং পূর্ব্বে কোন্ পদার্থের কিরূপ অবস্থা ও কি প্রকার ধর্ম্ম ছিল, পুনরায় ভবিষ্যতেই বা কিরূপ অবস্থা ও কি প্রকার ধর্ম্ম হইবে, তাহাও সমাধিমান পুরুষের অবিদিত থাকে না। যোগিগণ যখন ভবিষ্যৎ সংসার পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমানকালীন কর্ত্তব্য কার্য্য সকল সাধনপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার চিত্তবিক্ষেপ নিবারণ করিয়া সংযমসিদ্ধি করিতে পারেন, তখন ভূত ও ভবিষ্যৎ সকল বিষয়ই জানিতে পারেন। যেহেতু সংযমদ্বারা চিত্তবিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ হইয়া সর্ব্ববিষয়গ্রহণে সমর্থ হয়, তখন আর তাহার চিত্তকে অবিদ্যাদি বিক্ষেপ আক্রমণ করিতে পারে না। যেমন দর্পণের মল সকল বিদূরিত করিলে সেই দর্পণ বিমলীকৃত হয়, তখন সেই দর্পণে সকলবিষয়ের প্রতিবিম্ব পতিত হয়; সেইরূপ যখন সংযমাদি সাধনদ্বারা চিত্তবিক্ষেপ বিদূরিত হইয়া চিত্তভূমি নির্ম্মল হয়, তখন একাগ্রতাবশতঃ সেই চিত্তের সর্ব্বার্থগ্রহণে শক্তি হইয়া থাকে, (তখন আর তাহার কোন বিষয় অবিজ্ঞাত থাকে না) ॥ ১৬ ॥

শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ প্রবিভাগসংযমাৎ সর্ব্বভূতরুতজ্ঞানম্ ॥ ১৭ ॥

সিদ্ধ্যন্তরমাহ। শব্দঃ শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্যো নিয়তক্রমবর্ণাত্মা নিয়তৈকার্থপ্রতিপত্তিবিচ্ছিন্নং। যদি বা ক্রমরহিতস্ফোটাত্মাধ্বনিসংস্কৃতবুদ্ধিগ্রাহ্য উভয়থাপি পদরূপো বাক্যরূপশ্চ তয়োরেকার্থপ্রতিপত্তৌ সামর্থ্যাৎ। অর্থঃ জাতিগুণক্রিয়াদিপ্রত্যয়ো জ্ঞানং বিষয়াকারা বুদ্ধিবৃত্তিরেষাং শব্দার্থজ্ঞানানাং ব্যবহারে ইতরেতরাধ্যাসাৎ ভিন্নানামপি বুদ্ধ্যেকরূপতাসম্পাদনাৎ সঙ্কীর্ণত্বম্। তথা হি গামানয়েত্যুক্তে কশ্চিৎ গোলক্ষণমর্থং গোত্বজাত্যবচ্ছিন্নং সাস্নাদিমৎপিণ্ডরূপং শব্দঞ্চ তদ্বাচকং জ্ঞানঞ্চ তদ্‌গ্রাহকমভেদেনৈবাধ্যবস্যতি। নত্বস্য

সমাধিসিদ্ধির ফলান্তর বলিতেছেন।—সংযম সাধনাদিদ্বারা সমাধিসিদ্ধি হইলে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান ইহাদিগের পরস্পর অধ্যাস বশতঃ শব্দাদি প্রত্যেকের প্রতি সংযমহেতু সর্ব্বপ্রকার ভূত প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে। নিয়তরূপে বিন্যস্ত বর্ণময় ও নিয়ত অর্থবিশিষ্ট শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্যপদার্থের নাম শব্দ এবং স্ফোটনাদিজন্য ধ্বনিকেও শব্দ বলা যায়। ধ্বনিস্বরূপ শব্দের কোন নিয়ত অর্থ নাই, উহার অর্থ বুদ্ধিগ্রাহ্য, সময়াদিভেদে ধ্বনিস্বরূপ শব্দের অর্থ বুদ্ধিদ্বারা পরিকল্পিত হয়। বর্ণময় ও ধ্বনিস্বরূপ এই উভয় শব্দই পদরূপ ও বাক্যস্বরূপ, এই উভয় শব্দেরই একরূপ অর্থ প্রতিপাদনে সামর্থ্য আছে। জাতি, গুণ ও ক্রিয়া ইহাদিগকে অর্থ বলে। প্রত্যয় শব্দের অর্থ জ্ঞান অর্থাৎ বিষয়াকারক বুদ্ধি, শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান ইহারা পরস্পর বিভিন্নপদার্থ হইলেও ব্যবহারকালে বুদ্ধিতে একরূপে প্রকাশ পায়। যেমন "একটি গো আনয়ন কর" এইরূপ বাক্য বলিলে গোলক্ষণান্বিত বস্তু, গোত্বধর্ম্মবিশিষ্ট অথবা গলকম্বলাদিবিশিষ্ট পিণ্ডময় পদার্থই গোশব্দের অর্থ হয়, "গো" এই শব্দই তাহার বাচক এবং যাহাদ্বারা এইটি "গো" এইরূপ প্রতীতি হয়, তাহার নাম জ্ঞান; এই সমুদায়ই অভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়। এইক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখ "একটি গো আনয়ন কর" এই বাক্যে শব্দই বা কি? অর্থই বা কাহাকে বলায় এবং

সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্‌ ॥ ১৮ ॥

গোশব্দো বাচকোঽয়ং গোশব্দস্য বাচ্যস্তয়োরিদং গ্রাহকং জ্ঞানমিতিভেদেন ব্যবহরতি। তথা হি কোঽয়মর্থঃ কোঽয়ং শব্দঃ কিমিদং জ্ঞানমিতি পৃষ্টঃ সর্ব্বত্রৈকতারূপয়েবোত্তরং দদাতি গৌরিতি। স যদ্যেকরূপতা ন প্রতিপদ্যতে। কথমেকরূপমুত্তরং প্রয়চ্ছতি। এবং তস্মিন্‌ অবস্থিতে যোঽয়ং প্রবিভাগ ইদং শব্দস্য তত্বং যদ্বাচকত্বং নাম। ইদমর্থস্য যদ্বাচ্যত্বমিদং জ্ঞানস্য যৎ প্রকাশকত্বমিতি প্রবিভাগং বিধায় তস্মিন্‌ প্রবিভাগে যঃ সংযমং করোতি তস্য সর্ব্বেষাং ভূতানাং মৃগপক্ষিসরীসৃপাণাং যদ্রুতং যঃ শব্দস্তত্র জ্ঞানমুৎপদ্যতেঽনেনৈবাভিপ্রায়েণ তেন প্রাণিনা অয়ং শব্দঃ সমুচ্চারিত ইতি সর্ব্বং জানাতি ॥ ১৭ ॥

সিদ্ধান্তরমাহ। দ্বিবিধাঃ চিত্তস্য বাসনারূপাঃ সংস্কারাঃ। কেচিৎ স্মৃতিমাত্রোৎপাদনফলাঃ কেচিৎ জাত্যায়ুর্ভোগলক্ষণাবিপাকহেতবো যথা-

---

জ্ঞানই বা কাহাকে বলা যায়? সকল কথারই একমাত্র উত্তর এই "গো"! যদি শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান ইহারা একরূপে প্রতিপন্ন না হইল, তবে কেন এই সকল একত্রীভূত হইয়া "গো" এই উত্তর প্রদান করে। যদি শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান ইহাদিগের একতাপ্রতিপন্ন না হয়, তবে কি সকল প্রশ্নেই "গো" এই বলিয়া একরূপ উত্তর প্রদত্ত হইতে পারে? এইরূপ ব্যবস্থা স্থির হইলেও শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান ইহাদিগের যে বিভাগ পরিকল্পিত হয়, তাহাই শব্দতত্ত্ব এবং এই শব্দই তাহার বাচক বলিয়া প্রতিপন্ন আছে। "এইটি এই শব্দের বাচ্য এবং ইহাই এই অর্থের বাচক ও এই শব্দই এই অর্থের প্রকাশক" ইত্যাদিরূপে প্রত্যেকের সংযমসিদ্ধি হইলেই মনুষ্য, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ-প্রভৃতির সর্ব্বপ্রকার শব্দ তাহার পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। ১৭ ॥

সংযমসিদ্ধির অন্যপ্রকার ফল নিরূপণ করিতেছেন।—সংযমাদিদ্বারা সমাধিসিদ্ধি হইলে চিত্তের দৃঢ়তর সংস্কার জন্মে, ঐ সংস্কারবশতঃ জন্মান্তরীয় জাত্যাদি স্মরণ হয়। চিত্তের বাসনারূপ সংস্কার দ্বিবিধ, তাহার মধ্যে কোন সংস্কার কেবল স্মৃতিমাত্র উৎপাদন করে এবং অন্য সংস্কার জাতি, আয়ু ও

প্রত্যয়স্য পরচিত্তজ্ঞানম্ ॥ ১৯ ॥

ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যাস্তেষু সংস্কারেষু যদা সংযমং করোতি। এবং ময়া সোঽর্থোঽনুভূতঃ এবং ময়া সা ক্রিয়া নিষ্পাদিতা ইতি পূর্ব্ববৃত্তমনুসন্দধানো ভাবয়ন্নেব প্রবোধকমন্তরেণ উদ্‌বুদ্ধসংস্কারঃ সর্ব্বমতীতং স্মরতি। ক্রমেণ সাক্ষাৎকৃতেষু উদ্‌বুদ্ধেষু সংস্কারেষু পূর্ব্বজন্মান্তরানুভূতানপি জাত্যাদীন্ প্রত্যক্ষেণ পশ্যতি ॥ ১৮ ॥

সিদ্ধ্যন্তরমাহ। প্রত্যয়স্য পরচিত্তস্য কেনচিৎ মুখরাগাদিনা লিঙ্গেন গৃহীতস্য যদা সংযমং করোতি তদা পরকীয়চিত্তস্য জ্ঞানমুৎপদ্যতে। সরাগং অস্য চিত্তং বীতরাগং বেত্তি। পরচিত্তগতান্ সর্ব্বানপি ধর্ম্মান্ জানাতীত্যর্থঃ ॥১৯॥

ভোগস্বরূপ বিষয়বিপাকের কারণ হয়। এই চিত্তগত সংস্কারদ্বয়কে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বলা যায়। ধর্ম্মাখ্য সংস্কারদ্বারা জন্মান্তরীয় জাত্যাদির স্মরণ হয় এবং অধর্ম্মাখ্য সংস্কারই জাতি, আয়ু ও ভোগরূপ বিষয়বিপাকের হেতু। এই উভয়বিধ সংস্কারে যখন সংযম করে, অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে, তখন সংযমের ফল সাধিত হয়। "আমি পূর্ব্ব জন্মে এইরূপ অর্থ অনুভব করিয়াছি, আমি এই সকল ক্রিয়া করিয়াছিলাম," ইত্যাদিরূপে জন্মান্তরীয়বৃত্তান্ত অনুস্মরণ করিলে উদ্বোধক (জ্ঞানের প্রয়োজক) না থাকিলেও সংস্কারবশতঃ পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আবির্ভূত হয়। পরে ক্রমতঃ সেই সকল বিষয়ের সাক্ষাৎকার হইলেই পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত সকল প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হয়। "পূর্ব্ব জন্মে আমি কি জাতি ছিলাম? কি কার্য্য সাধন করিয়াছি" ইত্যাদি সমস্তবিষয় জানিতে পারে। ইহাই সমাধিসিদ্ধির ফল ॥ ১৮ ॥

এইক্ষণে সংযমের ফলান্তর নিরূপণ করিতেছেন।—সংযমদ্বারা পরচিত্ত পরিজ্ঞাত হয়। মুখভঙ্গীপ্রভৃতিদ্বারা পরকীয় চিত্তের প্রতি সংযম করিলে তৎক্ষণাৎ পরের চিত্তবৃত্তিপরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, মুখরাগাদি হেতু দর্শন করিয়া বিবেচনা-পূর্ব্বক দেখিলে ইহার চিত্তে রাগ কি, বিরাগ জন্মিয়াছে? তাহা অনায়াসেই জানা যাইতে পারে এবং চিত্তগত অন্যান্য ধর্ম্মও পরিজ্ঞাত হয় ॥ ১৯ ॥

ন তৎ সালম্বনং তস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ ॥ ২০ ॥

কায়স্য রূপসংযমাৎ তৎগ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভে চক্ষুঃ প্রকাশাসংযোগেঽন্তর্দ্ধানম্ ॥ ২১ ॥

অস্যৈব পরচিত্তজ্ঞানস্য বিশেষজ্ঞানমাহ। তস্য পরস্য যচ্চিত্তং তৎ সালম্বনং স্বকীয়েনালম্বনেন সহিতং ন শক্যতে জ্ঞাতুং আলম্বনস্য কেনচিল্লিঙ্গেনাবিষয়ীকৃতত্বাৎ লিঙ্গাচ্চিত্তমাত্রং পরস্যাবগতং নতু নীলবিষয়মস্য চিত্তং পীতবিষয়মিতি বা। যচ্চ ন গৃহীতং তত্র সংযমস্য কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ ন ভবতি পরচিত্তস্য যো বিষয় স্তত্র জ্ঞানং তস্মাৎ পরকীয়চিত্তং নালম্বনসহিতং গৃহ্যতে তস্য আলম্বনস্য অগৃহীতত্বাৎ চিত্তধর্ম্মাঃ পুনর্গৃহ্যন্তে এব যদা তু কিমনেনালম্বিতমিতি প্রণিধানং করোতি তদা তৎ সংযমাত্তদ্বিষয়মপি জ্ঞানং উৎপদ্যতে এব ॥ ২০ ॥

সিদ্ধান্তরমাহ। কায়ঃ শরীরং তস্য রূপং চক্ষুর্গ্রাহ্যো গুণস্তস্মিন্ তস্মিন্

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, সংযমসাধনদ্বারা পরের চিত্তবৃত্তি পরিজ্ঞাত হয়, এইক্ষণ সেই পরচিত্তজ্ঞানের বিষয় বিশেষ বিবৃত হইতেছে।—পরের চিত্ত সালম্বন, অর্থাৎ কোনপ্রকার অবলম্বন ব্যতিরেকে তাহার পরিজ্ঞান হয় না। সেই আলম্বন সর্ব্বপ্রকার কারণের বিষয়ীভূত নহে, কারণদ্বারা কেবল চিত্তের সত্বামাত্র অবগত হওয়া যায়। সেই চিত্তগত কোন বিষয় জানিবার উপায় নাই, যে বিষয় চিত্তে বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহা গ্রহণ করা যায় না। বিশেষতঃ যে বিষয় গ্রহণ করিতে পাবে না, তাহাতে কেহ সংযম করিতেও পারে না। সুতরাং পরচিত্তের যে বিষয় তাহাও পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। অতএব আলম্বন সহিত পরকীয়চিত্ত গ্রহণ করা যায় না, যেহেতু আলম্বন গ্রহণের অবিষয়, কিন্তু চিত্তধর্ম্ম জানিতে পারে। যখন সেই চিত্তধর্ম্ম কি আলম্বন করিয়াছে? এইরূপ প্রণিধান করিতে পারে, তখন তাহাতে সংযম হইয়া সেই চিত্তগত বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে পারে। ২০ ॥

এইক্ষণ সংযমসিদ্ধির অন্যপ্রকার ফল নিরূপণ করিতেছেন।—সংযমসিদ্ধি হইলে শরীরের রূপে সংযমবশতঃ চক্ষুর গ্রাহ্যরূপ শক্তিতে চক্ষুঃ প্রকা-

এতেন শব্দাদ্যন্তর্দ্ধানমুক্তম্ ॥ ২২ ॥

সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ কর্ম্ম তৎসংযমাদপরান্ত-
জ্ঞানমপ্যরিষ্টেভ্যো বা জ্ঞানম্ ॥ ২৩ ॥

কায়ে রূপমিতি সংযমাত্তস্য রূপস্য চক্ষুর্গ্রাহ্যত্বরূপা যা শক্তিস্তস্যাঃ স্তম্ভে ভাবনাবশাৎ প্রতিবন্ধে চক্ষুঃপ্রকাশাসংযোগে চক্ষুষঃ প্রকাশঃ সত্ত্বধর্ম্মস্তস্যা সংযোগে তদ্গ্রহণব্যাপারাভাবে যোগিনোঽন্তর্দ্ধানং ভবতি। ন কেনচিদসৌ দৃশ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

এতেনৈব রূপাদ্যন্তর্দ্ধানোপায়-প্রদর্শনেন শব্দাদীনাং শ্রোত্রাদিগ্রাহ্যাণামন্তর্দ্ধানমুক্তং বেদিতব্যম্ ॥ ২২ ॥

সিদ্ধ্যন্তরমাহ। আয়ুর্বিপাকং যৎ পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম তদ্দ্বিপ্রকারং সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ। তত্র সোপক্রমং যৎ ফলজননায় সহোপক্রমেণ কার্য্যা-

---

শের অসম্ভবহেতু রূপের অন্তর্ধান হয়। যোগিগণের রূপে সংযম হইলে তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না। যেহেতু চক্ষুর গ্রাহ্য গুণবিশেষের নাম রূপ, সেইরূপে সংযম হইলেই ভাবনাবশতঃ চক্ষুর রূপগ্রাহ্যশক্তি স্তম্ভিত হয়, সুতরাং তাহাতে চক্ষুর গ্রহণযোগ্যতা থাকে না, অতএব রূপসংযমী ব্যক্তি সকলের অদৃশ্য হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

যেরূপ কারণে যোগী ব্যক্তি সকলের অদৃশ্য হইতে পাবে, সেইরূপ উপায়ে শ্রবণাদি অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও অগোচর হইতে পারে। যেমন রূপে সংযম হইলে রূপের অন্তর্ধান হইয়া অদৃশ্য হয়, সেইরূপ শব্দেতে সংযম হইলেও কেহ তাহার শব্দ শুনিতে পায় না, এইরূপে কেহ তাহার আঘ্রাণ পায় না, স্পর্শও করিতে পারে না এবং আস্বাদ গ্রহণ করিতেও পারে না। অর্থাৎ সংযমসিদ্ধ ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়ের অতীত হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

এইক্ষণ সংযমসিদ্ধির ফলান্তর প্রদর্শিত হইতেছে।—আয়ুর বিপাকস্বরূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম সকল দ্বিবিধ, সোপক্রম ও নিরুপক্রম। যে যে কর্ম্ম শীঘ্র ফল-

সাধনের নিমিত্ত হয়, সেই কাম্য-ফলসাধনের কারণীভূত উপকরণ সামগ্রীর সহিত বর্ত্তমান থাকিয়া কার্য্যসাধনের আভিমুখ্যে বিদ্যমান থাকে, সেই কর্ম্মকে সোপক্রম কর্ম্ম বলা যায়। যেমন কোন উচ্চ প্রদেশে একখণ্ড আর্দ্র-বস্ত্র বিস্তৃত করিয়া দিলে সেই বস্ত্র শীঘ্র শুষ্ক হয়। (এইস্থান শীঘ্র শোষণের উপযোগী উষ্ণপ্রদেশ ও বিস্তৃতিকরণ প্রভৃতি উপকরণ সামগ্রী আছে; এই নিমিত্ত উক্ত ক্রিয়াকে সোপক্রম বলা যায়।) এই সোপক্রম ক্রিয়ার বিপরীত কর্ম্মকে নিরুপক্রম কর্ম্ম বলে। যেমন একখণ্ড আর্দ্রবস্ত্রকে পুনরায় পিণ্ডীকৃত করিয়া কোন অনুষ্ণপ্রদেশে রাখিয়া দিলে, তাহা চিরকালে (অনেক দিবস পরে) শুষ্ক হইতে পারে। (এই কর্ম্মে শীঘ্র ফলসাধনের উপকরণ কিছুই নাই, অতএব এইরূপ কর্ম্মকে নিরুপক্রম কর্ম্ম বলিয়া থাকে।) যে ব্যক্তি উক্ত দ্বিবিধকর্ম্মে সংযম করিতে পারে, অর্থাৎ "আমার এই কর্ম্মের বিপাক কি শীঘ্র হইবে, অথবা চিরকালে হইবে?" এইরূপ ধ্যানের দৃঢ়তাবশতঃ অপরান্ত জ্ঞান হয়, (দেহ হইতে আত্মার পৃথকত্ব অর্থাৎ মরণ বিজ্ঞান হয়।) অমুক সময়ে, অমুক প্রদেশে আমার শরীর বিয়োগ অর্থাৎ মরণ হইবে, এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান হইয়া থাকে। (সংযমী ব্যক্তি কোন্ সময়ে ও কোন্-কালে তাহার শরীর বিয়োগ হইবে, তাহা জানিতে পারে।) অথবা অরিষ্ট হইতে যে শরীর বিয়োগ হয়, তাহাও সংযমদ্বারা পরিজ্ঞাত হয়। অরিষ্ট ত্রিবিধ,—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। করদ্বারা কর্ণ আচ্ছাদন করিলে যে কোষ্ঠগত বায়ুর শব্দ শ্রবণ হয় না, তাহার নাম আধ্যাত্মিক অরিষ্ট। আধ্যাত্মিক অরিষ্টে এইরূপ সকল ইন্দ্রিয় আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলে সেই সেই ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হয় না। অর্থাৎ যে কারণে ইন্দ্রিয়গণ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, তাহার নাম আধ্যাত্মিক অরিষ্ট। অকস্মাৎ বিকৃত পুরু-ষাদি দর্শনকে আধিভৌতিক অরিষ্ট বলে। অকাণ্ডেতে স্বর্গাদিপদার্থ দর্শনকে আধিদৈবিক অরিষ্ট বলে। এই সকল অরিষ্ট হইতে শরীর বিয়োগ হইয়া থাকে। সংযমীসাধক এই সকল অরিষ্টদ্বারা যে শরীরবিয়োগ হয়, তাহার কালনির্ণয় করিতে পারে। যদি বল, এই সকল অরিষ্ট হইতে যে প্রাণ বিয়োগ হয়, তাহা যোগী ভিন্ন অন্য ব্যক্তিও জানিতে পারে, তবে আর সংযম সাধনের গুণ কি হইল? এই বিষয়ের মীমাংসা এই যে, অযোগীরা কখন কখন

মৈত্র্যাদিষু বলানি ॥ ২৪ ॥

করণাভিমুখ্যেন বর্ত্ততে। যথোষ্ণপ্রদেশে প্রসারিতার্দ্রবাসঃ শীঘ্রমেব শুষ্যতি উক্তবিপরীতং নিরুপক্রমং যথা তদেবার্দ্রবাসঃ সংবর্ত্তিতং অনুষ্ণদেশে চিরেণ শুষ্যতি। তস্মিন্ দ্বিবিধে কর্ম্মণি যঃ সংযমং করোতি কিং মম কর্ম্ম শীঘ্রবিপাকং চিরবিপাকং বা এবং ধ্যানদার্ঢ্যাদপরান্তজ্ঞানমস্যোৎপদ্যতে। অপরান্তঃ শরীরবিয়োগস্তস্মিন্ কালেঽমুষ্মিন্ দেশে মম শরীরবিয়োগো ভবিষ্যতীতি নিঃসংশয়ং জানাতি অরিষ্টেভ্যো বা অরিষ্টানি ত্রিবিধানি আধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকানি। তত্রাধ্যাত্মিকানি পিহিতকরণঃ কৌষ্ঠস্য বায়োর্ঘোষং ন শৃণোতি ইত্যেবমাদীনি। আধিভৌতিকানি একস্মাদ্বিকৃতপুরুষদর্শনাদীনি। আধিদৈবিকানি অকাণ্ডে এব দ্রষ্টুমশক্যস্বর্গাদিপদার্থদর্শনাদীনি। তেভ্যঃ শরীরবিয়োগকালং জানাতি। স যদ্যপি অযোগিনামপ্যরিষ্টেভ্যঃ প্রায়েণ তজ্জ্ঞানমুৎপদ্যতে তথাপি তেষাং সামান্যাকারেণ তৎ সংশয়রূপং যোগিনাং পুনর্নিয়ত দেশকালতয়া প্রত্যক্ষবদব্যভিচারি ॥ ২৩ ॥

পরিকর্ম্মনিষ্পাদিতাঃ সিদ্ধীঃ প্রতিপাদয়িতুমাহ। মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাসু যো বিহিতঃ সংযমস্তদ্বলানি। তাসাং মৈত্র্যাদীনাং সম্বন্ধীনি

অরিষ্ট জন্য শরীরবিয়োগ জানিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাদিগের নিঃসংশয় জ্ঞান হয় না। তাহারা সামান্যরূপে জানিতে পারে বটে, কিন্তু বিশেষরূপে সময়াদি নিরূপণ করিতে পারে না। যোগিগণ তাহা প্রত্যক্ষবৎ জানিতে পারে, অর্থাৎ কোন্ সময়ে কোন্স্থানে শরীর বিয়োগ হইবে, তাহা নিঃসংশয় বলিতে পারে, ইহাও একটি সংযম সাধনের ফল ॥ ২৩ ॥

মৈত্রাদি পরিকর্ম্মদ্বারা যে সিদ্ধি নিষ্পন্ন হয়, তাহা নিরূপণ করিতেছেন।—মৈত্রী, করুণা, হর্ষ ও উপেক্ষা, ইহাতে সংযম করিলে সেই সকল মৈত্রী প্রভৃতি বলবান্ হইয়া থাকে। বন্ধুবর্গের সহিত মিত্রতা হয়, দুঃখিত ব্যক্তিকে দেখিলে তাহাদিগের দুঃখবিমোচনের নিমিত্ত করুণা জন্মে,পুণ্যবান্

বলেষু হস্তিবলাদীনি ॥ ২৫ ॥

প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টার্থ জ্ঞানম্ ॥ ২৬ ॥

প্রাদুর্ভবন্তি। মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাস্তথাঽস্য প্রকর্ষং গচ্ছন্তি যথা সর্ব্বস্য মিত্রত্বাদিকং অয়ং প্রতিপদ্যতে ॥ ২৪ ॥

সিদ্ধ্যন্তরমাহ। হস্ত্যাদিসম্বন্ধিষু বলেষু কৃতসংযমস্য তদ্বলানি হস্ত্যাদিবলানি আবির্ভবন্তি। তৎ অয়মর্থঃ যস্মিন্ হস্তিবলে বায়ুবেগে সিংহবীর্য্যে বা তন্ময়ী ভাবেন অয়ং সংযমং করোতি তত্তৎসামর্থ্যযুক্তং সত্ত্বমস্য প্রাদুর্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

সিদ্ধ্যন্তরমাহ। প্রবৃত্তির্বিষয়বতী জ্যোতিষ্মতী চ প্রাগুক্তা তস্যাং যো সাবলোকঃ সাত্ত্বিকপ্রসবস্তস্য নিখিলেষু বিষয়েষু ন্যাসাৎ তদ্বাসিতানাং

ব্যক্তিকে দেখিলে অন্তঃকরণে আহ্লাদ উপস্থিত হয় এবং পাপী লোকদিগের প্রতি বিরাগ হইয়া থাকে। (তাহাদিগকে দর্শন করিলে তাহাদিগের সহিত আলাপ করিতেও ইচ্ছা হয় না) ॥ ২৪ ॥

এইক্ষণ সংযমসিদ্ধির ফলান্তর বলিতেছেন।—হস্তিপ্রভৃতির বলে সংযম করিলে সেই সকল বল প্রাদুর্ভূত হয়। যখন হস্তীর বলেতে ভয় না করিয়া সেই বলগ্রহণে ইচ্ছা হয়, সেই সময়ে হস্তীতুল্য বল হইয়া থাকে। আর বায়ুর বেগ ইচ্ছা করিয়া তাহা আকর্ষণ করিলে, তৎক্ষণাৎ স্বীয় শরীরে বায়ুতুল্য বেগ উপস্থিত হয় এবং সিংহবলে সংযম করিয়া তন্ময় ভাবনা করিলে সেই সময়ে সিংহের ন্যায় সামর্থ্য হইয়া থাকে। সংযমসিদ্ধি হইলে উক্ত রূপে যখন যাহা ইচ্ছা হয়, তখন সেই অভিলাষ পরিপূর্ণ হয় ॥ ২৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত সংযমের অন্যপ্রকার ফল নিরূপণ করিতেছেন।—পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, প্রবৃত্তি দ্বিবিধ,—বিষয়বতী ও জ্যোতিষ্মতী। বিষয়বতী প্রবৃত্তি কেবল প্রাণিগণকে বিষয়ে আশক্ত করে এবং জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির বলে জীব সকল বিষয় জানিতে পারে। যখন সংযমদ্বারা জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির

ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যসংযমাৎ ॥ ২৭ ॥

চন্দ্রে তারা-ব্যূহজ্ঞানম্ ॥ ২৮ ॥

বিষয়াণাং ভাবনাতোঽন্তঃকরণেষু ইন্দ্রিয়েষু চ প্রকৃষ্টশক্তিমাপন্নেষু সূক্ষ্মস্য পরমাণ্বাদের্ব্যবহিতস্য ভূম্যন্তর্গতস্য নিধানাদের্বিপ্রকৃষ্টস্য মেরোরপরপার্শ্ব-বর্ত্তিনো রসাতলাদের্জ্ঞানমুৎপদ্যতে ॥ ২৬ ॥

এতৎ সমানবৃত্তান্তসিদ্ধ্যন্তরমাহ। সূর্য্যে প্রকাশসংযমায় যঃ সংযমং করোতি তস্য সপ্ত ভূর্ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতিষু লোকেষু যানি ভুবনানি তত্তৎসন্নিবেশ ভাঞ্জি স্থানানি তেষু যথাবদস্য জ্ঞানমুৎপদ্যতে। পূর্ব্বস্মিন্ সূত্রে সাত্ত্বিক প্রকাশ আলম্বন-তযোক্ত ইহ তু ভৌতিক ইতি বিশেষঃ ॥ ২৭ ॥

ভৌতিকপ্রকাশান্তরালম্বনদ্বারেণ সিদ্ধ্যন্তরমাহ। তারাণাং যো ব্যূহো

আলোক প্রাদুর্ভূত হয়, তখন সেই প্রবৃত্তি নিখিল বিষয়ে বিন্যস্ত হইতে থাকে। তাহা হইলেই বিষয় সকলের ভাবনা করিতে করিতে অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয় এই উভয়ের প্রকৃষ্ট শক্তি উৎপন্ন হয়, পরমাণু প্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থ প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করিতে পারে, ভূমির মধ্যগত নিধিত্ত তাহার করতলস্থ দ্রব্যবৎ প্রতীয়মান হয়, মেরুর অপর পার্শ্ববর্ত্তী পদার্থ সকল তাহার গোচর হইয়া থাকে এবং রসাতলগত ব্যাপার সকলও অনায়াসেই জানিতে পারে ॥ ২৬ ॥

এইক্ষণ পূর্ব্বোক্ত সংযমসিদ্ধির ফলের ন্যায় ফলান্তর প্রদর্শন করিতে-ছেন।—যে ব্যক্তি জগৎপ্রকাশক সূর্য্যে সংযম করিতে পারে, তাহার সকল ভুবন পরিজ্ঞাত হয়। সূর্য্যের প্রকাশকতা গুণগ্রহণার্থ সংযম করিলে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য এই সপ্ত ভুবনে যে যে পদার্থ আছে, অনায়াসে সেই সমুদায়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিতে পারে। পূর্ব্ব সূত্রে অন্তঃকরণের সাত্ত্বিক প্রকাশক "আলম্বন" উক্ত হইয়াছে, এই সূত্রে ভৌতিক-প্রকাশ উক্ত হইল, ইহাই পূর্ব্ব সূত্র হইতে এই সূত্রের বিশেষ ॥ ২৭ ॥

অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়ের অন্যপ্রকার ভৌতিক প্রকাশদ্বারা সংযমসিদ্ধির যে ফলান্তর হইয়া থাকে, তাহা বর্ণিত হইতেছে।—চন্দ্রেতে সংযম সিদ্ধি

ধ্রুবে তদ্গতিজ্ঞানম্ ॥ ২৯ ॥

নাভিচক্রে কায়ব্যূহজ্ঞানম ॥ ৩০ ॥

বিশিষ্টঃ সন্নিবেশস্তস্য চন্দ্রে কৃতসংযমস্য জ্ঞানমুৎপদ্যতে। সূর্য্যপ্রকাশেন হৃততেজস্কত্বাত্তারাণাং সূর্য্যসংযমাত্তজ্জ্ঞানং ন শক্যং ভবিতুমর্হতীতি পৃথগুপায়োঽভিহিতঃ ॥ ২৮ ॥

সিদ্ধান্তরমাহ। ধ্রুবে নিশ্চলে জ্যোতিষাং প্রধানে কৃতসংযমস্য তাসাং তারাণাং যা গতিঃ প্রত্যেকং নিয়তকালানিয়তদেশা চ তস্যাং জ্ঞানমুৎপদ্যতে ইয়ং তারাঽয়ং গ্রহ ইয়তা কালেনামুং রাশিং ইদং নক্ষত্রং যাস্যতীতি সর্ব্বং জানাতি ইদং কালজ্ঞানস্য ফলমুক্তং ভবতি ॥ ২৯ ॥

বাহ্যাঃ সিদ্ধীঃ প্রতিপাদ্য অন্তরাঃ সিদ্ধীঃ প্রতিপাদয়িতুমুপক্রমতে। শরীরমধ্যবর্ত্তী নাভিসংজ্ঞকং যৎ ষোড়শারং চক্রং তস্মিন্ কৃতসংযমস্য যোগিনঃ

হইলে অসংখ্য তারকা জানিতে পারে, কিন্তু সূর্য্যসংযমে তারকার পরিজ্ঞান হইতে পারে না, যেহেতু সূর্য্য প্রকাশিত হইলে তারকাগণের তেজঃ অপহৃত হয়। অতএব চন্দ্র সংযমে তারকা পরিজ্ঞানে এইরূপ পৃথক উপায় কথিত হইল ॥ ২৮ ॥

এইক্ষণ সংযমসিদ্ধির ফলান্তর কথিত হইতেছে।—নিশ্চল জ্যোতিষ্কমণ্ডলে সংযমসিদ্ধি হইলে তারকাদির গতি পরিজ্ঞাত হয়। কোন্ তারার কত সময়ে কোন্ দেশে গতি হয়, তাহা জানা যায় এবং কোন্‌টি তারা ও কোন্‌টি গ্রহ, ইহাও অনায়াসে জানা যাইতে পারে। পরন্তু কোন্ তারা ও কোন্ গ্রহ কত সময়ে কোন্ রাশিতে অবস্থিতি করে, নিশ্চল ধ্রুবমণ্ডলে সংযম সাধন করিতে পারিলে পূর্ব্বোক্ত সকল বিষয় নেত্রদর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়। কালজ্ঞানের এই সকল ফল উক্ত হইল ॥ ২৯ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বোক্তপ্রকার সংযমসিদ্ধির বাহ্য ফল নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ আভ্যন্তরিক সংযমসিদ্ধির ফল নিরূপণ করিতেছেন।—নাভিচক্রে সংযম করিতে পারিলে কায়গত সকল বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। শরীরমধ্যে নাভিসংজ্ঞক ষোড়শদল একটি পদ্ম আছে, যোগিগণ সেই চক্রে সংযম

কণ্টকূপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ ॥ ৩১ ॥

কূর্ম্মনাড্যাং স্থৈর্য্যম্ ॥ ৩২ ॥

কায়গতো ব্যূহো বিশিষ্টরসমলধাতুনাড্যাদীনামবস্থানং তত্র জ্ঞানমুৎপদ্যতে। ইদমুক্তং ভবতি নাভিচক্রং শরীরমধ্যবর্ত্তি সর্ব্বতঃ প্রসৃতানাং নাড্যাদীনাং মূলভূতং অতস্তত্র কৃতাবধানস্য সমগ্রসন্নিবেশো যথাবৎ আভাতি ॥ ৩০ ॥

সিদ্ধ্যন্তরমাহ। কণ্ঠে গলে কূপঃ কণ্ঠকূপঃ জিহ্বামূলে জিহ্বাচক্ষোরধস্তাৎ কূপ ইব কূপো গর্ত্তাকারপ্রদেশঃ প্রাণাদের্যৎ সম্পর্কাৎ ক্ষুৎপিপাসাদয়ঃ প্রাদুর্ভবন্তি তস্মিন্ কৃতসংযমস্য যোগিনঃ ক্ষুৎপিপাসাদয়ো নিবর্ত্তন্তে ঘটিকাধস্তাৎ স্রোতসা ধার্য্যমাণে তস্মিন্ ভাবিতে ভবত্যেবংবিধা সিদ্ধিঃ ॥ ৩১ ॥

সিদ্ধ্যন্তরমাহ। কণ্ঠকূপস্যাধস্তাৎ যা কূর্ম্মাখ্যা নাড়ী তস্যাং কৃতসংযমস্য চেতসঃ স্থৈর্য্যমুৎপদ্যতে তৎ স্থানমনুপ্রবিষ্টস্য চঞ্চলতা ন ভবতীত্যর্থঃ যদি বা কায়স্য স্থৈর্য্যমুৎপদ্যতে ন কেন চিৎ স্পন্দয়িতুং শক্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

করিলে শারীরিক রস, রক্ত, মল, ধাতু ও নাড়ী প্রভৃতি সকল পদার্থ জানিতে পারে, যেহেতু শরীরমধ্যে নাড়ী প্রভৃতি যে সকল পদার্থ সর্ব্বত্র প্রসৃত হইয়া আছে, নাভিচক্রই তাহাদিগের মূল। অতএব সেই নাভিচক্রের প্রতি অবধান করিয়া তাহার তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলেই সমগ্র শারীরিক সন্নিবেশ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

সংযমসিদ্ধির ফলান্তর বর্ণিত হইতেছে।—যোগিগণ কণ্ঠকূপে সংযম করিলে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি হয়। জিহ্বার অধোদিকে গলদেশে যে গর্ত্তাকার স্থান আছে, তাহার নাম কণ্ঠকূপ। সেই প্রদেশে প্রাণবায়ুর সম্পর্কবশতঃ ক্ষুধা ও পিপাসার প্রাদুর্ভাব হয়, তাহাতে সংযম করিতে পারিলে ক্ষুধা ও পিপাসা যোগীদিগের কোন বাধা জন্মাইতে পারে না। গলদেশে যে স্রোতোবহা নাড়ী আছে, তাহা ধারণ করিতে পারিলেই এই যোগ সিদ্ধ হয় ॥ ৩১ ॥

সংযমসিদ্ধির ফলান্তর বলিতেছেন।—কণ্ঠকূপের অধোভাগে যে কূর্ম্মাখ্যা নাড়ী আছে, তাহাতে সংযম করিলে চিত্তের স্থৈর্য্য সাধিত হইয়া থাকে।

মূর্দ্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্ ॥ ৩৩ ॥

প্রতিভাদ্বা সর্ব্বম্ ॥ ৩৪ ॥

সিদ্ধ্যন্তরমাহ। শিরঃকপালে ব্রহ্মরন্ধ্রাখ্যে ছিদ্রে প্রকাশাধারত্বাৎ জ্যোতিষি যথা গৃহাভ্যন্তরস্থস্য মণেঃ প্রসরন্তী প্রভা কুঞ্চিতাকারেব সর্ব্বপ্রদেশে সংঘটতে তথা হৃদয়স্থঃ সাত্ত্বিকঃ প্রকাশঃ প্রসৃতস্তত্র সংপিণ্ডিতত্বং ভজতে। তত্র কৃতসংযমস্য যে দ্যাবাপৃথিব্যোরন্তরালবর্ত্তিনঃ সিদ্ধা দিব্যাঃ পুরুষাস্তেষামিতরপ্রাণিভিরদৃশ্যানাং তস্য দর্শনং ভবতি। তান্ পশ্যতি তৈশ্চ সসম্ভাষত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

সর্ব্বজ্ঞত্বে উপায়মাহ। নিমিত্তানপেক্ষং মনোমাত্রজন্যং অবিসংবাদকং প্রাগুৎপদ্যমানং জ্ঞানং প্রতিভা তস্যাং সংযমে ক্রিয়মাণে প্রাতিভং বিবেকখ্যাতেঃ পূর্ব্ববিভাবকং জ্ঞানমুদেতি যথোদেষ্যতঃ সবিতুঃ পূর্ব্বং প্রভা প্রাদু-

---

কূর্ম্মাখ্য নাড়ীতে অনুপ্রবেশ করিলে চিত্তের চাঞ্চল্য সম্ভবিতে পারে না এবং শরীরেও স্থৈর্য্য হইয়া থাকে, তখন আর শরীরের স্পন্দনমাত্রও হয় না। (সর্ব্বদা চিত্ত ও শরীর স্থির হইয়া থাকে) ॥ ৩২ ॥

সংযমসিদ্ধির ফলান্তর এই যে,—শিরঃ কপালে করোটী মধ্যে ব্রহ্মরন্ধ্র নামে যে ছিদ্র আছে, তাহা প্রকাশের আধার; এই নিমিত্ত সেই ছিদ্রকে জ্যোতিষ্ময় বলে। যেমন গৃহমধ্যে মণি অবস্থিত থাকিলে তাহার প্রভা সেই গৃহের সকলস্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া সমুদায় গৃহই আলোকিত করে, সেইরূপ হৃদয়স্থ সাত্ত্বিকপ্রকাশ সর্ব্বত্র প্রসৃত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে পতিত হইয়া থাকে। যে যোগী সেই ব্রহ্মরন্ধ্রে সংযম করিতে পারে, তাঁহার সেই সংযমসিদ্ধির প্রভাবে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য এই উভয়ের মধ্যগত যাবতীয় পদার্থ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। অন্যান্য প্রাণিগণ যে সকল পদার্থ জানিতে পারে না, সংযমী ব্যক্তি সেই সকল পদার্থ সহজে দর্শন করিতে পারে, (অর্থাৎ তাহার সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ হইয়া থাকে) ॥ ৩৩ ॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে সংযমসিদ্ধি হইলে তাহার সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ হয়, এইক্ষণ সেই সর্ব্বজ্ঞতার উপায় নিরূপণ করিতেছেন।—বিবেকের পূর্ব্বে

হৃদয়ে চিত্তসংবিৎ ॥ ৩৫ ॥

সত্ত্বপুরুষয়োরত্যন্তাসঙ্কীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষাৎ ভোগঃ পরার্থান্যস্বার্থসংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম্ ॥ ৩৬ ॥

র্ভবতি তদ্বদ্বিবেকখ্যাতেঃ পূর্ব্ববিভাবকং সর্ব্ববিষয়ং জ্ঞানমুৎপদ্যতে তস্মিন্ সতি সংযমান্তরানপেক্ষঃ সর্ব্বং জানাতীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

সিদ্ধান্তরমাহ। হৃদয়ং শরীরস্য প্রদেশবিশেষস্তস্মিন্নধোমুখস্বল্পপুণ্ডরীকাভ্যন্তরেঽন্তঃকরণসত্ত্বস্য স্থানং তত্র কৃতসংযমস্য স্ব-পর-চিত্তগতাংশ্চ রাগাদীন্ জানাতীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

সিদ্ধ্যন্তরমাহ। সত্ত্বং প্রকাশসুখাত্মকঃ প্রাধানিকঃ পরিণামবিশেষঃ। পুরুষো ভোক্তা অধিষ্ঠাতৃরূপঃ তয়োরত্যন্তাসঙ্কীর্ণয়োর্ভোগ্যভোক্তৃরূপত্বাৎ

যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার নাম প্রতিভা। যেমন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রভা প্রাদুর্ভূত হয়, সেইরূপ বিবেকের পূর্ব্বে চিত্তের প্রতিভা প্রকাশ পায়। এই প্রতিভার কোন নিমিত্ত নাই, ইহা কেবল মনোমাত্রজন্য। বিবেকের পূর্ব্ব অবস্থাতেই এই প্রতিভা উৎপন্ন হয়। এই প্রতিভাতে সংযম করিলে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হইয়া থাকে এবং কখনও এই জ্ঞানের অন্যথা হয় না। এই জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে অন্য সংযম ব্যতিরেকেও সর্ব্ববিষয়েব পরিজ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

এইক্ষণ সংযমসিদ্ধির ফলান্তর কহিতেছেন।—হৃদয়েতে সংযম করিলে চিত্তপরিজ্ঞান হয়। শরীরমধ্যবর্ত্তী স্থানবিশেষেব নাম হৃদয় সেই হৃদয়দেশের কিঞ্চিৎ অধোদেশে একটি পদ্ম আছে, সেই পদ্মমধ্যে অন্তঃকরণেব স্থান, এই স্থানে সংযম করিয়া সিদ্ধ হইতে পারিলে স্বচিত্ত ও পরচিত্তের জ্ঞান হয়। আপনার চিত্তে কিম্বা অন্যান্যের চিত্তে যে বাসনা হয় এবং কখন্ চিত্তের কিরূপ অনুরাগ হইতে থাকে, তৎসমুদায় সংযমী ব্যক্তি অনায়াসে জানিতে পারেন ॥ ৩৫ ॥

সংযমসিদ্ধির অন্য ফল এই যে,—প্রধান সুখপ্রকাশস্বরূপ চিত্তের পরিণাম বিশেষের নাম "সত্ত্ব" এবং সেই প্রকাশ সুখাত্মকসত্ত্বের অধিষ্ঠাতৃরূপ

ততঃ প্রাতিভশ্রাবণবেদনাদর্শাস্বাদবার্ত্তা জায়ন্তে ॥৩৭॥

চেতনাচেতনত্বাচ্চ ভিন্নয়োঃ তয়োর্যঃপ্রত্যয়স্যাবিশেষো ভেদেনাপ্রতিভাসনং তস্মাৎ সত্বস্যৈব কর্ত্তৃতাপ্রত্যয়েন যা সুখদুঃখসংবিৎ স ভোগঃ। সত্বস্য স্বার্থনৈরপেক্ষেণ পরার্থঃ পুরুষার্থনিমিত্তঃ তস্মাৎ অন্যো যঃ স্বার্থঃ পুরুষস্য স্বরূপমাত্রালম্বনঃ পরিত্যক্তাহঙ্কারসত্বে যা চিচ্ছায়া সংক্রান্তিস্তত্র কৃতসংযমস্য পুরুষবিষয়ং জ্ঞানমুৎপদ্যতে। তন্ন তদেবং রূপং স্বালম্বনং জ্ঞানং সত্বনিষ্ঠং পুরুষো জ্ঞানাতীত্যর্থঃ। ন পুনঃ পুরুষঃ জ্ঞাতা জ্ঞানস্য বিষয়ভাবমাপদ্যতে। জ্ঞেয়ত্বাপত্তেঃ জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ত্বয়োরত্যন্তবিরোধাৎ॥ ৩৬॥

অস্যৈব সংযমস্য ফলমাহ। ততঃ পুরুষসংযমাদভ্যস্যমানাৎ ব্যুত্থিতস্যাপি জ্ঞানানি জায়ন্তে। তন্ন প্রাতিভং পূর্ব্বোক্তং জ্ঞানং তস্যাবির্ভবনাৎ সূক্ষ্মাদি-

---

ভোক্তা "পুরুষ"। এই পুরুষই সর্ব্ববিষয়ের অধিষ্ঠাতা বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। এই সত্ব ও পুরুষ উভয় পদার্থই পরস্পর অত্যন্ত বিভিন্ন, যেহেতু সত্বসুখ অচেতন এবং ভোক্তা পুরুষ সচেতন। এই উভয় পদার্থের অভিন্নরূপে জ্ঞান হইলেই সেই প্রকাশসুখাত্মক সত্বস্বরূপেরও কর্ত্তৃত্ব বোধ হইয়া থাকে। এই প্রকাশ সুখাত্মক সত্বস্বরূপের কর্ত্তৃত্ব বোধদ্বারা যে সুখ দুঃখ জ্ঞান হয়, তাহারই নাম ভোগ এবং সত্বপ্রকাশ হইলে রজঃ ও তমঃ তিরোভূত হইয়া যায়, তখন আর স্বার্থের অপেক্ষা থাকে না। অতএব পুরুষার্থ, অর্থাৎ অভেদ রূপে ঈশ্বর জ্ঞানই সত্বপ্রকাশের নিমিত্ত এবং সেই সত্বপ্রকাশ পরার্থ হইয়া থাকে। অতএব অন্যকেও স্বার্থ বলা যায় এবং স্বপ্রকাশস্বরূপ আত্মার অহঙ্কার বিলুপ্ত হইয়া চিৎশক্তির সংক্রম হইতে থাকে। এইরূপ চিৎশক্তিতে সংযম হইলে পুরুষবিষয়ের পরিজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। তখন "আমি জ্ঞাতা-পুরুষ এবং এই বস্তু আমার জ্ঞানের বিষয়" এইরূপ বিষয়ভেদ থাকে না. তাহা হইলে জ্ঞাতা পুরুষ ও জ্ঞেয় বস্তু ইহাদিগের পার্থক্য হয়। যেহেতু জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই উভয় পদার্থের অত্যন্ত বিরোধ আছে॥ ৩৬॥

পূর্ব্বোক্ত সংযমের ফল নিরূপণ করিতেছেন।—পূর্ব্বোক্তপ্রকারে পুরুষ-সংযমের অভ্যাস হইলে ক্ষিপ্তাদিদোষাপন্নচিত্ত ব্যক্তিরও দিব্যজ্ঞান জন্মিয়া

তে সমাধ্যুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

কমর্থং পশ্যতি। শ্রাবণং শ্রোত্রেন্দ্রিয়জজ্ঞানং তস্মাচ্চ প্রকৃষ্টং দিব্যং শব্দং জানাতি। বেদনাস্পর্শেন্দ্রিয়জং জ্ঞানং বেদ্যতেঽনয়েতি কৃত্বা তান্ত্রিকয়া সংজ্ঞয়া ব্যবহ্রিয়তে। তস্মাৎ দিব্যস্পর্শবিষয়ং জ্ঞানং সমুপজায়তে। আদর্শশ্চক্ষুরিন্দ্রিয়জং জ্ঞানম্। আসমন্তাৎ দৃশ্যতেঽনুভূয়তে রূপমনেনেতি কৃত্বা তস্য প্রকর্ষাদ্দিব্যং রূপজ্ঞানমুৎপদ্যতে। আস্বাদো রসনেন্দ্রিয়জং জ্ঞানম্। আস্বাদ্যতেঽনেনেতি কৃত্বা তস্মিন্ প্রকৃষ্টে দিব্যে রসসংবিদুপজায়তে। বার্ত্তা গন্ধসংবিৎ বৃত্তিশব্দেন তান্ত্রিক্যা পরিভাষয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয়মুচ্যতে। বর্ত্ততে গন্ধবিষয় ইতি বৃত্তের্ঘ্রাণেন্দ্রিয়জাতা বার্ত্তা গন্ধসংবিৎ তস্যাং প্রকৃষ্যমাণায়াং দিব্যগন্ধোঽনুভূয়তে ॥ ৩৭ ॥

এতেষাং ফলবিশেষাণাং বিশেষবিভাগমাহ। তে প্রাক্প্রতিপাদিতাঃ ফলবিশেষাশ্চ সমাধেঃ প্রকর্ষে উপসর্গা উপদ্রবা বিঘ্নাঃ। তত্র হর্ষস্ময়াদি-

---

থাকে। দিব্যজ্ঞানের আবির্ভাব হইলে সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট, অতীত ও অনাগত বিষয় সকল পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। শ্রবণশক্তির বৃদ্ধি হইয়া দিব্য অর্থাৎ স্বর্গীয় শব্দসকল জানিতে পারে, স্পর্শেন্দ্রিয় প্রবল হইয়া স্বর্গীয় বস্তুর স্পর্শ অনুভব হয়, অর্থাৎ বস্তুমাত্রকে স্পর্শ করিলেই তাহার সকল গুণ অবগত হয়। চক্ষুরিন্দ্রিয়ে জগতে যাবতীয় পদার্থ প্রতিবিম্বিত হইয়া সকল পদার্থের দিব্য রূপপরিজ্ঞান হয়, রসনেন্দ্রিয়ের অনির্ব্বচনীয় শক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া সমস্ত বিষয়ের দিব্য রস জ্ঞান হইয়া থাকে এবং ঘ্রাণশক্তির প্রাবল্য হইয়া সর্ব্বপ্রকার পদার্থের দিব্য গন্ধ আঘ্রাণ হয়। (পুরুষ সংযমী ব্যক্তি শ্রবণ না করিয়াও শব্দ জানিতে পারে, স্পর্শ না করিয়াও শীতোষ্ণাদি স্পর্শ অনুভব করে, দর্শন না করিলেও তাহার রূপাদির পরিজ্ঞান হয়, আস্বাদ না করিলেও তাহার স্বাদগ্রহ হইয়া থাকে এবং আঘ্রাণ না করিয়াও গন্ধ জানিতে পারে) ॥ ৩৭ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রে সংযমসিদ্ধির বিশেষ বিশেষ ফল উক্ত হইয়াছে. এক্ষণে তাহার বিশেষ বিভাগ বলিতেছেন।—পূর্ব্বে সংযমসিদ্ধির যে সকল ফল প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই সকল ফল কখন উপদ্রব অর্থাৎ বিঘ্নদায়ক হয়,

বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চিত্তস্য পর-
শরীরপ্রবেশঃ ॥ ৩৯ ॥

করণেন সমাধিঃ শিথিলীভবতি। ব্যুত্থানে তু পুনর্ব্ব্যবহারদশায়াং বিশিষ্ট-
ফলদায়কত্বাৎ সিদ্ধয়ো ভবন্তি ॥ ৩৮ ॥

সিদ্ধ্যন্তরমাহ। ব্যাপকত্বাদাত্মচিত্তয়োর্নিয়তকর্ম্মবশাদেব শরীরান্তর্গতয়ো-
রেব ভোগ্যভোক্তৃভাবেন যৎ সংবেদনমুপজায়তে স এব শরীরবন্ধ ইত্যুচ্যতে।
তৎ যদা সমাধিবশাদ্বন্ধকারণং ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যং শিথিলং ভবতি তানবমাপদ্যতে।
চিত্তস্য চ যোঽসৌ প্রচারো হৃদয়প্রবেশাদিন্দ্রিয়দ্বারেণ বিষয়াভিমুখ্যেন প্রসর-
স্তস্য সংবেদনং জ্ঞানং ইয়ং চিত্তবহানাড়ী অনয়াচিত্তং বহতি। ইয়ং চ রস-
প্রাণাদিবহাভ্যো নাড়ীভ্যো বিলক্ষণেতি স্বপরশরীরয়োঃ যদা স্বশরীরস্য
সঞ্চারং জানাতি তদা পরকীয়ং মৃতং জীবচ্ছরীরং বা চিত্তসঞ্চারদ্বারেণ প্রবি-

---

এবং কখন বা বিশেষ ফলপ্রদ হয়। ঐ সকল ফলসমাধি সিদ্ধিবিষয়ে বিঘ্ন-
স্বরূপ। কারণ হর্ষ, বিস্ময়াদিকাক্রমে সমাধিকে শিথিল করিয়া থাকে। ঐ
সকল ফল লৌকিক ব্যবহারে বিশেষ ফলপ্রদান করে, অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায়
তাহারা সাধারণ লোকের সবিশেষ উপকারসাধন করে॥ ৩৮ ॥

এইক্ষণ সংযমসিদ্ধির অন্যবিধ ফল বর্ণিত হইতেছে।--চিত্ত ও আত্মা
ইহারা নিয়তরূপে স্বস্ব কার্য্য করিয়া থাকে। এই দুই পদার্থ পরস্পরের
ব্যাপক। ইহাদিগের একের অভাবে অপরেরও অভাব হয়। ঐ আত্মা
ও চিত্ত উভয়ই শরীরের মধ্যবর্ত্তী হইয়া ভোগ্য ভোক্তৃস্বরূপে সম্যক্‌প্রকার
জ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকে, অতএব ইহাকেই শরীরবন্ধ বলে। ধর্ম্মাধর্ম্মই
এই শরীর বন্ধের কারণ, যখন ঐ শরীরবন্ধের কারণস্বরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মের
শিথিলতা হয়, অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম ক্ষীণ হইতে থাকে, তখন হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া
ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া চিত্তের প্রচার, অর্থাৎ বিষয়াভিমুখে জ্ঞান হয়। "এইটী
চিত্তবহা নাড়ী, চিত্ত এই নাড়ীদ্বারা বাহিত হইয়া বিষয় গ্রহণ করে এবং
এই চিত্তবহানাড়ী রসবহানাড়ী হইতে বিলক্ষণ শক্তিশালিনী" এইরূপে যে
ব্যক্তি স্বশরীর ও পরশরীরের অথবা কেবল স্বশরীরের নাড়ী সঞ্চারাদি
জানিতে পারে, সে পরকীয় মৃত শরীর কিম্বা জীববৎ শরীরে চিত্তসঞ্চার

উদানজয়াজ্জলপঙ্ককণ্টকাদিষ্বসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ ॥ ৪০ ॥

শতি। চিত্তঞ্চ পরশরীরে প্রবিশেদিন্দ্রিয়াণ্যপি অনুবর্ত্তন্তে মধুকররাজমিব মক্ষিকাঃ। অথ পরশরীরপ্রবিষ্টো যোগী স্বশরীরবৎ তেন সর্ব্বং ব্যবহরতি যতো ব্যাপকয়োশ্চিত্তপুরুষয়োর্ভোগসঙ্কোচকারণং কর্ম্ম তৎ চেৎ সমাধিনাক্ষিপ্তং তদা স্বাতন্ত্র্যাৎ সর্ব্বত্রৈব ভোগনিষ্পত্তিঃ ॥ ৩৯ ॥

সিদ্ধান্তরমাহ। সমস্তানামিন্দ্রিয়াণাং তুষজ্বালাবদ্‌যুগপদুত্থিতা বৃত্তিঃ সা জীবনশব্দবাচ্যা তস্যাঃ ক্রিয়াভেদাৎ প্রাণাপানাদিসংজ্ঞাভির্ব্যপদেশঃ। তত্র হৃদয়ান্মুখনাসিকাদ্বারেণ বায়োঃ প্রায়ণাৎ প্রাণ ইত্যুচ্যতে। নাভিদেশাৎ পাদাঙ্গুষ্ঠপর্য্যন্তমপনয়নাদপানঃ। নাভিদেশং পরিবেষ্ট্য সমন্তান্নয়নাৎ সমান,

---

দ্বারা তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে। এইরূপে স্বীয় আত্মা চিত্তসঞ্চারদ্বারা পরশরীবে প্রবিষ্ট হইলে সেই পরশরীরে যে সকল ইন্দ্রিয় আছে, তাহা সেই আত্মার অনুবর্ত্তী হয়। যেমন মক্ষিকাগণ মধুকররাজের অনুগমন করে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণও চিত্তের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। যোগিগণ এইরূপে যোগদ্বারা পরশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া আপন শরীরের ন্যায় সেই শরীরে ব্যবহার করিয়া থাকে। যেমন আপন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা দর্শনাদি করিয়া থাকে, সেইরূপ যোগিগণ পরশরীরস্থ চক্ষুরাদিদ্বারাও দর্শনাদি কবিতে পারে এবং চিত্ত ও পুরুষের ভোগসাধন কর্ম্ম সকল সমাধিদ্বারা ক্ষীণ হইলেও সেই ব্যক্তি অনায়াসে নানাবিধ ভোগ করিতে পারে। কোনকালে তাহার ভোগনিবৃত্তি হয় না, সর্ব্বত্রই তাহার ভোগনিষ্পত্তি হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

সংযমসিদ্ধির ফলান্তর কথিত হইতেছে।—যেমন অগ্নিমধ্যে তুষমুষ্টি নিক্ষেপ করিলে একদা সেই সকল তুষের জ্বালা উত্থিত হয়, সেইরূপ একদা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের যে বৃত্তি, তাহার নাম জীবন। এই জীবনের ক্রিয়াভেদে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চ সংজ্ঞা হইয়াছে। হৃদয়দেশ হইতে মুখ নাসিকাদিদ্বারা যে বায়ুর প্রয়াণ হয়, তাহার নাম প্রাণ; নাভিদেশ হইতে পাদাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত যে বায়ুর অপনয়ন হয়, তাহাকে অপান বলা যায়, নাভিদেশ পরিবেষ্টন করিয়া সকলদিকে যে বায়ুর নয়ন হয়, তাহাকে সমান বলে; কটিদেশ হইতে যে বায়ু শিরোদেশ পর্য্যন্ত উন্নয়ন হয়,

সমানজয়াৎ প্রজ্বলনম্ ॥ ৪১ ॥

শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাদ্দিব্যং শ্রোত্রম্ ॥ ৪২ ॥

কৃকটিকাদেশাদাশিরোবৃত্তেরুন্নয়নাদুদানঃ। ব্যাপ্য নয়নাৎ সর্ব্বশরীরব্যাপী ব্যানঃ। তত্র উদানস্য সংযমদ্বারেণ জয়াদিতরেষাং মূলনিরোধাদূর্দ্ধগতিত্বেন জলে মহানদ্যাদৌ মহতি কর্দ্দমে তীক্ষ্ণেষু কণ্টকেষু বা ন মজ্জতি ইতি লঘুত্বাত্তূলপিণ্ডবজ্জলাদৌ মজ্জিতেঽপ্যুদ্গচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

সিদ্ধ্যন্তরমাহ। অগ্নিমাবেষ্ট্য ব্যবস্থিতস্য সমানাখ্যস্য বায়োর্জ্জয়াৎ সংযমেন বশীকারাৎ নিরাবরণস্যাগ্নেরূর্দ্ধত্বাত্তেজসা প্রজ্বলন্নিব যোগী প্রতিভাতি ॥ ৪১ ॥

সিদ্ধ্যন্তরমাহ। শ্রোত্রং শব্দগ্রাহকমাহঙ্কারিকমিন্দ্রিয়ং আকাশং ব্যোমশব্দতন্মাত্রকার্য্যম্। তয়োঃ সম্বন্ধো দেশদেশিভাবলক্ষণস্তস্মিন্ কৃতসংযমস্য

তাহাকে উদান কহিয়া থাকে এবং সর্ব্বশরীরব্যাপী বায়ুর নাম ব্যান। উক্ত প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর মধ্যে সংযমদ্বারা উদান বায়ুকে জয় করিতে পারিলে অন্যান্য বায়ুর মূলনিরোধহেতু উর্দ্ধগতি হইয়া থাকে; সুতরাং মহানদী প্রভৃতির জলে, প্রগাঢ় কর্দ্দমে এবং তীক্ষ্ণ কণ্টকাদিতে নিমগ্ন হয়েন না। কারণ উদান বায়ুর সংযমসিদ্ধি হইলে তাঁহার শরীর তুলাপিণ্ডের ন্যায় লঘু হয়, তখন তাঁহার শরীর জলাদিতে নিমগ্ন হইলেও তাহা পুনর্ব্বার ভাসিয়া উঠে ॥ ৪০ ॥

সংযমসিদ্ধির ফলান্তর এই যে,—সমানবায়ু অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া অবস্থিত থাকে, তাহাতে সেই বায়ুর তেজঃ বৃদ্ধি পায়। উক্ত সমানবায়ুকে সংযমাদিদ্বারা বশীভূত করিলে নিরালম্বন অগ্নির ন্যায় উর্দ্ধপ্রদেশে স্বকীয় তেজঃপ্রভা দীপ্তি পাইতে থাকে। যোগিগণ সমানবায়ুকে জয় করিয়া অগ্নি তুল্য তেজীয়ান হয় ॥ ৪১ ॥

এইক্ষণ সংযমসিদ্ধির অন্য ফল নিরূপণ করিতেছেন।—শব্দগ্রহণের কারণীভূত ইন্দ্রিয়কে শ্রোত্র বলা যায় এবং শব্দ তন্মাত্রের নাম আকাশ। এই শ্রোত্র ও আকাশ এই উভয়ের সম্বন্ধ, অর্থাৎ কিরূপে আকাশ হইতে শব্দের উৎপত্তি হয়। তাহাতে সংযম করিয়া সিদ্ধ হইলে সেই যোগীর দিব্য শ্রোত্র হয়; সেই ব্যক্তির একদা অতি সূক্ষ্ম, দূরদেশগত

কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাল্লঘুতূলসমাপত্তেশ্চাকাশ গমনম্ ॥ ৪৩ ॥

বহিরকল্পিতাবৃত্তির্ম্মহাবিদেহা ততঃ প্রকাশাবরণ-ক্ষয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

যোগিনো দিব্যং শ্রোত্রং প্রবর্ত্ততে যুগপৎ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টশব্দগ্রহণসমর্থং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

সিদ্ধ্যন্তরমাহ। কায়ঃ পাঞ্চভৌতিকং শরীরং তস্যাকাশেনাবকাশদায়কেন যঃ সম্বন্ধস্তত্র সংযমং বিধায় লঘুনি তূলাদৌ সমাপত্তিং তন্ময়ীভাবলক্ষণাং বিধায় প্রাপ্তাতিলঘুভাবো যোগী প্রথমং যথারুচি জলে সঞ্চরণক্রমেণ ঊর্ণনাভতন্তুজালেন সঞ্চরমাণঃ আদিত্যরশ্মিভিশ্চ বিহরন্ যথেষ্টমাকাশেন গচ্ছতি ॥ ৪৩ ॥

সিদ্ধ্যন্তরমাহ। শরীরাদ্বহির্যা মনসঃ শরীরনৈরপেক্ষেণ বৃত্তিঃ সা মহাবিদেহা নাম বিগতাহঙ্কারকার্য্যবেগা উচ্যতে। ততস্তস্যাং কৃতাৎ সংয-

---

শব্দগ্রহণের সামর্থ্য হইয়া থাকে। কোনরূপশব্দই তাহার অগোচর থাকে না, যেখানে যেরূপ শব্দ হউক না কেন, যোগিগণ তাহা সুস্পষ্ট শুনিতে পায় ॥ ৪২ ॥

সংযমসিদ্ধির ফলান্তর বলিতেছেন।—আকাশই এই পাঞ্চভৌতিক দেহের অবকাশ প্রদান করে, আকাশের অভাবে ভৌতিক শরীরের অবস্থান সম্ভব হয় না। যে যোগিগণ আকাশ ও দেহের সম্বন্ধে সংযমসিদ্ধি করিতে পারে, সেই যোগী তুলার ন্যায় লঘুতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে যোগিগণ লঘুতা প্রাপ্ত হইয়া আপনার ইচ্ছানুসারে প্রথমতঃ আকাশে ও জলে অনায়াসে সঞ্চরণ করিতে পারে। এইরূপ আকাশ ও জলসঞ্চরণ সিদ্ধ হইলে ঊর্ণাতন্তু দ্বারাও সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে সমর্থ হয় এবং সূর্য্যরশ্মিকে সহায় করিয়াও সেই যোগী আকাশমার্গে বিচরণ করিতে পারে ॥ ৪৩ ॥

সংযমসিদ্ধির অন্য প্রকার ফল নিরূপণ করিতেছেন।—শরীর নিরপেক্ষায় যে চিত্তবৃত্তি, তাহার নাম "মহাবিদেহ" ইহাতে শারীরিক অহঙ্কারবেগ

স্থূলস্বরূপসূক্ষ্মান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদ্ভূতজয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

মাৎ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ সাত্ত্বিকস্য চিত্তস্য যঃ প্রকাশস্তস্য যদাবরণং ক্লেশ-কর্ম্মাদি তস্য ক্ষয়ঃ প্রবিলয়ো ভবতি। অয়মর্থঃ শরীরাহঙ্কারে সতি যা মনসো বহির্বৃত্তিঃ সা কল্পিতা ইত্যুচ্যতে। যদা পুনঃ শরীরাদহঙ্কারভাবং পরিত্যজ্য স্বাতন্ত্র্যেণ মনসো বৃত্তিঃ সা অকল্পিতা তস্যাং সংযমাৎ যোগিনঃ সর্ব্বে চিত্তমলাঃ ক্ষীয়ন্তে ॥ ৪৪ ॥

তদেবং পূর্ব্বান্তবিষয়াঽপরান্তবিষয়া মধ্যভাবাশ্চ সিদ্ধীঃ প্রতিপাদ্যানন্তরং ভুবনজ্ঞানাদিরূপা বাহ্যাঃ কায়ব্যূহাদিরূপা আভ্যন্তরাঃ পরিকর্ম্মনিষ্পন্নভূতাশ্চ মৈত্র্যাদিষু বলানীত্যেবমাদ্যাঃ সমাধ্যুপযোগিনীশ্চান্তঃকরণবহিঃকরণলক্ষণে-ন্দ্রিয়ভাবাঃ প্রাণাদিবায়ুভাবাশ্চ সিদ্ধীশ্চিত্তদার্ঢ্যায় সমাধেশ্চাশ্বাসোৎপত্তয়ে প্রতিপাদ্য ইদানীং স্বদর্শনোপযোগিসবীজনির্ব্বীজসমাধিসিদ্ধয়ে বিবিধো-পায়প্রদর্শনায়াহ। পঞ্চানাং পৃথিব্যাদীনাং ভূতানাং যে পঞ্চাবস্থাবিশেষ-

---

থাকে না। এইরূপ চিত্তবৃত্তিতে সংযম করিয়া সিদ্ধ হইলে চিত্তের সত্ত্ব-প্রকাশের যে আবরণ তাহার ক্ষয় হয়। ক্লেশকর্ম্মাদি চিত্তের সত্ত্বপ্রকাশকে আবরণ করিয়া রাখে, কিন্তু এইরূপ সংযমে তাহারও লয় হইয়া থাকে। শরীরের অহঙ্কার সত্ত্বে চিত্তের যে বাহ্য বৃত্তি হয়, তাহাকে কল্পিত বলা যায় এবং যখন সেই শরীরের অহঙ্কারমাত্র পরিত্যাগ করিয়া মনের স্বাতন্ত্র্য রূপে বৃত্তি হয়, তাহার নাম অকল্পিত বৃত্তি। এই বৃত্তিতে সংযম করিলে যোগিগণের সর্ব্বপ্রকার চিত্তমল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৪ ॥

ইতিপূর্ব্বে সমাধির পূর্ব্ব লক্ষণ, পরলক্ষণ ও মধ্যভাব প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সমাধিসিদ্ধির ফল প্রতিপাদন করিয়া ভুবনজ্ঞানাদিরূপ বাহ্য, কায়ব্যূহাদি-পরিজ্ঞানপ্রভৃতি আভ্যন্তরিকসিদ্ধি, পরিকর্ম্মনিষ্পন্ন মৈত্রীকরণাদির ফল, হস্তিবলাদিলাভ, সমাধির উপযোগী অন্তঃকরণবৃত্তি, বাহ্য ইন্দ্রিয়ভাব ও প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর ধারণফল প্রভৃতি প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহাতে সমাধি বিষয়ে চিত্তের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা সাধিত হইয়া সমাধিসাধনে আশ্বাস উৎপন্ন হয়। এই নিমিত্ত সমাধিসিদ্ধির ফল প্রতিপাদন করিয়া এইক্ষণ আত্ম-দর্শনোপযোগী সবীজ ও নির্ব্বীজ সমাধি সিদ্ধির নিমিত্তে সমাধিসাধনের

রূপা ধর্ম্মাঃ স্থূলত্বাদয়স্তত্র কৃতসংযমস্য ভূতজয়ো ভবতি। ভূতানি অস্য বশ্যানি ভবন্তীত্যর্থঃ। তথাহি ভূতানাং পরিদৃশ্যমানং বিশিষ্টাকারবৎ স্থূলরূপং স্বরূপঞ্চৈষাং যথাক্রমং কার্য্যং গন্ধস্নেহোষ্ণতা প্রেরণাবকাশদানলক্ষণং সূক্ষ্মঞ্চ যথাক্রমং ভূতানাং কারণভেদেন ব্যবস্থিতানি গন্ধাদিতন্মাত্রাণি অন্বয়িনো গুণা প্রকাশপ্রবৃত্তিস্থিতিরূপতয়া সর্ব্বত্রৈব অন্বয়িত্বেন সমুপলভ্যন্তে। অর্থবত্ত্বং তেষু এব গুণেষু ভোগাপবর্গসম্পাদনাখ্যাশক্তিঃ। তদেবং ভূতেষু পঞ্চসু উক্ত ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাভিন্নেষু প্রত্যবস্থং সংযমং কুর্ব্বন্ যোগী ভূতজয়ী ভবতি। তদ্যথা প্রথমং স্থূলরূপে সংযমং বিধায় তদনু সূক্ষ্মরূপে ইত্যেবং ক্রমেণ তস্য কৃতসংযমস্য সঙ্কল্পার্থবিধায়িন্যো বৎসানুসারিণ্য ইব গাবো ভূতপ্রকৃতয়ো ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

বিবিধ উপায় প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন।—ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতের পঞ্চপ্রকার অবস্থা আছে। উক্ত ক্ষিত্যাদির স্থূলত্ব প্রভৃতি যে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম আছে, তাহাতে সংযম করিয়া সিদ্ধ হইলে সেই ব্যক্তি ঐ পঞ্চভূত জয় করিতে পারে, অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত তাহার বশীভূত হয়। ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের স্থূলসূক্ষ্মরূপ বিশেষ বিশেষ যে আকার দেখা যায়, তাহাই পঞ্চভূতের স্বরূপ, আর যথাক্রমে গন্ধাদিগুণ ক্ষিতিপ্রভৃতির কার্য্য। ক্ষিতির কার্য্য গন্ধ, জলের স্নেহ, তেজের উষ্ণতা, বায়ুর বেগ এবং আকাশের কার্য্য অবকাশ এবং গন্ধ তন্মাত্রাদি ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের সূক্ষ্ম কার্য্য। প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও স্থিতি প্রভৃতি এই সকল ভূতের গুণের কার্য্যরূপে সর্ব্বত্র উপলব্ধি হইয়া থাকে। এই সকল গুণের যে ভোগ ও মোক্ষ-প্রদানের শক্তি, তাহাই ঐ সকল গুণের অর্থবত্তা। এইরূপ পঞ্চভূতে উক্ত লক্ষণরূপ যে বিশেষ বিশেষ অবস্থা আছে, তদ্দ্বারা ইহারা বিভিন্নরূপে বিদ্যমান থাকে। যে যোগী উক্ত অবস্থায় সংযম করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, তাঁহার স্থূলাদি ভূতের জয় হইয়া থাকে এবং প্রথমে স্থূলভূতে সংযমসিদ্ধি করিয়া পরে সূক্ষ্ম ভূতে সংযম করিতে পারিলেই তাহার সঙ্কল্পসিদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন গাভীগণ বৎসের অনুগামী হয়, সেইরূপ এই সকল সিদ্ধি যোগিগণের অনুস্মরণ করিয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

ততোঽণিমাদিপ্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পত্তদ্ধর্ম্মানভিঘাতশ্চ॥৪৬॥

তস্যৈব ভূতসংজয়স্য ফলমাহ। অণিমাপরমাণুরূপতাপত্তিঃ। গরিমা গুরুত্ব-প্রাপ্তিঃ লঘিমা লঘুত্বম্। তুলপিণ্ডবল্লঘুত্বপ্রাপ্তিঃ। মহিমা মহত্ত্বং অঙ্গুল্য-গ্রেণ চন্দ্রাদিস্পর্শনশক্তিঃ প্রাকাম্যমিচ্ছানভিঘাতঃ। শরীরান্তঃকরণেশ্বরত্বং ঈশিত্বম্। সর্ব্বত্র প্রভবিষ্ণুতা বশিত্বং সর্ব্বাণ্যেব ভূতাণি অনুগামিত্বাত্তদুক্তং নাতিক্রামন্তি। যত্র কামাবসায়ো যস্মিন্ বিষয়েঽস্য কামঃ স্বেচ্ছা ভবতি তস্মিন্ বিষয়ে যোগিনো অধ্যবসায়ো ভবতি তং বিষয়ং স্বীকারদ্বারেণাভিলাষসমাপ্তি-পর্য্যন্তং নয়তীত্যর্থঃ। তএতে অণিমাদ্যাঃ সমাধ্যুপযোগিনঃ প্রাদুর্ভবন্তি। যথা

এইক্ষণ পুর্ব্বোক্ত ভূতজয়ের ফল নিরূপণ করিতেছেন।—যোগিগণ সংযম সিদ্ধিদ্বারা পুর্ব্বোক্ত ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতকে জয়করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিতে পারিলে তাহাদিগের অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যের সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। পরমাণুরন্যায় সূক্ষ্মত্বকে অণিমা বলাযায়। (যে অণিমাশক্তির সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, অতিসূক্ষ্মপদার্থ পরমাণুও তাহার গোচরীভূত হয় এবং বজ্রাদি কঠিন পদার্থের মধ্যেও তাহার গতি হয়।) গুরুত্বের নাম গরিমা, (এই গরিমাশক্তির সিদ্ধি বলে পৃথিব্যাদি অতি গুরুতর পদার্থও জানিতে পারে।) লঘুত্বকে লঘিমা বলা যায়। যে ব্যক্তির লঘিমা শক্তির সিদ্ধি হয়, সেই ব্যক্তি তুলার ন্যায় লঘু হইতে পারে এবং তাহার জলাদির উপরে অনায়াসে বিচরণ করিবার শক্তি হয়। মহিমাশব্দের অর্থ মহত্ত্ব, যে যোগী মহিমাশক্তিকে সিদ্ধি করিতে পারে, তাহার এইরূপ মহত্ত্ব প্রাপ্তি হয় যে, অঙ্গুলীর অগ্রদ্বারা অনায়াসে চন্দ্র-স্পর্শ করিতে পারে। ইচ্ছার অনভিঘাতকে প্রাকাম্য বলাযায়, প্রাকাম্যশক্তির সিদ্ধিপ্রভাবে যোগিগণের সর্ব্ববিষয়ে কামনা পরিপূর্ণ হয়, কোন বিষয়েও তাহাদিগের ইচ্ছার ব্যাঘাত হয় না, যখন যাহা ইচ্ছা করে, তখন তাহা লাভ করিতে পারে।) শরীর ও অন্তঃকরণের বশিত্বকে ঈশিত্ব বলা যায়। (যাহার ঈশিত্বশক্তি লাভ হয়, সেই ব্যক্তি আপন শরীর ও অন্তঃকরণ বশীভূত করিতে পারে।) সর্ব্ববিষয়ের প্রভুত্বকে বশিত্ব বলিয়া থাকে, এই বশিত্বশক্তি সিদ্ধ হইলে সর্ব্বপ্রাণী তাহার বশীভূত থাকে, তাহাকে কেহ অতিক্রম করিতে

রূপলাবণ্যবলবজ্রসংহননত্বানি কায়সম্পৎ ॥ ৪৭ ॥

গ্রহণস্বরূপাস্মিতান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদিন্দ্রিয়জয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

পরমাণুত্বং প্রাপ্তো বজ্রাদীনামপ্যন্তঃ প্রবিশতি এবং সর্ব্বত্র যোজ্যম্। এতেঽ-ণিমাদয়োঽষ্টৌগুণা তাং প্রাপ্নোতি। তদ্ধর্ম্মানভিঘাতশ্চ তস্য কায়স্য যে ধর্ম্মা রূপাদয়স্তেষামনভিঘাতো নাশো ন কুতশ্চিৎ ভবতি। নাস্য রূপমগ্নির্দ্দহতি বায়ুঃ শোষয়তীত্যাদি যোজ্যম্ ॥ ৪৬ ॥

কায়সম্পদমাহ। রূপলাবণ্যবলানি প্রসিদ্ধানি বজ্রসংহনত্বং বজ্রবৎ কঠিনা সংহতিরস্য শরীরে ভবতি ইত্যর্থঃ ইতি কায়স্য আবির্ভূতগুণসম্পৎ ॥ ৪৭ ॥

এবং ভূতজয়মভিধায় প্রাপ্তভূমিকায়ামিন্দ্রিয়জয়মাহ। গ্রহণমিন্দ্রিয়াণাং

পারে না। সর্ব্ববিষয়ে অধ্যবসায়সিদ্ধির নাম কামাবসায়িতা, এই কামা-বসায়িতা সিদ্ধি হইলে যোগিগণের যে বিষয়ে ইচ্ছা হয়, সেই অভিলাষ সিদ্ধি পর্য্যন্ত তাহাদিগের দৃঢ় অধ্যবসায় থাকে, কদাচ সেই অধ্যবসায়ের অন্যথা হয় না। অণিমা, গরিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িত্ব এই অষ্টবিধ সিদ্ধি সমাধির উপযোগী। যোগিগণ ভূত-বর্গ জয়করিতে পারিলে তাঁহাদিগের অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি প্রাদুর্ভূত হয়। এই অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যকে মহাসিদ্ধি বলে। এই মহাসিদ্ধি প্রভাবে বক্ষ্যমাণ কায়সম্পৎ বৃদ্ধি হয় এবং শরীরের রূপাদি যে সকল শারীরিক ধর্ম্ম আছে, তাহারা কদাচ বিনাশ পায় না, অর্থাৎ অগ্নি তাহার রূপ দগ্ধ করিতে পারে না এবং বায়ু তাহাকে শুষ্ক করিতে সমর্থ হয় না ইত্যাদি কোন কারণে তাহার শরীর বিনাশ পায় না ॥ ৪৬ ॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, পূর্ব্বোক্ত অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির লাভ করিতে পারিলে কায়সম্পদ্ বৃদ্ধি পায়, এই সূত্রে সেই কায়সম্পদ্ নিরূপণ করিতে-ছেন।—শরীরের রূপ, লাবণ্য, বল এবং বজ্রবৎ দৃঢ়তা এই সকলই কায়-সম্পৎ। (কায়সম্পৎ লাভ হইলে শরীর অতি শোভমান্, লবণ্যযুক্ত ও বল-শালী হয় এবং তাহার শরীর বজ্রের ন্যায় দৃঢ়তর হইয়া থাকে) ॥ ৪৭ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রে ভূতজয় ও তাহার ফল নিরূপণ করিয়া, এইক্ষণে ভূতজয় সিদ্ধি হইলে যেরূপে ইন্দ্রিয় জয়করিতে হয়, তাহা নিরূপণ করিতেছেন।—

তেতা মনোজবিত্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ ॥ ৪৯ ॥

বিষয়াভিমুখী বৃত্তিঃ। স্বরূপং সামান্যেন প্রকাশকত্বম্। অস্মিতা অহঙ্কারানুগমঃ। অন্বয়ার্থবত্ত্বে পূর্ব্ববৎ এতেষাং ইন্দ্রিয়াণামবস্থা-পঞ্চকে পূর্ব্ববৎ সযমং কৃত্বা ইন্দ্রিয়জয়ী ভবতি ॥ ৪৮ ॥

তস্য ফলমাহ। শরীরস্য মনোবদনুত্তমগতিলাভো মনোজবিত্বম্। কায়নিরপেক্ষাণাং ইন্দ্রিয়াণাং বৃত্তিলাভো বিকরণভাবঃ সর্ব্ববশিত্বং প্রধানজয়ঃ। এতাঃ সিদ্ধয়ো জিতেন্দ্রিয়স্য প্রাদুর্ভবন্তি তাশ্চাস্মিন্ শাস্ত্রে মধুপ্রতীকা ইত্যুচ্যন্তে। যথা মধুন একদেশেপি স্বদতে এবং প্রত্যেকমেতাঃ সিদ্ধয়ঃ স্বদন্তে ইতি মধুপ্রতীকাঃ ॥ ৪৯ ॥

যখন ইন্দ্রিয়দ্বারা কোন বিষয়ের জ্ঞান হয়, তখন ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রকার অবস্থা হইয়া থাকে। প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণে প্রবৃত্তি হয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণে প্রবৃত্তি হইলেই সেই সেই বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইয়া সামান্যরূপে সেই বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশ পায়, পরে "আমি এই বিষয় গ্রহণ করিব" এইরূপ অহঙ্কার হইয়া থাকে। অনন্তর সেই বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের আশক্তি হয়, পরে সেই সেই বিষয়ের অর্থগ্রহ হইয়া থাকে। এই অবস্থা পঞ্চকের প্রতি সংযম করিলে ইন্দ্রিয় জয়করিতে পারে ॥ ৪৮ ॥

পূর্ব্বসূত্রে ইন্দ্রিয়জয় নিরূপণ করিয়া এই সূত্রে ইন্দ্রিয় জয়ের ফল বলিতেছেন।—সংযমসাধন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে জয়করিতে পারিলে মনের ন্যায় শরীরের উত্তম গতি হইয়া থাকে (মন যেমন ক্ষণকাল মধ্যে বহুদূরে গমন করিতে পারে, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিও সেইরূপ অল্প সময়ে বহুদূর গমন করিতে পারে।) এবং শরীরকে অপেক্ষা না করিয়াও ইন্দ্রিয়গণ বিষয়গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, অর্থাৎ শরীরের অসমক্ষে যে সকল পদার্থ থাকে, তাহাও ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় ও সর্ব্ব বিষয়েই ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির এই সকল সিদ্ধি প্রাদুর্ভূত হয়। শাস্ত্রে এই সকল সিদ্ধিকে মধুপ্রতীকা সিদ্ধি বলে। যেমন মধুর একদেশেই আস্বাদগ্রহ হইয়া থাকে, সেইরূপ এই সকল সিদ্ধির প্রত্যেকেই সকল সিদ্ধির ফললাভ হয়। এই নিমিত্তই এই সকল সিদ্ধির মধুপ্রতীক সংজ্ঞা উক্ত হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥

সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ ॥ ৫০ ॥

তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্ ॥ ৫১ ॥

ইন্দ্রিয়জয়মভিধায় অন্তঃকরণজয়মাহ। তস্মিন্ বুদ্ধেঃ সাত্ত্বিকে পরিণামে কৃতসংযমস্য যা সত্ত্বপুরুষয়োরুৎপদ্যতে সা অন্যতাখ্যাতিঃ। গুণানাং কর্ত্তৃত্বাভিমান শিথিলীভাবরূপাত্তন্মাহাত্ম্যাৎ তত্রৈব স্থিতস্য যোগিনঃ সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ব্বকর্ত্তৃত্বং চ সমাধের্ভবতি। সর্ব্বেষাং গুণপরিণামানাং ভাবানাং স্বামিবদাক্রমণং সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্বং তেষামেব চ শান্তোদিতাব্যপদেশ্য ধর্ম্মিত্বেনাবস্থিতানাং যথাবদ্বিবেকজ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বমেব এষাঞ্চাস্মিন্ শাস্ত্রেঽপরস্যাং বশীকারসংজ্ঞায়াং প্রাপ্তায়াং বিশোকা নাম সিদ্ধিরিত্যুচ্যতে ॥ ৫০ ॥

ক্রমেণ ভূমিকান্তরমাহ। তস্যামপি বিশোকায়াং সিদ্ধৌ যদা বৈরাগ্যমুৎপদ্যতে যোগিনস্তদা তস্মাদ্দোষাণাং রাগাদীনাং যদ্বীজমবিদ্যাদয়ঃ তস্যাঃ ক্ষয়ে

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রে ইন্দ্রিয়জয় ও তাহার ফল নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ অন্তঃকরণজয় বলিতেছেন।—বুদ্ধির সাত্ত্বিক পরিণামে সংযম করিলে পুরুষের সত্ত্বগুণের উৎপত্তি হয়, তাহাতে পুরুষের কর্ত্তৃত্বাভিমান শিথিল হইতে থাকে। এইরূপে সংযমে অবস্থিত হইলে সেই সংযমের মাহাত্ম্যবলে যোগিগণের সমাধি হয়, এই সমাধিপ্রভাবে সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্ব ও সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব লাভ হইয়া থাকে। যেমন স্বামী ব্যক্তির অধীনস্থ পুরুষকে যথেচ্ছ বিনিয়োগ করিতে পারে, সেইরূপ সংযমদ্বারা সর্ব্বপ্রকার গুণপরিণাম আপনার অধীনে রাখিতে পারে। এই নিমিত্ত সংযমী ব্যক্তির সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্ব ও সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব উক্ত হইয়াছে। এইরূপ হইলে অন্তঃকরণ বশীভূত হইয়া বিবেক উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই প্রকার অন্তঃকরণের বশীকরণকে এই শাস্ত্রে বিশোকানাম সিদ্ধি বলে। (এই শাস্ত্রে বিশোকাসিদ্ধি নামে এই বিবেকের ব্যবহার হইবে) ॥ ৫০ ॥

এইক্ষণে ক্রমতঃ এই বিশোকাসিদ্ধির ভূমিকান্তর কথিত হইতেছে।—সংযমদ্বারা সাধকের বিবেক উপস্থিত হইলে যখন বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, তখন

স্থাম্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৫২ ॥

নির্ম্মূলনে কৈবল্যমাত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিঃ পুরুষস্য গুণানামধিকারঃ পরিসমাপ্তৌ স্বরূপনিষ্ঠত্বম্ ॥ ৫১ ॥

তস্মিন্নেব সমাধৌ স্থিত্যুপায়মাহ। চত্বারো যোগিনো ভবন্তি। তত্রাভ্যাসবান্ প্রবৃত্তমাত্রজ্যোতিঃ প্রথমঃ। কৃতান্তরপ্রজ্ঞো দ্বিতীয়ঃ। ভূতেন্দ্রিয়জয়ীতৃতীয়ঃ অতিক্রান্তভাবনীয়শ্চতুর্থঃ। তস্য চতুর্থস্য সমাধেঃ প্রাপ্ত সপ্তবিধভূমিপ্রত্যয়স্যাস্ত্যাং মধুমতী সংজ্ঞাং ভূমিকাং সাক্ষাৎ কুর্ব্বতঃ স্বামিনো দেবা

যোগিগণের রাগাদিদোষের কারণ স্বরূপ যে অবিদ্যা তাহার ক্ষয় হইলে কৈবল্যমুক্তি লাভ হয়। ইহাতে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হইয়া যায়। যে পর্য্যন্ত পুরুষের গুণাধিকার থাকে, সেই পর্য্যন্ত তাহার তাপত্রয় হইয়া থাকে এবং ঐ গুণ পরিণামের সমাপ্তি হইলেই পুরুষ চিৎশক্তি স্বরূপ হয়। (সুতরাং তাহার আর কোনরূপ দুঃখ থাকিতে পারে না) ॥ ৫১ ॥

সমাধিস্থিতি বিষয়ে উপায় কথিত হইতেছে।—সমাধিমান যোগী চতুর্ব্বিধ ;—প্রথম অভ্যাসবান্, দ্বিতীয় কৃতান্তরপ্রজ্ঞ, তৃতীয় ভূতেন্দ্রিয়জয়ী এবং চতুর্থ অতিক্রান্তভাবনীয়। যাহার সমাধির প্রবৃত্তিমাত্রই আত্মাবগতি প্রকাশ পায়, তাহার নাম অভ্যাসবান্। সমাধির মধ্যাবস্থায় যাহার প্রকৃষ্ট প্রজ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তাহার নাম কৃতান্তরপ্রজ্ঞ। সমাধি হইয়া যাহার ভূতবর্গ ও ইন্দ্রিয়গণ পরাজিত হয়, তাহাকে ভূতেন্দ্রিয়জয়ী বলা যায়। আর যাহার সমাধি হইয়া সমস্ত বিষয়ভাবনা দূরীভূত হইয়াছে, তাহাকে অতিক্রান্তভাবনীয় যোগী বলে। ইহাদ্বারা সমাধিও চতুর্ব্বিধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। উক্ত চতুর্ব্বিধ সমাধির মধ্যে অন্ত্যসমাধির সপ্তপ্রকার ভূমিকার অন্ত্যভূমিকাস্বরূপ মধুমতী নাম ভূমিকা সাক্ষাৎ করিলেই দেবগণ তাহার সমীপে নানাপ্রকার উপঢৌকন হস্তে করিয়া উপস্থিত হইবেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ দিব্য স্ত্রী ও বসনাদি যে সকল উপঢৌকন প্রদান করেন, তাহাতে যোগিগণ অনুরাগ করিবে না ; কিম্বা সেই সকল ইন্দ্রাদিপ্রদত্ত বস্তু লাভে গর্ব্বিত হইবে না। যেহেতু ঐ সকল বস্তুতে অনুরাগ থাকিলেই অনিষ্ট ঘটনার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে, ইন্দ্রাদি দেবগণ আমাকে উপহার প্রদান করিয়াছেন

ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাদ্বিবেকজ্ঞানম্ ॥ ৫৩ ॥

উপনিমন্ত্রণে উপনিমন্ত্রয়িতারো ভবন্তি। দিব্যস্ত্রীবসনাদিকমুপঢৌকয়ন্তীতি তস্মিন্ উপনিমন্ত্রণেন অনেন সঙ্গঃ কর্ত্তব্যঃ। নাপি স্ময়ঃ সঙ্গতিকরণে পুনর্বিষয়ভোগে নিপততি স্ময়করণে কৃতকৃত্যমাত্মানং মন্যমানো ন সমাধৌ উৎসাহঃ অতঃ সঙ্গস্ময়য়োস্তেন বর্জ্জনং কর্ত্তব্যং ॥ ৫২ ॥

অস্যামেব ফলভূতায়াং বিবেকখ্যাতৌ পূর্ব্বোক্তসংযমব্যতিরিক্তমুপায়ন্তরমাহ। ক্ষণঃ সর্ব্বান্তঃকালাবয়বো যস্য কালাঃ প্রভবিতুং ন শক্যন্তে তথাবিধানাং কালক্ষণানাং যঃ ক্রমঃ পৌর্ব্বাপর্য্যেণ পরিণামঃ ততঃ সংযমাৎ প্রাগুক্তং বিবেকজ্ঞানমুৎপদ্যতে। অয়মর্থঃ অয়ং কালক্ষণোঽমুষ্মাৎ কালক্ষণাদুত্তরঃ অয়মস্মাৎ পূর্ব্ব ইত্যেবংবিধে ক্রমে কৃতসংযমস্যাত্যন্তসূক্ষ্মেঽপি ক্ষণক্রমে যদা ভবতি সাক্ষাৎকারস্তদান্যদপি সূক্ষ্মং মহদাদিসাক্ষাৎকার ইতি বিবেকজ্ঞানোৎপত্তিঃ ॥ ৫৩ ॥

এইরূপ চিন্তা করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিলে সমাধিবিষয়ে উৎসাহের হ্রাস হইতে থাকে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে ঐ সকল দেবপ্রদত্ত বস্তুতে আসঙ্গ ও গর্ব্ব পরিত্যাগ করিবে, তাহাহইলেই সমাধির স্থিতি হইয়া থাকে। নচেৎ ঐ সকল বিষয়ে অনুরক্ত হইলে পুনর্ব্বার সংসারে প্রবিষ্ট হইতে হয় ॥ ৫২ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সংযমদ্বারা সমাধি হইলে বিবেকের উৎপত্তি হয়। এইরূপ সংযম ব্যতিরেকেও বিবেকের উৎপত্তি হইতে পারে, সেই বিবেকোৎপত্তির উপায় কথিত হইতেছে।—সকল বিষয়ে কালই কারণ, কালকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না, এই কালের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশকে ক্ষণ বলা যায়। উক্ত কালাত্মক ক্ষণের যে পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম, তাহাতে সংযম করিলেও পূর্ব্ববৎ বিবেকের উৎপত্তি হইতে পারে। যখন "এই কাল এই কালের উত্তরবর্ত্তী এবং এই কাল অন্য কালের পূর্ব্ববর্ত্তী, এইরূপে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কালে সংযম করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে অন্যান্য সূক্ষ্ম ও মহদাদি বিষয়েও বিবেক জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

জাতিলক্ষণদেশৈরন্যতানবচ্ছেদাৎ তুল্যয়োস্ততঃ প্রতিপত্তিঃ ॥ ৫৪ ॥

অস্যৈব সংযমস্য বিষয়বিবেকোপেক্ষণমাহ। পদার্থানাং ভেদহেতবো জাতিলক্ষণদেশা ভবন্তি। কচিদ্ভেদহেতুর্জ্জাতিঃ যথা গৌরীয়ং মহিষোঽয়মিতিজাত্যা তুল্যয়োর্লক্ষণং ভেদহেতুঃ ইয়ং কর্ব্বুরা ইয়ং অরুণেতি। জাত্যা লক্ষণেনাভিন্নয়োর্ভেদহেতুর্দ্দেশো দ্রষ্টব্যঃ। যথা তুল্যপ্রমাণয়োরামলকয়োর্ভিন্নদেশস্থিতয়োর্যত্র পুনর্ভেদোঽবধারয়িতুং ন শক্যতে। যথৈকদেশস্থিতয়োঃ শুক্লয়োঃ পার্থিবয়োঃ পরমাণ্বোস্তথাবিধে বিষয়ে ভেদায় কৃতসংযমস্য ভেদেন জ্ঞানমুৎপদ্যতে। তৎ অভ্যাসাৎ সূক্ষ্মাণ্যপি তত্ত্বানি ভেদেন প্রতিপদ্যন্তে। এতদুক্তং ভবতি যত্র কেনচিদুপায়েন ভেদো নাবধারয়িতুং শক্যস্তত্র সংযমাদবত্যেব ভেদপ্রতিপত্তিঃ ॥ ৫৪ ॥

সংযমদ্বারাই বিষয় বিবেক হয়। জাতি, লক্ষণ ও দেশ ইহারাই পদার্থ সকলের ভেদ জ্ঞানের কারণ। কখন জাতি, কখন লক্ষণ, কখন বা দেশ পদার্থসকলের বিভিন্ন জ্ঞানের কারণ হইয়া থাকে। এইটি গো, এইটী মহিষ, এইস্থলে গো ও মহিষ ইহারা এক পশুজাতি হইলেও তাহাদিগের লক্ষণদ্বারা তাহাদিগের ভেদজ্ঞান হয়। কখন কখন বর্ণদ্বারাও একরূপ আকারের বস্তুদ্বয়ের ভেদ জ্ঞান হয়। যেমন এইটি অরুণবর্ণ, এইটি বিচিত্রবর্ণ, এইরূপেও পদার্থের ভেদ জ্ঞান হয়। জাতি ও লক্ষণ এক হইলেও দেশই ভেদজ্ঞানের কারণ হইয়া থাকে। যেমন যদ্যপি একপ্রকার ও একবর্ণের দুইটি আমলকী উপস্থিত হয়, তখন তাহাদিগের মধ্যে কোনটি কোন দেশজাত এইরূপ বিবেচনায়ও তাহাদিগকে বিভিন্ন করা যায়। এইরূপে এক দেশস্থিত শুক্লপার্থিব পরমাণুদ্বয়ের ভেদজ্ঞানের জন্য সংযম বিধেয়। সংযম অভ্যাস করিলে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থেরও ভেদ জ্ঞান হইয়া থাকে। যে স্থলে ভেদজ্ঞানের অন্য কোন উপায় নাই, সেইস্থলে সংযমদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া বিবেকশক্তিপ্রভাবে ভেদ জ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

তারকং সর্ব্ববিষয়ং সর্ব্বথা বিষয়মক্রমঞ্চেতি বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥ ৫৫ ॥

সূক্ষ্মাণাং তত্ত্বানামুক্তস্য বিবেকজন্মজ্ঞানস্য সংজ্ঞাং বিষয়স্বাভাব্যং ব্যাখ্যাতুমাহ। উক্তসংযমবলাদেব অন্ত্যায়াং ভূমিকায়ামুৎপন্নং জ্ঞানং তারকমিতি তারয়ত্যগাধাৎ সংসারসাগরাৎ যোগিনং ইত্যন্বর্থিক্যা সংজ্ঞয়া তারকমিত্যুচ্যতে। অস্য বিষয়মাহ সর্ব্ববিষয়মিতি সর্ব্বাণি তত্ত্বানি মহদাদীনি বিষয়োঽস্যেতি সর্ব্ববিষয়ং স্বভাবাশ্চ অস্য সর্ব্বথা বিষয়ত্বং সর্ব্বাভিরবস্থাভিঃ স্থূলসূক্ষ্মাদিভেদেন তৈস্তৈঃ পরিণামৈঃ সর্ব্বেণ প্রকারেণ অবস্থিতানি তত্ত্বানি বিষয়োঽস্যেতি সর্ব্বথাবিষয়ং স্বভাবান্তরমাহ। অক্রমঞ্চেতি নিঃশেষনানাবস্থাপরিণতদ্বিত্র্যেকভাবগ্রহণেনাস্য ক্রমো বিদ্যতে। ইতি অক্রমং সর্ব্বং করতলামলকবৎ যুগপৎ পশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, সংযমদ্বারা অতি সূক্ষ্ম পদার্থেরও তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে, এই সূত্রে সেই বিবেকজন্য তত্ত্বজ্ঞানের সংজ্ঞা, বিষয় ও স্বভাব ব্যাখ্যা করিতেছেন।—সংযমদ্বারা বিবেকের চরম অবস্থাতে যেরূপ জ্ঞান হয়, তাহার নাম তারক জ্ঞান। এই জ্ঞান যোগিদিগকে অগাধ সংসার সাগর হইতে পরিত্রাণ করে, এই নিমিত্ত ইহাকে তারক জ্ঞান বলে। এই জ্ঞান সর্ব্ববিষয়ক, অতিসূক্ষ্ম পরমাণু ও আকাশাদি মহৎ পদার্থও এই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়। এই তারকর জ্ঞানের বিষয়ীভূত না হয়, এমন পদার্থই নাই। সর্ব্বপ্রকার বস্তুগ্রহণ কারিত্বই এই জ্ঞানের স্বভাব। স্থূলসূক্ষ্মাদি যেরূপ অবস্থাতে যে কোন পদার্থ অবস্থিত আছে এবং যে পদার্থের যে যে রূপ পরিণাম হয়, সেই সমুদায়ই এই জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। এই তারক জ্ঞানের স্বভাবান্তর আছে। এই জ্ঞান অক্রম, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বিষয়ই এই জ্ঞান গ্রহণ করিতে পারে, তাহাতে কোনক্রম নাই। যে পদার্থ যেরূপ অবস্থায় থাকুক্ না কেন, সকল অবস্থাতেই এই তারক জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। যেমন একটি আমলকী ফলকে আপন করতলে রাখিলে তাহাকে সম্যকপ্রকারে জানা যায়, তাহার কোন বিষয়ও অপরিজ্ঞাত থাকে

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যম্ ॥ ৫৬ ॥

ইতি বিভূতিপাদঃ সমাপ্তঃ ॥ ৩ ॥

অস্মাচ্চ বিবেকজাৎ তারকাখ্যাৎ জ্ঞানাৎ কিং ভবতীত্যাহ। সত্ত্বপুরুষাবুক্তলক্ষণৌ তয়োঃ শুদ্ধিসাম্যং সত্ত্বস্য সর্ব্বকর্তৃত্বাভিমাননিবৃত্ত্যা স্বকারণানুপ্রবেশাশুদ্ধিঃ। পুরুষস্য শুদ্ধিরুপচরিতভোগাভাব ইতি দ্বয়োঃ সমানায়াং শুদ্ধৌ পুরুষস্য কৈবল্যমুৎপদ্যতে মোক্ষো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

তদেবমন্তরঙ্গং যোগাঙ্গত্রয়মভিধায় তস্য চ সংযমসংজ্ঞাং কৃত্বা সংযমস্য বিষয়প্রদর্শনার্থং পরিণামত্রয়মুপপাদ্য সংযমবলোৎপদ্যমানাঃ পূর্ব্বান্তপরান্ত-

---

না, সেইরূপ তারক জ্ঞানদ্বারা সকল পদার্থকে সম্যক্‌প্রকারে জানা যায়। এই জ্ঞানের উৎপত্তি হইলে তাহার কোন পদার্থ অগোচর থাকে না ॥ ৫৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত বিবেকজন্য তাবক জ্ঞানদ্বারা কি ফল হয়, তাহা নিরূপণ করিতেছেন।—পূর্ব্বেই সত্ত্ব ও পুরুষের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। সেই সত্ত্ব ও পুরুষের সমানরূপ শুদ্ধি হইলে কৈবল্য প্রাপ্তি হয়। সর্ব্ববিষয়ে কর্তৃত্ব অভিমানের নিবৃত্তি হইয়া স্বীয় কারণেতে বুদ্ধির প্রবেশের নাম সত্ত্ব শুদ্ধি। উপস্থিত বিষয়ে ভোগাভিলাষের অভাবকে পুরুষ শুদ্ধি বলা যায়। যখন কোন পুরুষের সৌভাগ্য দেবতা প্রসন্ন হইয়া তুল্যরূপে উক্ত উভয় প্রকার শুদ্ধিপ্রদান করেন, তখন তাহার কৈবল্যপদ লাভ হয়। (সেই ব্যক্তি কদাচ সংসার যাতনা ভোগ করে না, সর্ব্বদা অতুল আনন্দ ভোগ করিতে থাকে) ॥ ৫৬ ॥

যোগপারদর্শী ঋষিপ্রথর পতঞ্জলি মুনি স্বরচিত পাতঞ্জলদর্শনের বিভূতি পাদে যোগের অনুকূল ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই যোগাঙ্গত্রয় নিরূপণ করিয়া (১-৩) এই যোগাঙ্গত্রয়ের সংযম সংজ্ঞা নিরূপণ পূর্ব্বক (৪) সংযমের বিষয় প্রদর্শনার্থ চিত্তের পরিণামত্রয়, অর্থাৎ নিরোধ পরিণাম, সমাধি পরিণাম ও একাগ্রতা পরিণাম প্রতিপাদন করিয়াছেন (৫-১০)। অনন্তর সংযমবলদ্বারা উৎপদ্যমান পূর্ব্বাবস্থা, অপরাবস্থা ও মধ্যমাবস্থা এই

মধ্যাভাবাঃ সিদ্ধীরুপদর্শ্য সমাধাভ্যাসোপপত্তয়ে বাহ্যা ভুবনজ্ঞানাদিরূপা আভ্যন্তরাশ্চ কায়ব্যূহজ্ঞানাদিরূপাঃ প্রদর্শ্য সমাধ্যুপযোগায় ইন্দ্রিয়প্রাণ-জয়াদিপূর্ব্বিকাঃ প্রদর্শ্য পরপুরুষার্থসিদ্ধয়ে যথাক্রমমবস্থাসহিতভূতজয়েন্দ্রিয় সত্ত্বজয়োদ্ভবাশ্চ ব্যাখ্যায় বিবেকজ্ঞানোপপত্তয়ে তাংস্তানুপায়ানুপন্যস্য তারকস্য সর্ব্বসমাধ্যবস্থাপর্য্যন্তভবস্য স্বরূপমভিধায় তৎ সমাপত্তেঃ কৃতাধিকারস্য চিত্তসত্ত্বস্য স্বকারণানুপ্রবেশাৎ কৈবল্যমুৎপদ্যত ইত্যভিহিতম্ ॥

ইতি মহারাজাধিরাজ শ্রীভোজদেববিরচিতায়াং রাজ-মার্ত্তণ্ডাভিধায়াং পাতঞ্জলযোগশাস্ত্রবৃত্তৌ বিভূতি-পাদোনাম তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৩ ॥

ত্রিবিধ সিদ্ধি প্রদর্শন করিয়া (১-১৬) সমাধি সিদ্ধির (১৭) নিমিত্তে বাহ্য ভুবনজ্ঞানাদি (১৮-২৮) এবং আভ্যন্তরিক কায়ব্যূহ জ্ঞানাদি প্রদর্শন পূর্ব্বক (২৯-৪১) সমাধিব উপযোগী ইন্দ্রিয় জয় (৪১) ও প্রাণাদি জয় নিরূপণ করিয়াছেন (৪১-৪৮)। অনন্তর পরম পুরুষার্থ সিদ্ধির নিমিত্তে ক্রমতঃ চিত্তের অবস্থা, ভূতজয়, ইন্দ্রিয় ও সত্ত্বজয়ের ফল নিরূপণ করিয়া (৪৯-৫৫) বিবেকজ্ঞানোৎপত্তির নিমিত্তে তাহার উপায় সংস্থাপনপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার সমাধি হইতে উৎপন্ন তারক জ্ঞান তাহার বিষয় ও স্বভাব বলিয়াছেন এবং সেই তারক জ্ঞানে অধিকার করিলেই যে স্বীয় কারণে অনুপ্রবেশবশতঃ কৈবল্যপদ প্রাপ্তি হয়, (৫৬) ইহাই বিভূতিপাদে সবিস্তর বর্ণন করিয়াছেন ॥

ইতি বিভূতিপাদ ॥ ৩ ॥

অথ কৈবল্যপাদোনাম-

চতুর্থঃ পাদঃ।

জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥ ১ ॥

যদাজ্ঞয়ৈব কৈবল্যং বিনোপায়ৈঃ প্রজায়তে।
তমেকমজমীশানং চিদানন্দময়ং স্তুমঃ ॥

ইদানীং বিপ্রতিপত্তিসমুত্থভ্রান্তিনিরাকরণেন যুক্ত্যা কৈবল্যস্বরূপজ্ঞানায় কৈবল্যপাদোঽয়মারভ্যতে। তত্র যাঃ পূর্ব্বমুক্তা সিদ্ধয়স্তাসাং নানাবিধজন্মাদি কারণপ্রতিপাদনদ্বারেণৈবং বোধয়ন্তি। মদীয়া এতাঃ সিদ্ধযস্তাঃ সর্ব্বাঃ পূর্ব্ব-জন্মাভ্যস্তসমাধিবলাৎ জন্মাদিনিমিত্তমাত্রত্বেনাশ্রিত্য প্রবর্ত্তন্তে। ততশ্চানেক ভবসাধ্যস্য সমাধের্ন ক্ষতিরস্তীত্যাশ্বাসোৎপাদনায় সমাধিসিদ্ধেশ্চ প্রাধান্য-খ্যাপনার্থং কৈবল্যোপযোগার্থমাহ। কাশ্চন জন্মনিমিত্তা এব সিদ্ধয়ঃ। যথা পক্ষ্যাদীনামাকাশে গমনাদয়ঃ। যথা বা কপিলমহর্ষিপ্রভৃতীনাং জন্মসমনন্তর-মেবোপজায়মানা জ্ঞানাদয়ঃ সাংসিদ্ধিকা গুণাঃ। ঔষধিসিদ্ধয়ো যথা পার-

যাঁহারা আজ্ঞামাত্র কোনপ্রকার মুক্তির কারণ না থাকিলেও কৈবল্য পদলাভ হয় সেই অদ্বিতীয় সনাতন সর্ব্বেশ্বর সচ্চিদানন্দময় প্রভুকে স্তব করি ॥ এইক্ষণ অবিদ্যাজন্য ভ্রান্তি জ্ঞান নিরাকরণ দ্বারা যুক্তিপ্রদর্শন-পূর্ব্বক কৈবল্যস্বরূপ পরিজ্ঞানার্থ কৈবল্য পাদ প্রকরণ আরম্ভ করিতে-ছেন।—পূর্ব্বে যে সকল সমাধিসিদ্ধি উক্ত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু বহু জন্মজন্য নানাবিধ কারণে উৎপন্ন, ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহাতে এইরূপ বোধ হয় যে, "আমার যে সকল সিদ্ধি হইয়াছে সেই সকলই পূর্ব্ব জন্মের সমাধি অভ্যাসের ফল। জন্মান্তরেও এই সকল সিদ্ধি আমার অধি-কৃত ছিল, এই নিমিত্ত সেই সকল সিদ্ধি জন্মমাত্রই আমাকে আশ্রয় করি-

জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ ॥ ২ ॥

দাদিরসায়নাদ্যুপযোগাৎ। মন্ত্রসিদ্ধির্যথা মন্ত্রজপাৎ কেষাঞ্চিদাকাশগমনাদিঃ। তপঃ সিদ্ধির্যথা বিশ্বামিত্রাদীনাম্। সমাধিসিদ্ধিঃ প্রাক্‌প্রতিপাদিতা। এতাঃ সিদ্ধয়ঃ পূর্ব্বজন্মক্ষয়িতক্লেশানামেবোপজায়ন্তে। তস্মাৎ সমাধিসিদ্ধাবিব অন্যাসাং সিদ্ধীনাং সমাধিরেব জন্মান্তরাভ্যস্তকারণং মন্ত্রাদিনিত্যনিমিত্তমাত্রাণি ॥ ১ ॥

নন্নু নন্দীশ্বরাদিকানাং জাত্যাদিপরিণামেঽস্মিন্নেব জন্মনি দৃশ্যতে তৎ কথং জন্মনি জন্মান্তরাভ্যস্তস্য সমাধেঃ কারণত্বমুচ্যতে ইত্যাশঙ্ক্যাহ। যোঽ-

---

য়াছে।" ইহাতে সমাধি অনেক জন্মের অভ্যাসজন্য হইলেও সমাধির কোন ক্ষতি নাই, এইরূপ বিশ্বাসোৎপাদনার্থ সমাধি সিদ্ধির প্রাধান্য স্থাপনের নিমিত্ত কৈবল্যযোগার্থ বলিতেছেন।—সিদ্ধি অনেক প্রকার আছে, তন্মধ্যে জন্মজন্য, ঔষধিজন্য, মন্ত্রজন্য, তপোজন্য ও সমাধিজন্য প্রভৃতি বহুবিধ সিদ্ধি সর্ব্বদা দেখা যায়। অনেক স্থলে জন্মমাত্রই সিদ্ধি হয়, যেমন পক্ষী প্রভৃতির জন্ম হইলেই তাহাদিগের আকাশ গমনের শক্তি হয়, অথবা কপিল প্রভৃতি মহর্ষির জন্মমাত্রই তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছিল। এই সকল সিদ্ধিকে জন্মজন্য (স্বাভাবিক) সিদ্ধি বলা যায়। পারদাদি রাসায়নিক দ্রব্যপ্রয়োগ (ঔষধ বিশেষ) দ্বারা রোগ নিবৃত্তিরূপ যে সিদ্ধি হইয়া থাকে, তাহাই ঔষধজন্য সিদ্ধি। মন্ত্রজপাদিদ্বারাও অনেকের আকাশ গমনাদির শক্তি হয়, তাহাকে মন্ত্রজন্য সিদ্ধি বলে। তপস্যাদিদ্বারা বিশ্বামিত্র প্রভৃতির যে সিদ্ধি হইয়াছিল, তাহাই তপোজন্য সিদ্ধি। সমাধিসিদ্ধি পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব জন্মে যাহাদিগের ক্লেশের ক্ষয় হইয়াছে, তাহাদিগেরই এই সকল সিদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব সমাধিসিদ্ধিতে যেমন জন্মান্তরের সমাধি অভ্যাস কারণ, অন্যান্য সিদ্ধি বিষয়েও সেইরূপ সমাধির কারণতা আছে। মন্ত্রাদিজন্য যে সিদ্ধি, তাহার প্রতি নিমিত্তমাত্রই কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় ॥ ১ ॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, পূর্ব্ব জন্মের অভ্যাসই সমাধির কারণ হয়,

নিমিত্তমপ্রয়োজকংপ্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ ॥ ৩ ॥

যমিহৈব জন্মনি নন্দীশ্বরাদীনাং জাত্যাদিপরিণামঃ স প্রকৃত্যাপূরাৎ পাশ্চাত্যা এব হি প্রকৃতয়োঽমুষ্মিন্ জন্মনি বিকারেণাপূরয়ন্তি জাত্যাদিদ্বারেণ পরিণমন্তি ॥ ২ ॥

নন্বু ধর্ম্মাধর্ম্মাদয়স্তত্র ক্রিয়মাণা উপলভ্যন্তে তৎ কথং প্রকৃতীনামাপূরকত্বমিত্যাহ। নিমিত্তং ধর্ম্মাদি তৎ প্রকৃতীনামর্থান্তরপরিণামেন প্রয়োজকং নহি কার্য্যেণ কারণং প্রবর্ত্ততে। কুত্র নহি তস্য ধর্ম্মাদের্ব্যাপার ইত্যাহ। বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ ততস্তস্মাদনুষ্ঠীয়মানাদ্ধর্ম্মাৎ বরণমাবরণকং অধর্ম্মাদি তস্যৈব বিরোধিত্বাৎ ভেদং ক্ষয়ঃ ক্রিয়তে তস্মিন্ প্রতিবন্ধে ক্ষীণে প্রকৃতয়ঃ স্বয়মভিমতকার্য্যায় প্রভবন্তি। দৃষ্টান্তমাহ। ক্ষেত্রিকবৎ। যথা ক্ষেত্রিকঃ কৃষীবলঃ কেদারাৎ কেদারান্তরং জলং নিনীষুর্জ্জলপ্রতিবন্ধকবরণ-

---

সেই সমাধিদ্বারাই জাত্যন্তরাদি পরিণাম হয়, কিন্তু নন্দীকেশ্বরাদির পূর্ব্ব জন্মের অভ্যাস ব্যতিরেকেও ইহজন্মেই তাহার জাত্যান্তর পরিণাম দৃষ্ট হয়। তবে জন্মান্তরীণ অভ্যাসই যে সমাধির কারণ, উহা কিরূপে সম্ভবিতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—নন্দীকেশ্বরাদির যে ইহকালেই জাত্যন্তর পরিণাম অর্থাৎ এক জন্মে দেবত্ব লাভ হইয়াছিল, তাহা কেবল প্রকৃতির কার্য্য। প্রকৃতিদ্বারাই ভবিষ্যতে শরীর ও ইন্দ্রিয়কে বিকৃত করিয়া ভাবান্তর করে। যেমন প্রকৃতিবশতঃ বাল্য, কৌমার যৌবন ও বার্দ্ধক্য দশা হয়, সেইরূপ ইহজন্মে জাত্যন্তর হইতে পারে। (যেমন বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইতে এক দেহেতেও এক জন্মেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।) প্রকৃতির বিকারবশতঃ শরীরের জাত্যন্তর পরিণাম হয়। (ইহাতে ধর্ম্মই নিমিত্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ নন্দীশ্বরের সমধিক ধর্ম্ম হইয়াছিল, তাহাতেই ইহ জন্মে তাঁহার দেবত্বরূপ জাত্যন্তর প্রাপ্তি হইয়াছিল) ॥ ২ ॥

পূর্ব্ব সূত্রে ধর্ম্মই জাত্যন্তর পরিণামের প্রতি কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইল, তবে আর তাহাকে প্রকৃতির কার্য্য বলা যাইতে পারে না, এই আশঙ্কায়

নির্ম্মাণচিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ ॥ ৪ ॥

ভেদমাত্রং করোতি। তস্মিন্ ভিন্নে জলং স্বয়মেব প্রসররূপং পরিণামং গৃহ্লাতি নতু জলপ্রসরণে তস্য কশ্চিৎ প্রযত্নঃ এবং ধর্ম্মাদের্ব্বোদ্ধব্যম্ ॥ ৩ ॥

যদা সাক্ষাৎকৃততত্ত্বস্য যোগিনো যুগপৎকর্ম্মফলভোগায় আত্মীয়নিরতিশয়বিভূত্যনুভবাৎ যুগপদনেকশরীরনির্ম্মিৎসা জায়তে তদা কুতঃ তানি চিত্তানি

বলিতেছেন।—ধর্ম্মাদি জাত্যন্তর পরিণামের নিমিত্ত বটে, কিন্তু তাহার প্রয়োজক নহে। যেহেতু ধর্ম্মাদি প্রকৃতির কার্য্য। কখনও কার্য্য কারণের প্রয়োজক হইতে পারে না। (শরীরের প্রকৃতি পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, ঐ সকল প্রকৃতির অন্যথারূপে পরিণাম হইলেই জাত্যন্তর পরিণাম হয়। ইহার প্রতি ধর্ম্ম প্রয়োজক হয় না, কিন্তু ঐ ধর্ম্ম নিমিত্ত হইতে পারে।) যদি বল, ধর্ম্ম প্রকৃতির পরিণামের প্রতি যদি প্রয়োজকই না হইল, তবে ধর্ম্ম আচরণের প্রয়োজন কি? এই কথার উত্তর এই যে,—ধর্ম্মাচরণই ধর্ম্ম প্রকৃতির আবরণস্বরূপ অধর্ম্মকে ভেদ করে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ইহারা উভয়েই পরস্পরের বিরোধী। ধর্ম্মাচরণদ্বারা প্রকৃতির আবরণ অধর্ম্মকে ভেদ করিলে প্রকৃতি আপন আপন কার্য্য প্রকাশ করিতে পারে। (অধর্ম্ম প্রকৃতির প্রতিবন্ধক, ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা সেই প্রতিবন্ধক ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেই প্রকৃতি আপন আপন কার্য্যের প্রভু হইয়া থাকে। অতএব অবশ্য ধর্ম্মাচরণ করিবে।) যেমন কৃষকগণ এক ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে জলনয়নার্থ ক্ষেত্রদ্বয়ের মধ্যগত প্রতিবন্ধক স্বরূপ আবরণ (আইল) ভেদ করিয়া দেয়, তাহাতে জল স্বয়ংই এক ক্ষেত্র হইতে অন্য ক্ষেত্রে গমন করে, তাহাতে কৃষকের কোনরূপ যত্ন করিতে হয় না, সেইরূপ ধর্ম্ম আচরণই প্রকৃতির আবরণরূপ অধর্ম্মমাত্রকে ভেদ করে। (ইহাতেই প্রকৃতি আপন আপন বিকার উৎপাদনপূর্ব্বক বিকৃত অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া পরিণাম প্রাপ্ত হয়। ইহাতে কোনরূপ বিশেষ যত্নও করিতে হয় না। অতএব সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মাচরণ বিধেয়)॥ ৩ ॥

যোগিগণ সাক্ষাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া যখন একদা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মফলের উপভোগবাসনায় আপনার নিরতিশয় মাহাত্ম্যপ্রভাবে এক-

প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজকং চিত্তমেকমনেকেষাম্ ॥ ৫ ॥

প্রভবন্তীত্যাহ। যোগিনঃ স্বয়ং নির্ম্মিতেষু কায়েষু যানি চিত্তানি তানি মূলকারণাদস্মিতামাত্রাদেব তদিচ্ছয়া প্রসরন্তি অগ্নের্ব্বিস্ফুলিঙ্গা ইব যুগপৎ পরিণমন্তি ॥ ৪ ॥

নহু বহূনাং চিত্তানাং ভিন্নাভিপ্রায়ত্বান্নৈককার্য্যকর্তৃত্বং স্যাদিত্যাহ। তেষাং অনেকেষাং চেতসাং প্রবৃত্তিভেদে ব্যাপারনানাত্বে একং যোগিনশ্চিত্তং প্রয়োজকং প্রেরকমধিষ্ঠাতৃত্বেন। তেন ন ভিন্নমতত্বম্। অয়মর্থো

কালে সেই সেই ফলভোগের উপযোগী অনেক শরীর নির্ম্মাণের ইচ্ছা করে, তখন তাহাদিগের চিত্ত কিরূপে অনেক হইতে পারে? বরং অনির্ব্বচনীয় মহিমাবান্ ব্যক্তি আপন যোগসাধনের সাতিশয় মাহাত্ম্য প্রভাবে অনেক শরীর নির্ম্মাণ করিতে পারে, অনেক চিত্ত নির্ম্মাণ করিতে কাহারও সাধ্য নাই। যেহেতু চিত্ত এক, তাহার বহুত্ব সম্ভাবিতে পারে না। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যোগিগণ এক সময়ে বহুবিধ ফলভোগের নিমিত্ত যে সকল শরীর নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, সেই সকল শরীরে চিত্তেরও অনুসরণ হয়। যেমন অগ্নি হইতে এক সময়ে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হইয়া সর্ব্বত্র বিস্তৃত হয়, সেইরূপ যোগিগণের চিত্ত এক এক সময়ে সর্ব্বশরীরে বিচরণ করে। (অতএব যোগিগণ এক সময়ে বহু শরীর নির্ম্মাণ করিয়া আপন ইচ্ছানুসারে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মফল ভোগকরিতে পারেন) ॥ ৪ ॥

যদি বহুবিধ চিত্তের বিভিন্নতা স্বীকার কর, তাহাহইলে সেই সকল চিত্তের এককার্য্যকর্তৃত্ব হইতে পারে না, প্রত্যেক চিত্ত বিভিন্ন হইলে তাহারা সকলে একসময়ে একরূপ ফলভোগ করিবে, তাহা অসম্ভব হয়;—কিন্তু অনেক চিত্তের প্রবৃত্তির বিভিন্নতাবশতঃ তাহাদিগের কার্য্যের নানাত্ব হইলেও যোগীর একই চিত্ত সেই সকল বহুবিধ চিত্তের প্রয়োজক হয়, যেহেতু যোগিগণের চিত্তই সকল চিত্তের অধিষ্ঠাতা, অতএব যোগীর এক চিত্ত নানাপ্রকার কার্য্যে বহু চিত্তকে প্রেরণ করে; সুতরাং চিত্তের যে বিভিন্নতা আছে, তাহা বলা যায় না। (যেহেতু চিত্তই সকলের অধিষ্ঠাতা, এই নিমিত্ত সকল চিত্তই এক-

তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্ ॥ ৬ ॥

কর্ম্ম শুক্লকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্ ॥ ৭ ॥

যথাত্মীয়শরীরমনশ্চক্ষুঃপাণ্যাদীনি যথেচ্ছং প্রেরয়তি। অধিষ্ঠাতৃত্বেন এবং কার্য্যান্তরেষপীতি ॥ ৫ ॥

জন্মাদিপ্রভবত্বাৎ সিদ্ধীনাং চিত্তমপি তৎপ্রভবং পঞ্চবিধমেব অতো জন্মাদিপ্রভবাচ্চিত্তাৎ সমাধিপ্রভবস্য চিত্তস্য বৈলক্ষণ্যমাহ। ধ্যানজং সমাধিজং যৎ চিত্তং তৎ পঞ্চসু মধ্যে অনাশয়ং কর্ম্মবাসনারহিতমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

যথেতরচিত্তেভ্যো যোগিনশ্চিত্তং বিলক্ষণং ক্লেশাদিরহিতং তথা কর্ম্মাপি বিলক্ষণমিত্যাহ। শুভফলদং কর্ম্ম যাগাদি শুক্লং অশুভফলদং ব্রহ্মহত্যাদি কৃষ্ণং উভয়সঙ্কীর্ণং শুক্লকৃষ্ণং তত্র শুক্লং কর্ম্ম বিচক্ষণানাং দানতপঃস্বাধ্যায়াদিমতাং পুরুষাণাং। কৃষ্ণং কর্ম্ম দানাবানাম্। শুক্লকৃষ্ণং মনুষ্যাণাম্।

রূপে প্রতিপন্ন হইল।) যেমন আপনার শরীর, মনঃ, চক্ষুঃ ও হস্তপদাদি যথেচ্ছ কার্য্যে প্রেরণ করিতে পারে, সেইরূপ এক চিত্ত সকল চিত্তকে কার্য্য বিশেষে নিযুক্ত করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, চিত্তের পঞ্চপ্রকার সিদ্ধি হয়। জন্মজন্য, ঔষধিজন্য, মন্ত্রজন্য, তপোজন্য ও সমাধিজন্য এবং এই চিত্তও জন্মাদিভেদে পঞ্চপ্রকার হয়, এইক্ষণ সেই জন্মপ্রভব চিত্ত হইতে সমাধিপ্রভবচিত্তের বৈলক্ষণ্য নিরূপণ করিতেছেন।—উক্ত পঞ্চপ্রকার চিত্তের মধ্যে সমাধিজন্য চিত্ত অনাশয়, তাহার কোনপ্রকার কর্ম্ম বাসনা নাই। (অতএব সমাধিজন্য চিত্তের বিষয়ানুরাগ পুণ্য, পাপ ইত্যাদি কিছুই নাই) ॥ ৬ ॥

যেমন সাধারণের চিত্ত হইতে যোগিগণের চিত্ত বিলক্ষণ, অর্থাৎ ক্লেশাদি পরিশূন্য। সেইরূপ সাধারণের কর্ম্ম হইতে যোগিগণের কর্ম্মেরও বৈলক্ষণ্য আছে।—কর্ম্ম ত্রিবিধ শুক্ল, কৃষ্ণ এবং শুক্ল-কৃষ্ণ উভয়াত্মক। যাগাদি শুভফলপ্রদ কর্ম্ম শুক্ল, ব্রহ্মহত্যাদি অশুভ ফলজনক কর্ম্ম কৃষ্ণ এবং শুভাশুভ ফলজনক কর্ম্ম শুক্ল-কৃষ্ণ উভয়াত্মক। যাঁহারা দান, তপস্যা ও স্বাধ্যায় প্রভৃতি কর্ম্মে নিরত আছেন, সেই সকল বিচক্ষণ পুরুষ শুভফলপ্রদ শুক্ল কর্ম্ম করে,

ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্ব্বাসনানাম্ ॥ ৮ ॥

যোগিনাস্তু সন্ন্যাসবতাং ত্রিবিধং কর্ম্ম। বিপরীতং বিলক্ষণং যৎ ফল-ত্যাগানুসন্ধানেনৈবানুষ্ঠানাৎ ন কিঞ্চিৎ ফলমারভতে ॥ ৭ ॥

অস্যৈব কর্ম্মণঃ ফলমাহ। ইহ হি দ্বিবিধা কর্ম্মবাসনাঃ স্মৃতিমাত্রফলা জাত্যায়ুর্ভোগফলাশ্চ। একানেকজন্মভবা ইত্যনেন পূর্ব্বমেব কৃতনির্ণয়াঃ যাস্তু স্মৃতিমাত্রফলা স্তাস্ততঃ কর্ম্মণো যেন কর্ম্মণা যাদৃক্ শরীরমারব্ধং দেবমনুষ্য-তির্য্যগাদিভেদং তস্য বিপাকস্য অনুগুণা অনুরূপা যা বাসনাস্তাসামেবাভি-ব্যক্তির্ভবতি। অয়মর্থঃ যেন কর্ম্মণা পূর্ব্বং দেবতাদিশরীরমারব্ধং জাত্যন্তর-শতব্যধানেন পুনস্তথাবিধস্যৈব শরীরস্য আরম্ভে তদনুরূপা এব স্মৃতিফলা বাসনাঃ প্রকটী ভবন্তি। লোকান্তরেষ্বেবার্থেষু তস্য স্মৃত্যাদয়ো জায়ন্তে।

আর দানবাদাদি উদ্ধতস্বভাব-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের অশুভ ফলপ্রদ কৃষ্ণ কর্ম্ম এবং মনুষ্যগণ শুক্ল-কৃষ্ণ উভয়াত্মক শুভাশুভ ফলপ্রদ কর্ম্ম করিয়া থাকে। কিন্তু যোগিগণের কর্ম্ম উক্ত ত্রিবিধ কর্ম্মের বিপরীত। তাহাদিগের কোন প্রকার কর্ম্মফলের অভিলাষ নাই, অতএব যোগিগণ শুভ ফলপ্রদ বা অশুভ ফলপ্রদ কোন কর্ম্মই করেন না ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মের ফল নিরূপণ করিতেছেন।—কর্ম্মবাসনা দুই প্রকার,—কোন কোন কর্ম্ম স্মৃতিমাত্র ফলপ্রদ এবং অন্যান্য কর্ম্ম জাত্যায়ুর্ভোগফলপ্রদ। কোন কোন কর্ম্মজন্য বাসনা পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দেয় এবং অন্যান্য কর্ম্মজন্য বাসনা দেব, তির্য্যক ও মনুষ্যাদিজাতি প্রদান করে। (কোন মনুষ্য কর্ম্মফলে দেবত্ব পায়, কেহ বা তির্য্যগাদি যোনিপ্রাপ্ত হয়।) এই সকল কর্ম্ম-জন্য বাসনা এক জন্মে কিম্বা বহু জন্মেও ফলপ্রদ হয়। যে বাসনা স্মৃতিমাত্র ফলপ্রদ সেই বাসনা যেরূপ শরীরের আরম্ভক হয়, জাত্যায়ুর্ভোগফলপ্রদ বাসনা সেইরূপ দেবতীর্য্যক মনুষ্যাদি জাতির অনুকূল হইয়া থাকে। যে কর্ম্মদ্বারা পূর্ব্বে দেবাদি শরীরের মধ্যে যে শরীরের আরম্ভক হয়, সহস্রজন্ম পরেও তাহার সেই শরীর প্রাপ্তিতে বাসনা হইয়া থাকে এবং লোকান্তর প্রাপ্তি হইলেও তাহার সেই সেই বাসনা অব্যক্ত থাকে, তাহাতে নরকাদি শরীরোৎপন্ন

জাতিদেশ-কালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্য্যং স্মৃতি-সংস্কা-
রয়োরেকরূপত্বাৎ ॥ ৯ ॥

ইতরাস্তু সত্যোঽপি অব্যক্তসংজ্ঞাঃ তিষ্ঠন্তি ন তস্যাং দশায়াং নরকাদি-শরীরোদ্ভবা বাসনা ব্যক্তিমায়ান্তি ॥ ৮ ॥

আসামেব বাসনানাং কার্য্যকারণভাবানুপপত্তিমাশঙ্ক্য সমর্থয়িতুমাহ। ইহ নানাযোনিষু ভ্রমতাং সংসারিণাং কাঞ্চিদ্‌যোনিমনুভূয় যদা যোন্যন্তর-সহস্রব্যবধানেন পুনস্তামেব যোনিং প্রতিপদ্যতে। তদা তস্যাং পূর্ব্বানু-ভূতায়াং যোনৌ তথাবিধশরীরাদিব্যঞ্জকাপেক্ষয়া বাসনাঃ যাঃ প্রকটী-ভূতা আসংস্তাস্তথাবিধব্যঞ্জকাভাবাত্তিরোহিতাঃ পুনস্তথাবিধব্যঞ্জকশরী-রাদিলাভে প্রকটীভবন্তি। জাতিদেশকালব্যবধানেঽপি তাসাং স্বানুভূত-স্মৃত্যাদিফলসাধনে আনন্তর্য্যং নৈরন্তর্য্যং কুতঃ স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ তথা হ্যনুষ্ঠীয়মানাৎ কর্ম্মণশ্চিত্তসত্ত্বে বাসনারূপঃ সংস্কারঃ সমুৎপদ্যতে। স চ স্বর্গনরকাদীনাং ফলানাঞ্চাঙ্কুরীভাবঃ কর্ম্মণাং বা যাগাদীনাং শক্তিরূপ-

বাসনার স্মরণ হয় না। (নরকাদি ভোগকালে পূর্ব্বকৃত পাপাদি স্মরণ করিতে পারে না) ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত বাসনা সকলের কার্য্যকারণ ভাবের অনুপপত্তি আশঙ্কা করিয়া তাহাদিগের কার্য্যকারণভাব প্রতিপাদন করিতেছেন।—পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, যখন সংসারী ব্যক্তিরা নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পূর্ব্বে যে কোন যোনি অনুভব করিয়াছেন, সহস্র যোনির পরেও সেই যোনি পাইয়া থাকেন, তখন তাহার সেই পূর্ব্বানুভূত যোনিতে সেইরূপ শরীরের অনুকূল বাসনা প্রকটীকৃত হয়। আর সেইরূপ বাসনার অনুরূপ অভিব্যঞ্জকের অভাবে সেই বাসনা তিরোহিত হয়, আবার যখন সেইরূপ শরীরের লাভ হয়, তখন সেই বাসনা প্রকটীভূত হয়। যদি এইরূপে জাতি, দেশ ও কাল ব্যবধানেও সেই সকল বাসনার অনুভবমাত্রই স্মরণ সাধন হইল, তবে আর তাহা-দিগের আনন্তর্য্য বা নিরন্তরতা কি? যেহেতু স্মৃতি ও সংস্কার উভয়ই এক পদার্থ অতএব কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে চিত্তের সত্ত্বপ্রকাশ হইয়া বাসনারূপ

তাসামনাদিত্ব মাশিষো নিত্যত্বাৎ ॥ ১০ ॥

তয়া অবস্থানম্। কর্ত্তুর্ব্বা তথাবিধভোগ্যভোক্তৃত্বরূপং সামর্থ্যম্। সংস্কা-রাৎ স্মৃতিঃ স্মৃতেশ্চ সুখদুঃখোপভোগঃ তদনুভবাচ্চ পুনরপি সংস্কার-স্মৃত্যাদয়ঃ। এবং চ যস্য স্মৃতিসংস্কারাদয়ো ভিন্নাঃ তস্যানন্তর্য্যাভাবে দুর্লভঃ কার্য্যকারণভাবঃ অস্মাকং তু যদাঽনুভব এব সংস্কারী ভবতি সংস্কারশ্চ স্মৃতিরূপতয়া পরিণমতে তদৈকস্যৈব চিত্তস্যানুসন্ধাতৃত্বেন স্থিতত্বাৎ ন কার্য্য-কারণভাবো ন দুর্ঘটঃ ॥ ৯ ॥

ভবত্বানন্তর্য্যং কার্য্যকারণভাবশ্চ বাসনানাং যদা তু প্রথমমেবানুভবঃ প্রবর্ত্ততে তদা কিং বাসনানিমিত্ত উত নির্নিমিত্ত ইতি শঙ্কাং ব্যপনেতুমাহ।

সংস্কার উৎপন্ন হয়। এই সংস্কারই স্বর্গ ও নরকাদির অঙ্কুর। এই সংস্কার-বশতঃই কাহার স্বর্গভোগ, কাহার বা নরকভোগ হইয়া থাকে এবং ঐ সংস্কা-রই যাগাদি কর্ম্মের শক্তিরূপে বিদ্যমান আছে, অথবা উক্ত সংস্কারই ভোগ্য-বস্তুবভোগে ভোগকর্ত্তার সামর্থ্য প্রদান করে। যাগাদি কর্ম্ম করিলেই কর্ত্তার সংস্কার জন্মে এবং সেই সংস্কারবলেই ভোগকর্ত্তা ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিয়া থাকে। ঐ সংস্কারবশতঃ ভোক্তার স্মৃতি হয় এবং সেই স্মৃতিহেতু সুখদুঃখ ভোগ হয়। পুনর্ব্বার ভোগ করিতে করিতে সংস্কার জন্মে এবং সেই সংস্কার বলে স্মৃতি হইতে থাকে। এইরূপে যাহাদিগের স্মৃতি ও সংস্কার ভিন্ন ভিন্ন, তাহাদিগের ঐ উভয়ের আনন্তর্য্য নাই, অর্থাৎ কাহার পর কে, ইহার স্থিরতা নাই, যেহেতু সংস্কারের পর স্মৃতি এবং স্মৃতির পর সংস্কার, এইরূপ নিরন্তর হইয়া থাকে। অতএব তাহাদিগের পক্ষে স্মৃতি ও বাসনার কার্য্যকারণ ভাব দুর্ঘট হইল, অর্থাৎ স্মৃতিই সংস্কারজন্য কিম্বা সংস্কারই স্মৃতিজন্য, ইহার নিশ্চয় নাই। কিন্তু আমাদিগের মতে অনুভবই সংস্কার এবং সেই সংস্কারই স্মৃতিরূপে পরিণত হয়। কিন্তু একমাত্র চিত্তই সেই অনুভব করিয়া থাকে, সুতরাং আমাদিগের মতে কার্য্যকারণভাব দুর্ঘট হইল না ॥ ৯ ॥

এইক্ষণ বাসনার কার্য্যকারণভাব প্রতিপন্ন হইল। কিন্তু যখন প্রথমে বাসনার অনুভব হয়, তখন সেই অনুভব কি বাসনাজন্য, অথবা অকারণেই

হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগ্রহীতত্বাদেষামভাবে তদ-
ভাবঃ ॥ ১১ ॥

তাসাং বাসনানামনাদিত্বং ন বিদ্যতে আদির্যস্য তস্য ভাবস্তত্বং তাসা-
মাদির্নাস্তীত্যর্থঃ কুত ইতি আশিষো নিত্যত্বাৎ যেয়মাশীর্মহামোহরূপা
সদৈব সুখসাধনানি মে ভূয়াসুঃ মা কদাচন তৈঃ মে বিয়োগোঽভূদিতি যঃ
সঙ্কল্পবিশেষো বাসনানাং কারণং তস্য নিত্যত্বাদনাদিত্বমিত্যর্থঃ। এতদুক্তং
ভবতি। কারণস্য সন্নিহিতত্বাৎ অনুভবসংস্কারাদীনাং কার্য্যাণাং প্রবৃত্তিঃ
কেন বার্য্যতে অনুভবসংস্কারানুবিদ্ধং সঙ্কোচবিকাশধর্ম্মিচিত্তং তত্তদভিব্যঞ্জক-
লাভাৎ তত্তৎফলরূপতয়া পরিণমত ইত্যর্থঃ॥ ১০॥

অ.সামানন্ত্যাৎ হানং কথং ভতীত্যাশঙ্ক্য হানোপায়মাহ। বাসনানামন-
ন্তরাঽনুভবো হেতুস্তস্যাপ্যনুভবস্য রাগাদয়স্তেষামবিদ্যেতি সাক্ষাৎ পার-
ম্পর্য্যেণ হেতুঃ ফলং শরীরাদি স্মৃত্যাদি চ আশ্রয়ো বুদ্ধিরালম্বনং যদেবানু-
ভবস্য তদেব বাসনানামতস্তৈর্হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈরনন্তানামপি বাসনানাং

উৎপন্ন হয়, এই আশঙ্কার নিরাস করিতেছেন।—বাসনা অনাদি, তাহায়
আদি নাই, যেহেতু মানবের মহামোহ নিত্যই আছে, "আমার সুখসাধন
বর্দ্ধিত হউক, কদাচ যেন আমার সুখসাধন সামগ্রীর অভাব হয় না" এইরূপ
সঙ্কল্প সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে, এই সঙ্কল্পই বাসনার কারণ, অতএব তাহার
নিত্যত্বহেতু তাহাকে অনাদি বলা যায়। ইহাতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে
যে, কারণসত্ত্বে অনুভব সংস্কারাদি কার্য্যের প্রবৃত্তিকে নিবারণ করিতে
পারে। চিত্ত অনুভব ও সংস্কারদ্বারা সঙ্কুচিত হইয়া নানাপ্রকার কার্য্য
করিয়া থাকে এবং যখন সেই সেই কার্য্যের অনুকূল সামগ্রীর লাভ হয়,
তখন সেই সেই কার্য্যের ফলভোগ করিতে প্রবৃত্ত হয়॥ ১০॥

বাসনার আনন্ত্যহেতু কিরূপে তাহার নিবারণ হইতে পারে এই আশঙ্কায়
বলিতেছেন।—বাসনার অনন্তর যে অনুভব হয়, তাহাই হেতু। সেই অনু-
ভবের হেতু বিষয়ানুরাগাদি এবং সেই রাগাদির হেতু অবিদ্যা। এইরূপে
সাক্ষাৎ কিম্বা পরম্পরারূপে বাসনাই হেতু হইয়া থাকে। ঐ বাসনার ফল

অতীতানাগতং স্বরূপতো নাস্ত্যধ্বভেদাদ্ধর্ম্মাণাম্ ॥ ১২ ॥

সংগৃহীতত্বাত্তেষাং হেতুনামভাবে জ্ঞানযোগাভ্যাং দগ্ধবীজকল্পত্বে বিহিতে নির্ম্মূলত্বাচ্চ বাসনাঃ প্ররোহং ন যান্তি ন কার্য্যমারভন্ত ইতি তাসাং অভাবঃ ॥ ১১ ॥

নমু প্রতিক্ষণং চিত্তস্য নশ্বরত্বোপলব্ধের্ব্বাসনানাং তৎ ফলানাঞ্চ কার্য্য-কারণভাবেন যুগপদ্ভাবিত্বাদ্ভেদে কথমেকত্বমিত্যাশঙ্ক্য একত্বসমর্থনায়াহ। ইহ অত্যন্তমসতাং ভাবানামুৎপত্তির্ন যুক্তিমতী তেষাং সত্বসম্বন্ধাযোগাৎ ন হি শশবিষাণাদীনাং কচিদপি সত্বসম্বন্ধো দৃষ্টঃ নিরুপাখ্যে চ কার্য্যে কিমুদ্দিশ্য কারণানি প্রবর্ত্তন্তে নহ্যসন্তং বিষয়মালোচ্য কশ্চিৎ প্রবর্ত্ততে। সতামপি বিরোধান্নাভাবসম্বন্ধোঽস্তি যৎ স্বরূপং লব্ধত্তাকং তৎ কথং নিরুপাখ্যতামভাব রূপতাং বা ভজতে ন বিরুদ্ধং রূপং স্বীকরোতীত্যর্থঃ। তস্মাৎ সতাং নাশ-সম্ভবাৎ। অসতাং চ উৎপত্তিসম্ভবাত্তৈস্তৈর্ধর্ম্মৈর্ব্বিপরিণমমানো ধর্ম্মো সদৈকরূপ এবাবতিষ্ঠতে ধর্ম্মাস্ত অধিকত্বেন ত্রৈকালিকত্বেন তত্র ব্যবস্থিতাঃ স্বস্মিন্নধ্বনি ব্যবস্থিতা ন স্বরূপং ত্যজন্তি বর্ত্তমানেঽধ্বনি ব্যবস্থিতাঃ কেবলং ভোগ্যতাং ভজন্তে তস্মাদ্ধর্ম্মাণামতীতানাগতাদিভেদাত্তেনৈব রূপেণ কার্য্য-

---

শরীরাদি, স্মৃতিপ্রভৃতি আশ্রয় এবং বুদ্ধি আলম্বন। হেতু, ফল, আশ্রয় ও আলম্বন এই সকল কারণেই বাসনা সংগৃহীত হয়। এই সকল নিমিত্তের অভাব হইলেই বাসনার অভাব হইয়া থাকে। যেমন বীজ সকল দগ্ধ করিলে সেই সকল বীজের অঙ্কুরোৎপাদন শক্তি থাকে না, সেইরূপ জ্ঞান ও যোগদ্বারা বাসনা নির্ম্মূল হইলে সেই বাসনা আর কোন কার্য্যের আরম্ভ করিতে পারে না; সুতরাং বাসনার অভাব সিদ্ধ হইল ॥ ১১ ॥

প্রতিক্ষণেই চিত্তের নশ্বরত্ব উপলব্ধি হয়; সুতরাং চিত্তগত বাসনাও অনিত্যরূপে প্রতীত হইতেছে।—বাসনা ও তৎফল একদা কার্য্যকারণভাবে উৎপন্ন হয়। অতএব বাসনা যে বিভিন্ন, তাহা সবিশেষ প্রতিপন্ন হইতেছে এবং ইহাতেই বাসনার নানাত্ব জানা যায়। তবে আর বাসনাকে এক বলা যাইতে পারে না। এই নিমিত্ত সেই বাসনার একত্ব সমর্থন করিতেছেন।—এই জগতে যাহারা অত্যন্ত অসৎ তাহাদিগের উৎপত্তি স্বীকার যুক্তিসিদ্ধ

তে ব্যক্তসূক্ষ্মগুণাত্মানঃ ॥ ১৩ ॥

কারণভাবোঽস্মিন্ দর্শনে প্রতিপদ্যতে তস্মাদপবর্গপর্য্যন্তমেকমেব চিত্তং ধর্ম্মিতয়ানুবর্ত্তমানং ন নিহ্নোতুং পার্য্যতে ॥ ১২ ॥

ত এতে ধর্ম্মধর্ম্মিণঃ কিং রূপা ইত্যাহ। যে এতে ধর্ম্মধর্ম্মিণং প্রোক্তাস্তে ব্যক্তসূক্ষ্মভেদেন ব্যবস্থিতাঃ গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমোরূপাস্তদাত্মানস্তৎস্বভাবাস্তৎ-পরিণামরূপা ইত্যর্থঃ। যতঃ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ সুখদুঃখমোহরূপৈঃ সর্ব্বাসাং

নহে,কারণ কখনও তাহাদিগের সত্ব সম্বন্ধ নাই। যেমন কেহ কখনও শশকের শৃঙ্গ দৃষ্টিগোচর করেন নাই। অভাবপ্রতিযোগী প্রদার্থের উদ্দেশে কি কখনও কারণপ্রবৃত্তি হয়? যে বস্তু নাই, তাহার উৎপত্তিও অসম্ভব এবং তাহার কারণও অসম্ভব। আর যে বস্তু সৎ, তাহার অভাবও অসম্ভব। যে যে বস্তু সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে, যে কখনও অভাবকে ভজনা করে না, সদ্বস্তুর অভাব ও অসদ্বস্তুর উৎপত্তির অসম্ভব প্রযুক্ত যে সকল পদার্থ আছে, তাহারা সেই সেই ধর্ম্মরূপে পরিণত হয় এবং সর্ব্বদা একরূপ অবস্থাতেই থাকে। কালত্রয়েই পদার্থগত ধর্ম্ম সকলের একরূপ অবস্থা দেখা যায়। বর্ত্তমান অবস্থাই অতীতকালে ছিল এবং ভবিষ্যৎকালেও থাকিবে। কেবল কোন পদার্থ ভোগ্য ও কোন পদার্থ ভোক্তা হয় এবং অতীত ও ভবিষ্যৎকালে ধর্ম্মীপদার্থের প্রকার ভেদমাত্র হয়, কিন্তু তদ্গত ধর্ম্মের স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ হয় না। এই দর্শনে উক্ত রূপেই কার্য্যকারণভাব প্রতিপন্ন হয়। অতএব মোক্ষলাভ পর্য্যন্ত চিত্ত একই থাকে, তাহার নানাত্ব হয় না ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বে যে ধর্ম্মী শব্দের উল্লেখ হইয়াছে, সেই ধর্ম্মী কে এবং তাহার স্বরূপই বা কি? তাহা নিরূপণ করিতেছেন।—পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মী ব্যক্ত ও সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত আছে এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় তাহার স্বভাব, অতএব কোন কোন পদার্থ ব্যক্তরূপে এবং অন্য কতিপয় পদার্থ সূক্ষ্মরূপে আছে। পরন্তু ইহারাই ধর্ম্মী এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের পরিণাম স্বরূপ।

পরিণামৈকত্বাদ্বস্তুতত্ত্বম্ ॥ ১৪ ॥

বস্তুসাম্যে চিত্তভেদাত্তয়োর্ব্বিবিক্তঃ পন্থাঃ ॥ ১৫ ॥

বাহ্যাভ্যন্তরভেদভিন্নানাং ভাবব্যক্তীনাং অন্বয়ানুগমা দৃশ্যন্তে যদন্বয়ি তত্তৎ-পরিণামিরূপং দৃষ্টং যথা ঘটাদয়ো মৃদন্বিতা মৃৎপরিণামরূপাঃ ॥ ১৩ ॥

যদ্যেতে ত্রয়োগুণাঃ সর্ব্বত্র মূলকারণং কথমেকোধর্ম্মীতি ব্যাপদেশঃ ইত্যাশঙ্ক্যাহ। যদ্যপি ত্রয়োগুণাস্তথাপি তেষামঙ্গাঙ্গিভাবগমনলক্ষণো যঃ পরিণামঃ ক্বচিৎ সত্বমঙ্গি ক্বচিদ্রজঃ ক্বচিচ্চ তম ইত্যেবং রূপস্তস্যৈকত্বাদ্বস্তুতত্ত্বমেকত্বমুচ্যতে যথেয়ং পৃথিবী অয়ং বায়ুরিত্যেবমাদি ॥ ১৪ ॥

ননু চ জ্ঞানস্য ব্যতিরিক্তে সত্যর্থে বস্ত্বেকমনেকং বা বক্তুং যুজ্যতে যদা বিজ্ঞানমেব বাসনাবশাৎ কার্য্যকারণভাবেনাবস্থিতং তথা তথা প্রতিভাতি

যেহেতু সংসারের সুখ, দুঃখ ও মোহ ইহারা সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের পরিণাম, ইহাদ্বারাই ব্যক্ত ও অব্যক্তভেদে বিভিন্ন যাবতীয় পদার্থ অনুগত আছে, যেমন ঘটাদিপদার্থ মৃত্তিকার পরিণামস্বরূপ, সেইরূপ সমুদায় দৃশ্য পদার্থই উক্ত গুণত্রয়ের পরিণামভূত ॥ ১৩ ॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, যাবতীয় পদার্থই সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের পরিণাম স্বরূপ, সুতরাং ঐ গুণত্রয়ই সমুদায় পদার্থের মূল কারণ; তবে ধর্ম্মীর একত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইল? যেহেতু গুণ ত্রিবিধ, অতএব ধর্ম্মীও তিন প্রকারই হওয়া উচিত, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যদিও গুণ ত্রিবিধ,তথাপি তাহাদিগের অঙ্গাঙ্গিভাবলক্ষণ পরিণামদ্বারা ধর্ম্মীকে এক বলাযায়। কোন স্থলে সত্ব অঙ্গী এবং রজঃ ও তমঃ অঙ্গ। অন্য কোনস্থলে রজঃ অঙ্গী এবং সত্ব ও তমঃ অঙ্গ এবং কোন কোনস্থলে বা তমঃ অঙ্গী, সত্ব ও রজঃ অঙ্গভাবে বিদ্যমান থাকে, এইরূপে বস্তুতত্ত্বের একত্ব সিদ্ধ হইল। যেমন এই পৃথিবী ও এই বায়ু ইত্যাদি। (এইস্থলে পৃথিবীর অন্ধকারত্ব ও বায়ুর রূপত্ব এক ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবী ও বায়ুকে এক বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ অন্যান্য ধর্ম্মীপদার্থেরও ধর্ম্মগত একত্ব লইয়া ধর্ম্মীর একত্ব প্রতিপন্ন হয়) ॥ ১৪ ॥

যদি বস্তু জ্ঞানের অতিরিক্ত হয়, তাহাহইলেই বস্তু এক বা অনেক বলিতে পার, যখন বাসনাবশতঃ এক বিজ্ঞানই কার্য্যকারণভাবে পরিণত হইয়া অব-

তদা কথমেতচ্ছক্যতে বক্তুমিত্যাশঙ্ক্যাহ। তয়োর্জ্ঞানার্থয়োর্বিবিক্তঃ পন্থা বিবিক্তো মার্গদেশ ইতি যাবৎ কথং বস্তুসাম্যে চিত্তভেদাৎ সমানে বস্তুনি স্ত্র্যাদাবুপলভ্যমানে লাবণ্যাদৌ নানাপ্রমাতৃণাং চিত্তস্য ভেদঃ সুখদুঃখমোহ-রূপতয়া সমুপলভ্যতে। তথাহি একস্যাং রূপলাবণ্যবত্যাং যোষিতি উপ-লভ্যমানায়াং সরাগস্য সুখমুৎপদ্যতে সপত্ন্যাস্তদ্দ্বেষঃ পরিব্রাজকাদের্ঘৃণা ইত্যেকস্মিন্ বস্তুনি নানাবিধোদয়াৎ কথঞ্চিৎ ন কার্য্যত্বং বস্তুন একচিত্ত-কার্য্যত্বে বস্ত্বৈকত্বরূপতয়ৈবাবভাসতে কিঞ্চ চিত্তকার্য্যত্বে বস্তুনো যদীয়স্য

স্থিত থাকে, তখন আর তাহা বলিতে পার না, এই উপক্রমে বলিতে-ছেন।—জ্ঞান ও বস্তু ইহাদিগের পন্থা বিভিন্ন, যেহেতু বস্তুসাম্যেও চিত্তের বিভিন্নতা আছে। যেমন একটী বস্তুতে, অর্থাৎ রূপলাবণ্যাদিশালিনী একটি স্ত্রীসমীপে উপস্থিত থাকিলে যাহারা সেই স্ত্রীকে দর্শন করে, তাহা-দিগের মধ্যেও ব্যক্তি বিশেষে সুখ, দুঃখ ও মোহ হইয়া থাকে, কিন্তু এক বস্তু বলিয়াই যে সকলের চিত্তের একরূপ ভাব হইবে, তাহার বিশ্বাস নাই। সেই রূপলাবণ্যাদিশালিনী যুবতী সমক্ষে উপস্থিত থাকিলে সেই কামিনীরপ্রতি যাহার চিত্তের অনুরাগ থাকে, তাহার সুখানুভব হইতে থাকে, সেই স্ত্রীর সপত্নীর অন্তঃকরণে অসহ্য যন্ত্রণা হইয়া তাহার প্রতি দ্বেষভাব উপস্থিত হয় এবং যাহারা সংসারবাসনা বিসর্জ্জন দিয়া প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা সেই স্ত্রীকে দেখিলে ঘৃণা করিয়া থাকেন। এইরূপে এক বস্তুতে নানাপ্রকার চিত্তের ভাব দেখা যায়, কিন্তু তথাপিও চিত্ত এক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। যেমন এক স্ত্রীতে নানাপ্রকার জ্ঞান হইলে সেই স্ত্রী এক ভিন্ন দুই নহে, সেইরূপ চিত্তের বাসনা অনেক বটে, কিন্তু সেই চিত্ত একই থাকে। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বস্তুমাত্রই কেবল এক চিত্তের বিষয় নহে। তাহাহইলে সকল বস্তুই এক বলিয়া প্রতিপন্ন হইত। আর যদি বস্তুমাত্রকে এক চিত্তের বিষয় বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে একবার যে বস্তু যে চিত্তের বিষয় হইয়াছিল, সেই চিত্ত অন্য বস্তুতে আশক্ত হইলে সেই বস্তু থাকিতে পারিত না, কিন্তু এমত অবস্থায় সেই বস্তুকে অন্যান্য বহু চিত্তে লাভ করিয়া থাকে। যখন এক বস্তুকে অনেকে লাভ করিতেছে দেখা যায়, তখন আর বস্তুকে চিত্ত

চিত্তস্য তদ্বস্তু কার্য্যং তস্মিন্নর্থান্তরব্যাসক্তে তদ্বস্তু ন কিঞ্চিৎ স্যাৎ ভবত্বিতি চেন্ন তদেব কথমন্যৈর্বহুভিরুপলভ্যতে। উপলভ্যতে চ তস্মান্ন চিত্তকার্য্যং অথ যুগপদ্বহুভিঃ সোঽর্থঃ ক্রিয়তে। তদা বহুনির্ম্মিতস্যার্থস্যৈকনির্ম্মিতাদ্বৈলক্ষণ্যং স্যাৎ। যদা তু বৈলক্ষণ্যং নেষ্যতে তদা কারণভেদে কার্য্যভেদস্যাভাবে নির্হেতুকমেকরূপং বা জগৎ স্যাৎ। এতদুক্তং ভবতি সত্যপি ভিন্নে কারণে যদি কার্য্যস্যাভেদস্তদা সমগ্রং জগৎ নানাবিধকারণজন্যমেকরূপং স্যাৎ। যদ্যেবং কথং তেন ত্রিগুণাত্মনা চিত্তেনৈকস্যৈব প্রমাতুঃ সুখদুঃখ মোহময়ানি জ্ঞানানি জন্যন্তে। নৈবং যথার্থস্ত্রিগুণস্তথা চিত্তমপি ত্রিগুণং তস্যার্থপ্রতিভাসোৎপত্তৌ ধর্ম্মাদয়ঃ সহকারিকারণং তদুদ্ভবাভিভববশাৎ কদাচিৎ চিত্তস্য তেন তেন রূপেণাভিব্যক্তিঃ তথা চ কামুকস্য সন্নিহিতায়াং যোষিতি ধর্ম্মসহকৃতং চিত্তং পরিণমমানং সত্ত্বস্যাঙ্গিতয়া সুখময়ং ভবতি।

কার্য্য বলিতে পার না। যদি বস্তুকে একদা বহুচিত্তের কার্য্য বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে সকল বস্তুই এক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। আর যদি বল, একদা বহু চিত্তমিলিত হইয়া বস্তুনির্ম্মাণ করে, তাহাও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ তাহাহইলে বহু চিত্ত নির্ম্মিত বস্তু এক চিত্তনির্ম্মিত বস্তু হইতে পৃথক্ হইতে পারে, কিন্তু বস্তুসকল একরূপ হইতে পারে না। আর যদি ইহাও বল যে, এক চিত্তনির্ম্মিত বস্তু ও বহু চিত্তনির্ম্মিত বস্তুর বৈলক্ষ্যণের প্রমাণ কি? তাহাহইলে কারণভেদে যে কার্য্যের বিভিন্নভাব হয়, তাহার অভাবপ্রযুক্ত অহেতুক এই সমুদায় জগৎ একরূপ হইতে পারে। যদি কারণ বিভিন্ন হইলেও কার্য্যের ভেদ না হয়, তবে সমগ্র জগৎ নানাবিধ কারণজন্য হইলেও একরূপ হইত। আর যদি কারণভেদ স্বীকার না কর, তাহাহইলে এই জগৎ অকারণে স্বয়ং উৎপন্ন হইতেছে, এইরূপ জ্ঞান হইতে পারে। যদি এইরূপ হইল, তবে এক ব্যক্তির ত্রিগুণাত্মক চিত্তে কিরূপে সুখ, দুঃখ ও মোহময় জ্ঞান হইতে পারে? একথা বলিতে পার না; যেহেতু যেমন অর্থত্রিগুণ, সেইরূপ চিত্তও ত্রিগুণ। যখন সেই চিত্তে অর্থ প্রতিভাসিত হইতে থাকে, তখন ধর্ম্মাদি তাহার সহকারি কারণ হয় এবং সেই ধর্ম্মাদির উদ্ভব ও অভিভববশতঃ কখন কখন চিত্তের সেই সেইরূপে প্রকাশ হইতে থাকে। অতএব এক চিত্তের যে নানাপ্রকার অবস্থা হয়, তাহা সত্ত্ব, রজঃ ও

তদুপরাগাপেক্ষিত্বাচ্চিত্তস্য বস্তুজ্ঞাতাজ্ঞাতম্ ॥ ১৬ ॥

তদেব অধর্ম্মসহকারি রজসোঽঙ্গিতয়া দুঃখরূপং সপত্নীমাত্রস্য ভবতি তীব্রা ধর্ম্মসহকারিতয়া তমসোঽঙ্গিত্বেন কোপনায়াঃ সপত্ন্যা মোহময়ং ভবতি তস্মাদ্বিজ্ঞানস্য ব্যতিরেকেণাস্তি গ্রাহ্যার্থঃ। তদেবং বিজ্ঞানার্থয়োস্তাদাত্ম্যবিরোধান্ন কার্য্যকারণভাবঃ। কারণাভেদে সত্যপি কার্য্যস্য ভেদেঽতিপ্রসঙ্গাদিতি জ্ঞানাদ্ব্যতিরিক্তত্বমর্থস্য ব্যবস্থিতম্ ॥ ১৫ ॥

যদ্যেবং জ্ঞানঞ্চেৎ প্রকাশকত্বাদ্গ্রহণস্বভাবমর্থশ্চ গ্রাহ্যস্বভাবস্তদা যুগপৎ সর্ব্বানর্থান্ কথং ন গৃহ্লাতি ন স্মরতি চেত্যাশঙ্কাং পরিহর্ত্তুমাহ। তস্যার্থস্যো পরাগাদাকারসমর্পণাৎ চিত্তে বাহ্যং বস্তু জ্ঞাতমজ্ঞাতঞ্চ ভবতি। অয়মর্থঃ সর্ব্বঃ পদার্থৈঃ আত্মলাভে চিত্তং সামগ্রীমপেক্ষতে। নীলাদিজ্ঞানঞ্চোপজায়মানমিন্দ্রিয়প্রণালিকয়া সমাগতমর্থোপরাগং সহকারিকারণত্বেনাপেক্ষতে। ব্যতিরিক্তস্যার্থস্য সম্বন্ধাভাবাদ্গৃহীতুমশক্যত্বাৎ ততশ্চ যেনৈবার্থেনাস্য স্বরূ-

---

তমঃ এই গুণত্রয়ের কার্য্য। যেমন কামুক ব্যক্তির নিকট স্ত্রী উপস্থিত থাকিলে ধর্ম্মসহকৃত চিত্ত সত্বগুণে পরিণত হয়, তখন সেই কামুকের চিত্তে সুখ উপস্থিত হয়। সেই স্ত্রীর সপত্নীর চিত্ত যখন অধর্ম্ম সহকারে রজোগুণের পরিণাম প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার চিত্ত দুঃখময় হইয়া থাকে এবং কোপনা সপত্নীর চিত্ত যখন রজোগুণের আক্রমণে অভিভূত হয়, তখন সেই সপত্নীর চিত্ত মোহিত হয়। এই সকল কারণে বস্তু ও বস্তুজ্ঞানের বিভিন্নতা বশতঃ বিজ্ঞান কারণ ও বস্তু কার্য্যরূপে প্রতিপন্ন হইল। সুতরাং কারণের অভেদ হইলে কার্য্যের ভেদ স্বীকার করিতে পার না; অতএব বস্তু ও বস্তুজ্ঞান ইহারা বিভিন্ন হইল ॥ ১৫ ॥

এইরূপ যদি জ্ঞানের প্রকাশকত্বহেতু তাহার গ্রহণ স্বভাব ও বস্তুর গ্রাহ্য স্বভাব প্রতিপন্ন হইল, তবে একদা সকল বস্তুর গ্রহণ ও স্মরণ হয় না কেন? এই আশঙ্কাপরিহারার্থ বলিতেছেন।—চিত্তে যে বস্তুর নীলাদিরূপ পতিত হয়, সেই বস্তুর জ্ঞান হইতে থাকে এবং যে বস্তুর আকার চিত্তে সংক্রান্ত হয় না সেই বস্তুর জ্ঞানও হয় না। বাস্তবিক ইন্দ্রিয়দ্বারা বস্তুর আকার চিত্তে প্রতিফলিত হয়, অর্থাৎ যেরূপ আকার দর্শন হয় ও যেরূপ শব্দের শ্রবণ হয়,

সদাজ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়স্তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যাপরিণামি-
ত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

পোপরাগঃ কৃতস্তমেবার্থং তজ্জ্ঞানং ব্যবহারযোগ্যতাং জনয়তি। ততঃ সোঽর্থঃ জ্ঞাত উচ্যতে যেন চাকারো ন সমর্পিতঃ স ন জ্ঞাতত্বেন ব্যবহ্রিয়তে যস্মিংশ্চানুভূতেঽর্থে সাদৃশ্যাদিরর্থঃ সংস্কারমুদ্বোধয়ন্ সহকারিতাং প্রতিপদ্যতে তস্মিন্নেবার্থে স্মৃতিরুপজায়তে ইতি ন সর্ব্বত্র জ্ঞানং নাপি স্মৃতিরিতি ন কশ্চিদ্বিরোধঃ ॥ ১৬ ॥

যদ্যেবং প্রমাতাপি পুরুষো যস্মিন্ কালে নীলং বেদয়তে তস্মিন্ কালে পীতাদিমতশ্চিত্তসত্ত্বস্যাপি কদাচিৎ গৃহীতরূপত্বাদাকারগ্রহণে পরিণামিত্বং প্রাপ্তমিত্যাশঙ্কাং পরিহর্ত্তুমাহ। যা এতাশ্চিত্তস্য প্রমাণবিপর্য্যয়াদিরূপা বৃত্তয়স্তাস্তৎপ্রভোশ্চিত্তস্য গ্রহীতুঃ পুরুষস্য সদা সর্ব্বকালমেব জ্ঞেয়াঃ তস্য চিদ্রূপতয়াঽপরিণামাৎপরিণামিত্বাভাবাদিত্যর্থঃ। যদ্যসৌ পরিণামী স্যাৎ তদা পরিণামস্য কাদাচিৎকত্বাৎ তাসাং চিত্তবৃত্তীনাং সদা জ্ঞাতত্বং নোপ-

---

আত্মার সহযোগে তৎক্ষণাৎ সেইরূপ আকার বিশিষ্ট বস্তু চিত্তে প্রকাশ পাইতে থাকে। ইহাতেই সেই সেই বস্তুর জ্ঞান হয় এবং যে যে বস্তু পূর্ব্বে দৃষ্ট বা শ্রুত হইয়াছে, কালান্তরে সংস্কারবশতঃ সেই সেই বস্তুর স্মরণ হইলেও ঐ সকল বস্তুর জ্ঞান হইতে থাকে। যে বস্তু কখন দেখে নাই বা শুনে নাই, সেই বস্তুর জ্ঞান হয় না, তাহাই অজ্ঞাত থাকে। এই বাহ্য বস্তু সকলের মধ্যে কোন কোন বস্তু জ্ঞাত ও কোন বস্তু অজ্ঞাত থাকে, সুতরাং এককালে সকল বস্তুর জ্ঞান বা স্মরণ হয় না ॥ ১৬ ॥

এইক্ষণ যদি এইরূপ হইল যে, প্রমাতাপুরুষ অর্থাৎ চৈতন্যময় আত্মা সকল বস্তু গ্রহণ করিতে পারেন। যে সময়ে নীলবর্ণের জ্ঞান হয়, সেই সময়ে পীতবর্ণেরও জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহাহইলে ঐ সকল আকারগ্রহণে প্রমাতাপুরুষের, অর্থাৎ চৈতন্যময় আত্মার পরিণামিত্ব হইতে পারে, এই আশঙ্কা নিবারণার্থ আত্মার পরিণামিত্ব নিরাস করিতেছেন।—যিনি পুরুষ, চৈতন্য, তিনিই প্রমাণবিপর্য্যয়াদি চিত্তবৃত্তি, অন্যান্য বস্তু এবং চিত্তের প্রভু।

ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

পদ্যতে। অয়মর্থঃ পুরুষস্য চিদ্রূপস্য সদৈবাধিষ্ঠাতৃত্বেন ব্যবস্থিতস্য যদন্ত-রঙ্গং নির্ম্মলসত্ত্বং তস্যাপি সদৈবাবস্থিতত্বাদ্‌যেনার্থেনোপরক্তং ভবতি তথা-বিধস্যার্থস্য সদৈব চিচ্ছায়াসংক্রান্তিসম্ভাবস্তস্যাং সত্যাং জ্ঞাতৃত্বমিতি ন কদা-চিৎ ক্বচিৎ পরিণামিত্বাশঙ্কা ॥ ১৭ ॥

নন্থ চিত্তমেব যদি সত্ত্বোৎকর্ষাৎ প্রকাশকং তদা স্বপরপ্রকাশরূপত্বাদা-ত্মানমর্থঞ্চ প্রকাশয়তীতি তাবতৈব ব্যবহারসমাপ্তিঃ কিং গ্রহীত্রন্তরেণেত্যা-শঙ্কামপনেতুমাহ। ন তচ্চিত্তং স্বাভাসং স্বপ্রকাশকং ন ভবতি পুরুষ বেদ্যং

ঐ পুরুষচৈতন্য সর্ব্বদা সকল বস্তু গ্রহণ করিয়া থাকেন। সকল পদার্থই সেই পুরুষচৈতন্যের জ্ঞাত হয়। কিন্তু সেই জ্ঞাতা পুরুষ চিন্ময়, এই নিমিত্ত তিনি অপরিণামী, তাঁহার কোনরূপ পরিণাম, অর্থাৎ অবস্থান্তর হয় না। যদি সেই চিন্ময় আত্মার পরিণাম থাকিত, তাহাহইলে, এক বস্তুতেই তাহার পরিণাম হইয়া যাইত, প্রমাণবিপর্য্যয়াদি চিত্তবৃত্তি ও অন্যান্য বস্তু তাঁহার পরিজ্ঞাত হইতে পরিণত না। অতএব সেই চিন্ময় পুরুষই সর্ব্ব বিষয়ের জ্ঞাতা; সুতরাং তাঁহার পরিণামিত্ব হইতে পারে না। কিন্তু চিত্তের সত্ত্বোৎ-কর্ষ হেতু তাহার পরিণামিত্ব আছে। এই নিমিত্তই তাহার নির্ম্মলতাবশতঃ যখন তাহাতে যে যে বস্তু প্রতিফলিত হয়, তখন আত্মাতে সেই সেই বস্তুর জ্ঞান হইতে থাকে। বাস্তবিক তাহাহইলেই চিত্তের জ্ঞান হইয়া থাকে। অতএব আত্মার কখনও পরিণামিত্বাশঙ্কা হইতে পারে না। ১৭ ॥

যদি চিত্তের সত্ত্বগুণের নির্ম্মলতাপ্রযুক্ত তিনি স্বয়ং প্রকাশ পাইতে পারেন, অর্থাৎ তিনি আপনিই আপনাকে জানিতে পারেন, তবে আর অন্য জ্ঞাতা-পুরুষের প্রয়োজন কি? (চিত্তের স্বয়ং প্রকাশকতা স্বীকার করিলে অন্য জ্ঞাতা-পুরুষ স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই,) এই আশঙ্কা নিবারণার্থ বলিতে-ছেন।—যেহেতু চিত্ত আত্মার দৃশ্য, অতএব তিনি স্বাভাসক অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশক পাইতে পারেন না। সেই চিত্ত ঘটাদির ন্যায় দৃশ্য ও জড়পদার্থ, অতএব তিনি দ্রষ্টা হইতে পারেন না। যে বস্তু দৃশ্য সেই বস্তু অবশ্যই দ্রষ্টারি

একসময়ে চোভয়ানবধারণাৎ ॥ ১৯ ॥

ভবতীতি যাবৎ কুতঃ দৃশ্যত্বাৎ যৎ দৃশ্যং তৎ দ্রষ্টৃবেদ্যং দৃষ্টং ঘটাদি দৃশ্যঞ্চ চিত্তং তস্মান্ন স্বাভাসম্ ॥ ১৮ ॥

নন্বু সাধ্যাবিশিষ্টোঽয়ং হেতুঃ দৃশ্যত্বমেব চিত্তস্যাসিদ্ধং কিঞ্চ স্ববুদ্ধিসংবেদনদ্বারেণ হিতাহিতপ্রাপ্তিপরিহাররূপা বৃত্তয়ো দৃশ্যন্তে। তথাহি ক্রুদ্ধোঽহং ভীতোঽহমত্র মে রাগ ইত্যেবমাদ্যা সংবিদ্ বুদ্ধেরসংবেদনে নোপপদ্যেতেত্যাশঙ্কামপনেতুমাহ। অথস্য সংবিত্তিরিদন্তয়া ব্যবহারযোগ্যতামাপাদনম্। অয়মর্থঃ। সুখহেতুর্দুঃখহেতুর্ব্বেতি বুদ্ধেঃ সংবিদহমিত্যেকমাকারেণ সুখদুঃখরূপতয়া ব্যবহারক্ষমতাপাদনমেবংবিধঞ্চ ব্যাপারদ্বয়মর্থপ্রত্যক্ষকালে ন যুগপৎ কর্ত্তুং শকং বিরোধাৎ ন হি বিরুদ্ধয়োর্ব্ব্যাপারয়োর্যুগপৎ সম্ভবোঽস্তি অত একস্মিন্ কালে উভয়স্য স্বরূপস্যার্থস্য চাবধারয়িতুমশক্যত্বাৎ ন চিত্তং স্বপ্রকাশকং ভবতি। কিন্তু এবংবিধব্যাপারদ্বয়ং নিষ্পাদ্য ফলদ্বয়স্যাসম্বেদনাদ্বহির্ম্মুখতয়ৈব স্বনিষ্ঠত্বেন চিত্তস্য স্বয়ং বেদনাদর্থনিষ্ঠমেব ফলং ন স্বনিষ্ঠমিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

জ্ঞেয় হয়। সেই দ্রষ্টা পুরুষ আত্মা, সেই আত্মাই তাহাকে প্রকাশ করেন। আত্মার সহায় ব্যতিরেকে চিত্ত কিছুই জানিতে পারে না। (আত্মার সংসর্গে চিত্তে সত্ত্বগুণের প্রকাশ হয়, তাহাতেই চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া থাকে। ইহাতেই সামান্য বুদ্ধিতে চিত্তকে জ্ঞাতা বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক আত্মাভিন্ন জ্ঞাতাপুরুষ আর কেহ নাই। অতএব সেই জ্ঞাতাপুরুষ আত্মাই চিত্তকে প্রকাশ করে, সুতরাং জ্ঞাতাপুরুষ স্বীকার করিতে হয়) ॥১৮॥

পূর্ব্বোক্তসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, চিত্ত দৃশ্য পদার্থ, অতএব তাহার স্বপ্রকাশকত্ব সম্ভব হয় না। যদি চিত্তের স্বপ্রকাশকত্বই সম্ভবনা হইল, তবে স্ববুদ্ধিদ্বারা কিরূপে হিতাহিত জ্ঞান; অর্থাৎ এককালে আমি ক্রুদ্ধ ও আমি ভীত ইত্যাদি জ্ঞান, হইতে পারে? এই আশঙ্কা নিবারণার্থ বলিতেছেন।—বুদ্ধির অনবধারণ, অর্থাৎ স্বাভাবিক জ্ঞান নাই, অতএব পরস্পর বিরুদ্ধ সুখহেতু ও দুঃখহেতু এই উভয় ব্যাপার এক সময়ে হইতে পারে না। সুতরাং "আমি সুখী ও আমি দুঃখী" এইরূপ জ্ঞানও এক সময়ে হয় না।

চিত্তান্তরদৃশ্যেবুদ্ধেরতিপ্রসঙ্গঃ স্মৃতিসঙ্করশ্চ ॥ ২০ ॥

নমু মাভূদ্‌বুদ্ধেঃ স্বয়ং গ্রহণং বুদ্ধ্যন্তরেণ ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ। যদি হি বুদ্ধির্বুদ্ধ্যন্তরেণ বেদ্যতে সাপি বুদ্ধিঃ স্বয়মেব স্বীয়ভাবরূপমজ্ঞাত্বা অবুদ্ধা বুদ্ধ্যন্তরং প্রকাশয়িতুমসমর্থেতি তস্যাগ্রাহকং বুদ্ধ্যন্তরং কল্পনীয়ং স্মৃতিসঙ্করশ্চ। তস্যা অপ্যন্যদিত্যবস্থানাৎ পুরুষান্তরেণার্থপ্রতীতির্ন স্যাৎ ন হি প্রতীতৌ অপ্রতীতায়ামর্থঃ প্রতীতো ভবতি। স্মৃতিসঙ্করশ্চ প্রাপ্নোতি রূপে রসে সমুৎপন্নায়াং বুদ্ধৌ তদ্‌গ্রাহিকাণামনন্তানাং বুদ্ধীনাং সমুৎপত্তেবুর্দ্ধিজনিতৈঃ সংস্কারৈর্যদা যুগপদ্‌বহ্ব্যঃ স্মৃতয়ঃ ক্রিয়ন্তে তদা বুদ্ধেরপর্য্যবসানাৎ বুদ্ধিস্মৃতী-

---

কিন্তু আত্মার সহযোগে এইরূপ জ্ঞান হইতে পারে, যেহেতু আত্মা স্বপ্রকাশক ও পরপ্রকাশক, অর্থাৎ তিনি আপনি প্রকাশ পায়েন এবং অপরকেও প্রকাশ করিতে পারেন। (ইহাতে জানা যায় যে, আত্মার সহযোগে বুদ্ধিদ্বারা চিত্তের বস্তুজ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু সেই চিত্তের স্বপ্রকাশত্ব জ্ঞান হইতে পারে না) ॥ ১৯ ॥

যদিও বুদ্ধির স্বয়ং গ্রহণশক্তি না থাকুক, কিন্তু বুদ্ধ্যন্তর সহকারে তাহার গ্রহণশক্তি হইতে পারে। যদি বল, বুদ্ধিও অন্য বুদ্ধিদ্বারা আপনাকে জানেন, এই কথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ যে বুদ্ধি অন্য বুদ্ধিদ্বারা আপনাকে জানে, সেই বুদ্ধি স্বীয় স্বভাব জানিতে পারে না, অথচ অন্য বুদ্ধিকে প্রকাশ করিবে, তাহা সম্ভব হয় না, অতএব বুদ্ধ্যন্তর কল্পনা করা বৃথা। এই নিমিত্ত এক সময়ে নানাপ্রকার স্মৃতি, অর্থাৎ এক বুদ্ধিতে রূপজ্ঞান ও রসজ্ঞান ইত্যাদিরূপে স্মৃতিসঙ্কর হইতে পারে না, তবে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, চিন্ময়পুরুষ হইতে নানাপ্রকার স্মৃতি হইতে পারে। যেহেতু আত্মাই বুদ্ধিদ্বারা এককালে রূপরসাদি নানাপ্রকার বিষয় জানিতে পারেন। আত্মাভিন্ন মনঃ বুদ্ধিপ্রভৃতি সকলই জড়পদার্থ, অতএব তাহারা স্বভাবতঃ আপনি আপনাকে জানিতে পারে না, এই নিমিত্ত আত্মার স্মৃতিসঙ্কর হইতে পারে। রূপ ও রস বিষয়ে যে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, সেই সকল অনন্ত বুদ্ধিজন্য সংস্কার। যখন একদা অনেক স্মৃতি সমুৎপাদন করে, তখন বুদ্ধির অনন্ততাহেতু একদা বহু বুদ্ধি ও

চিতেরপ্রতিসংক্রামায়াস্তদাকারাপত্তৌ বুদ্ধিসংবেদনম্ ॥ ২১ ॥

নাপি বহ্বীনাং যুগপদুৎপত্তেঃ কস্মিন্নর্থে স্মৃতিরিয়মুৎপন্নেতি জ্ঞাতুমশক্যত্বাৎ স্মৃতীনাং সঙ্করঃ স্যাৎ ইয়ং রূপে স্মৃতিরিয়ং রসে স্মৃতিরিতি ন জ্ঞায়তে ॥ ২০ ॥

ননু বুদ্ধেঃ স্বপ্রকাশত্বাভাবে বুদ্ধ্যন্তরে চাসংবেদনে কথং অয়ং বিষয়-সংবেদনরূপো ব্যবহার ইত্যাশঙ্ক্য স্বসিদ্ধান্তরমাহ। পুরুষশ্চিদ্রূপত্বাচ্চিতিঃ সা অপ্রতিসংক্রমা ন বিদ্যতে প্রতিসংক্রমোঽন্যত্র গমনং যস্যাঃ সা তথোক্তা অন্যেনাসঙ্কীর্ণেতি যাবৎ। যথা গুণা অঙ্গাদিভাবলক্ষণে পরিণামে অঙ্গিনং গুণং সংক্রামন্তি তদ্রূপতামিবাপদ্যন্তে যথা বা লোকে পরমাণবঃ প্রসরন্তো বিষয়মারোপয়ন্তি নৈবং চিতিশক্তিস্তস্যাঃ সর্ব্বদৈকরূপতয়া সুপ্রতিষ্ঠিতত্বেন ব্যবস্থিতত্বাৎ অতস্তৎসন্নিধানে যদা বুদ্ধিস্তদাকারতামাপদ্যতে চেতনোপ-জায়তে বুদ্ধিবৃত্তিপ্রতিসংক্রান্তা চ যদা চিচ্ছক্তিঃ বুদ্ধিবৃত্তিবিশিষ্টতয়া সংবেদ্যতে তদা বুদ্ধেঃ স্বস্যাত্মনা বেদনং সংবেদনং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

বহু স্মৃতিরও উৎপত্তি হয়, তখন কোন্ বিষয়ে স্মৃতি উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা কেহ নির্ণয় করিতে পারে না, অর্থাৎ স্মৃতিসঙ্করকালে এইটি রূপের স্মৃতি, কি এইটি রসের স্মৃতি, ইহা জানিতে পারে না ॥ ২০ ॥

যদি বুদ্ধির স্বপ্রকাশকতা শক্তির অভাব ও বুদ্ধ্যন্তরেও ঐ রূপ জ্ঞানের অভাব প্রতিপন্ন হইল, তবে এইটি বিষয় এবং এইটি বিষয় জ্ঞান, এই সকল ব্যবহার কিরূপে হইতে পারে? এই আশঙ্কা করিয়া আপন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতেছেন।—যে সময়ে বুদ্ধি অন্য বিষয়ে অনাশক্ত হইয়া কেবল সেই চিন্ময় পুরুষেতে অবস্থিতিপূর্ব্বক সেই চিন্ময় আত্মার চিৎস্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ চিৎস্বরূপ বুদ্ধি বৃত্তিতে প্রকাশ পাইতে থাকে, অতএব বুদ্ধি স্বীয় স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া আপনাকে বুদ্ধি বলিয়া জানিতে পারে। যেমন গুণ সকল (অর্থাৎ উক্ত ত্রিগুণ) অঙ্গাদি পরিণামকালে অঙ্গীয় গুণসংক্রান্ত হয়, যেমন পরমাণু সকল সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া বিষয়ান্তর আরোপিত-করে, সেইরূপ বুদ্ধি আত্মার স্বরূপে সংক্রান্ত হইলেই স্বীয়স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইতে পারে ॥ ২১ ॥

দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্ব্বার্থম্ ॥ ২২ ॥

ইত্থং স্বসংবিদিতং চিত্তং সর্ব্বানুগ্রহণে সামর্থ্যেন সকলনির্ব্বাহক্ষমং ভবিষ্যতীত্যাহ। দ্রষ্টা পুরুষস্তেনোপরক্তং তৎসন্নিধানে তদ্রূপতামিব প্রাপ্নোতি দৃশ্যোপরক্তং বিষয়োপরক্তং গৃহীতবিষয়াকারপরিণামং যদা ভবতি তদা তদেব চিত্তং সর্ব্বার্থগ্রহণসমর্থং ভবতি। যথা নির্ম্মলং স্ফটিকদর্পণাদ্যেব প্রতিবিম্বগ্রহণসমর্থমেবং রজস্তমোভ্যামনভিভূতং সত্ত্বং শুদ্ধত্বাৎ চিচ্ছায়া গ্রহণসমর্থং ভবতি ন পুনরশুদ্ধত্বাদ্রজস্তমসী তদঙ্গভূতরজস্তমোরূপমঙ্গিতয়া সত্ত্বং নিশ্চলপ্রদীপশিখাকারং সদৈকরূপতয়া পরিণমমানং চিচ্ছায়াগ্রহণসামর্থ্যাদামোক্ষপ্রাপ্তেরবতিষ্ঠতে। যথা অয়স্কান্তসন্নিধানে লোহস্য চলনমাবির্ভবতি। এবং চিদ্রূপপুরুষসন্নিধানে সত্ত্বস্যাভিব্যঙ্গ্যমভিব্যজ্যতে চৈতন্যম্। অতএব অস্মিন্ দ্বে চিত্তবৃত্তী নিত্যোদিতাভিব্যঙ্গ্যা চ নিত্যোদিতা চিচ্ছক্তিঃ পুরুষে তৎসন্নিধানাদভিব্যক্তমভিব্যঙ্গ্যচৈতন্যং সত্ত্বমভিব্যঙ্গ্যা চিচ্ছক্তিঃ তদতা-

---

পূর্ব্বসূত্রে যেরূপ বুদ্ধির বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহাতে চিত্ত আপনি আপনাকে জানিতে পারে, সকল প্রকার সূক্ষ্মবস্তু গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় এবং সর্ব্ব কার্য্যসাধন করিতে পারে। যে সময়ে দ্রষ্টাপুরুষ চৈতন্যকর্ত্তৃক দৃশ্যপ্রকৃতিতে উপরক্ত, বিষয়ে অনুরক্ত ও বিষয়াকারে পরিণত হয়, তখন চিত্ত সর্ব্বার্থ গ্রহণ করিতে পারে এবং আপনি আপনাকে জানিতে সমর্থ হয়। যেমন নির্ম্মল স্ফটিকের দর্পণ সকল বস্তু গ্রহণ করিতে পারে, সেইরূপ চিত্ত রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া যখন কেবল নির্ম্মল সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করে, তখন তাহাতে সত্ত্বগুণের চিচ্ছায়া পতিত হইয়া আত্মার প্রতিবিম্ব পড়িতে থাকে, তাহাতে চিত্ত তন্নিকটস্থ সর্ব্ব বস্তুগ্রহণে সমর্থ হয়। তখন সমল রজঃ ও তমোগুণ চিত্তকে অধিকার করিতে পারে না, কেবল সত্ত্বগুণের আশ্রয়ে নিশ্চল প্রদীপ কলিকার ন্যায় মোক্ষলাভ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। যেমন অয়স্কান্তমণি লৌহের নিকটবর্ত্তী হইলে তাহাতে লৌহ সংযুক্ত হয়, সেইরূপ চিত্তও নির্ম্মল সত্ত্বগুণের সন্নিহিত হইলে সেই নির্ম্মল সত্ত্বগুণ আসিয়া চিত্তে পতিত হয়। এইরূপ হইলেই চিত্ত আপনি আপনাকে জানিয়া সর্ব্বপদার্থ গ্রহণে সমর্থ হইয়া মোক্ষপ্রাপ্তির পথে গমন করিতে

স্তুসন্নিহিতত্বাদন্তরঙ্গং পুরুষস্য ভোগ্যতাং প্রতিপদ্যতে। তদেব শান্তব্রহ্ম-বাদিভিঃ সাংখ্যৈঃ পুরুষস্য পরমাত্মনোঽধিষ্ঠেয়ং কর্ম্মানুরূপং সুখদুঃখভোক্তৃ-তয়া ব্যপদিশ্যতে। যত্তনুদ্রিক্তত্বাদেকস্যাপি গুণস্য কদাচিৎ কস্যচিদঙ্গিত্বাৎ ত্রিগুণং প্রতিক্ষণং পরিণমমানং সুখদুঃখমোহাত্মকমনির্ম্মলং তত্তস্মিন্ কর্ম্মানু-রূপে শুদ্ধে সত্ত্বে স্বাকারসমর্পণদ্বারেণ সংবেদ্যতামাপাদয়তি। তৎ সত্ত্ব-মাদ্যং চিত্তসত্ত্বমেবেতি প্রতিসংক্রান্তচিচ্ছায়মন্যতো গৃহীতবিষয়াকারেণ চিত্তেন উপঢৌকিতমাকারং চিৎসংক্রান্তিবলাৎ চেতনায়মানং বাস্তবচৈতন্যা-ভাবেঽপি সুখদুঃখস্বরূপং ভোগমনুভবতি। স এব ভোগোঽত্যন্তসন্নিধানেন বিবেকাগ্রহণাৎ অভোক্তুরপি পুরুষস্য ভোগ ইতি ব্যপদিশ্যতে। অনেনৈবা-ভিপ্রায়েণ বিন্ধ্যবাসিনোক্তং "সত্ত্বতপ্যত্বমেব পুরুষতপ্যত্বমিতি" অন্যত্রাপি "বিম্বে প্রতিবিম্বমানচ্ছায়াসদৃশচ্ছায়োদ্ভবঃ প্রতিবিম্বশব্দেনোচ্যতে। এবং সত্ত্বেঽপি পৌরুষেয়চিচ্ছায়াসদৃশচিদভিব্যক্তিঃ প্রতিসংক্রান্তিশব্দার্থঃ" ইতি। নন্বু প্রতিবিম্বং নাম নির্ম্মলস্য নিয়তপরিণামস্য নির্ম্মলে দৃষ্টং যথা মুখস্য দর্পণে অত্যন্তনির্ম্মলস্য ব্যাপকস্য অপরিণামিনঃ পুরুষস্য তস্মাদত্যন্তনির্ম্মলাৎ পুরুষাদনির্ম্মলে সত্ত্বে কথং প্রতিবিম্বনমুপপদ্যতে। উচ্যতে প্রতিবিম্বনস্য স্বরূপমনবগচ্ছতা ভবতেদমভ্যধায়ি যৈব সত্ত্বগতায়া অভিব্যঙ্গায়াশ্চিচ্ছক্তেঃ পুরুষস্য সান্নিধ্যাদভিব্যক্তিঃ সৈব প্রতিবিম্বনমুচ্যতে যাদৃশী পুরুষগতা

থাকে। এই বিষয়ে শান্তব্রহ্মবাদী সাংখ্যসূত্রকারের মত এই যে, "আত্মা সত্ত্বাদিগুণের সহিত মিলিত হইয়া ভোক্তা বলিয়া অভিহিত হয়েন।" বাস্ত-বিক চিত্তেতে আত্মার চিৎশক্তির পতনানুবলে চিত্তই সর্ব্বার্থগ্রহণে সমর্থ হইয়া সুখদুঃখভোগ করিয়া থাকেন। আত্মাতে সুখ দুঃখভোগ নাই, কেবল মনের অত্যন্ত নিকটাবস্থানহেতু অবিবেকবশতঃ আত্মা ভোক্তা না হইয়াও ভোক্তা বলিয়া প্রতীত হয়েন। এইস্থলে বৃত্তিকার অন্যান্য দার্শনিকদিগের সহিত বিচার করিয়াছেন যে, যদি নির্ম্মল সত্ত্বের পরিণামে চিত্তে চৈতন্যের ছায়া পতিত হওয়াতে ঐ চিত্ত সর্ব্বার্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, তাহাহইলে যাবৎ চিত্ত নির্ম্মলসত্ত্বকে আশ্রয় করিতে পারে না, তাবৎ ব্যবহারিক কার্য্য কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? ইহাতে বক্তব্য এই যে, নির্ম্মলসত্ত্বা আশ্রয়ের

চিচ্ছক্তিস্তচ্ছায়াপ্যত্রাবির্ভবতি। যদপ্যুক্তম ত্যন্তনির্ম্মলঃ পুরুষঃ কথমনির্ম্মলে সত্ত্বে প্রতিসংক্রামতীতি তদপ্যনৈকান্তিকং নৈর্ম্মল্যাদপকৃষ্টেঽপি জলাদাবাদিত্যাদয়ঃ প্রতিসংক্রান্তাঃ সমুপলভ্যন্তে। যদপ্যুক্তমনবচ্ছিন্নস্য নাস্তি প্রতিসংক্রান্তিরিতি তদপ্যযুক্তং ব্যাপকস্যাপ্যাকাশস্য দর্পণাদৌ প্রতিসংক্রান্তিদর্শনাৎ এবং সতি ন কাচিদনুপপত্তিঃ প্রতিবিম্বদর্শনস্য। ননু সাত্ত্বিকপরিণামরূপে বুদ্ধিসত্ত্বে পুরুষসন্নিধানাদভিব্যক্তায়াশ্চিচ্ছক্তের্বাহ্যাকারসংক্রান্তৌ পুরুষস্য সুখরূপোভোগ ইত্যুক্তং তদনুপপন্নং তদেবং চিত্তসত্ত্বং প্রকৃতাবপরিণতায়াং কথং সম্ভবতি কিমর্থশ্চ তস্যাঃ পরিণামঃ অথোচ্যতে পুরুষস্যার্থোপভোগসম্পাদনং তয়া কর্ত্তব্যম্। অতঃ পুরুষার্থকর্ত্তব্যতয়াঽস্যা যুক্ত এব পরিণামঃ। তচ্চানুপপন্নং পুরুষার্থকর্ত্তব্যতায়া এবানুপপত্তেঃ পুরুষার্থো ময়া কর্ত্তব্যঃ এবংবিধোঽধ্যবসায়ঃ পুরুষার্থকর্ত্তব্যতোচ্যতে জড়ায়াশ্চ প্রকৃতেঃ কথং প্রথমমেবংবিধোঽধ্যবসায়ঃ। অস্তি চেদধ্যবসায়ঃ কথং জড়ত্বম্। অত্রোচ্যতে অনুলোমপ্রতিলোমলক্ষণপরিণামদ্বয়ে সহজং শক্তিদ্বয়মস্তি তদেব পুরুষার্থকর্ত্তব্যতোচ্যতে সা চ শক্তিরচেতনায়া অপি প্রকৃতেঃ সহজৈব তত্র

পূর্ব্বে চিত্তেতে সাধারণরূপে চিদ্রূপ পুরুষ আত্মার প্রতিবিম্ব পতিত হয়। যেমন মলিন জলেও সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া প্রকাশ পায়, সেইরূপ ব্যবহারকালেও আত্মার প্রতিবিম্ব চিত্তে পতিত হওয়াতেই চিত্ত ব্যবহারিক কার্য্যসাধন করিতে পারে। পরন্তু যখন নির্ম্মলসত্ত্বে আত্মার প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তখন চিত্ত মোক্ষপথে প্রবৃত্ত হয় এবং সকল পদার্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। বাস্তবিক ভোগসাধন ও মোক্ষসাধনই পুরুষের প্রয়োজন। যখন সত্ত্বগুণকে অভিভূত করিয়া রজঃগুণ ও তমোগুণের বৃদ্ধি হইতে থাকে, তখন প্রকৃতি পুরুষের ভোগসাধন করে; আর যখন রজোগুণ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণ প্রকাশ পায়, তখন ঐ প্রকৃতি আত্মার মোক্ষসাধন করে। যদি বল, প্রকৃতি জড়পদার্থ, সেই জড় প্রকৃতি কিরূপে পুরুষের ভোগ ও মোক্ষসাধন করিতে পারে? ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, প্রকৃতির পুরুষ সান্নিধ্যবশতঃ তাহার অনুলোম ও প্রতিলোম এই দুইটি শক্তি আছে। প্রকৃতি স্বয়ং মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি মহাভূত ও তাহার বিকারাদি

মহদাদিমহাভূতপর্য্যন্তোঽস্যা বহির্ম্মুখতয়াঽনুলোমঃ পরিণামঃ পুনঃ স্বকারণানুপ্রবেশনদ্বারেণাস্মিতান্তঃ পরিণামঃ প্রতিলোমঃ ইত্থং পুরুষস্য ভোগপরিসমাপ্তেঃ সহজশক্তিদ্বয়ক্ষয়াৎ কৃতার্থা প্রকৃতির্ন পুনঃ পরিণামমারভতে। এবং বিধায়াঞ্চ পুরুষার্থকর্ত্তব্যতায়াং জড়ায়া অপি প্রকৃতের্ন কাচিদনুপপত্তিঃ। ননু যদি ঈদৃশী শক্তিঃ সহজৈব প্রধানস্যাস্তি তৎ কিমর্থং মোক্ষার্থিভির্ম্মোক্ষায় যত্নঃ ক্রিয়তে মোক্ষস্য চানর্থনীয়ত্বে তদুপদেশকশাস্ত্রস্যানর্থক্যং স্যাৎ। উচ্যতে যোঽয়ং প্রকৃতিপুরুষয়োরনাদির্ভোগ্যভোক্তৃত্বলক্ষণঃ সম্বন্ধস্তস্মিন্ সতি ব্যক্তচেতনায়াঃ প্রকৃতেঃ কর্ত্তৃত্বাভিমানাৎ দুঃখানুভবে সতি কথমিয়ং দুঃখনিবৃত্তিরাত্যন্তিকী মম স্যাদিতি ভবত্যেবাধ্যবসায়ঃ অতো দুঃখনিবৃত্ত্যুপায়োপদেশকশাস্ত্রোপদেশাপেক্ষাস্ত্যেব প্রধানস্য তথাভূতমেব কর্ম্মানুরূপবুদ্ধিসত্বং শাস্ত্রোপদেশস্য বিষয়ঃ দর্শনান্তরেষ্বপ্যেবংবিধ এবাবিদ্যাস্বভাবঃ শাস্ত্রেঽধিক্রিয়তে। স চ মোক্ষায় প্রযতমান এবংবিধশাস্ত্রোপদেশং সহকারিণমপেক্ষ্য মোক্ষাখ্যং ফলমাসাদয়তি। সর্ব্বাণ্যেব কার্য্যাণি প্রাপ্তায়াং সামগ্র্যামাত্মানং লভন্তে অস্য প্রতিলোমদ্বারেণৈবোৎপাদ্যস্য মোক্ষাখ্যস্য কার্য্যস্যে-

---

নানাপদার্থরূপে জগতে পরিণত হয়, প্রকৃতির এই পরিণামকে অনুলোম শক্তি বলা যায়। আর প্রকৃতি জগতের সমুদায় পদার্থকে স্বস্ব কারণে বিলীন করিয়া আপনিও স্বকারণে লয় প্রাপ্ত হয়, এই লয় প্রাপ্তির নাম প্রতিলোম শক্তি। বাস্তবিক যখন পুরুষের ভোগ সমাপ্তি হয়, তখন আর প্রকৃতির পরিণাম হয় না। অতএব জড়া প্রকৃতিদ্বারাও ব্যবহারিক কার্য্যসাধন হইতে পারে, ইহাতে কোন বিবাদ নাই। যদি প্রকৃতির এইরূপ স্বাভাবিক শক্তি থাকে, তাহাহইলে মোক্ষসাধনের নিমিত্ত কোনরূপ যত্নের প্রয়োজন হইতে পারে না এবং মোক্ষসাধনশাস্ত্র ও উপদেশ সকল বৃথা হইয়া যায়, এই নিমিত্ত ইহার মীমাংসায় কহিতেছেন।—বহুকাল হইতেই প্রকৃতি পুরুষের ভোগ্যভোক্তৃত্বভাব প্রসিদ্ধ আছে এবং প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হইলে প্রকৃতি চেতনাশক্তি প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই তাহার কর্ত্তৃত্বাভিমান জন্মে এবং নানাপ্রকার কর্ম্ম করে, সেই সকল কর্ম্মদ্বারাই জীবের সুখদুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। ঐ দুঃখ নিবৃত্তির নিমিত্ত শাস্ত্রোপদেশ আবশ্যক এবং

তদসংখ্যেয়বাসনাভিশ্চিত্তমপি পরার্থং সংহত্য-
কারিত্বাৎ ॥ ২৩ ॥

দৃশ্যেব সামগ্রী প্রমাণেন নিশ্চিতাপ্রকারান্তরেণানুপপত্তেঃ অতস্তাং বিনা কথং ভবিতুমর্হতি। অতঃ স্থিতমেতৎ সংক্রান্তবিষয়োপরাগমভিব্যক্তচিচ্ছায়ং বুদ্ধিসত্ত্বং বিষয়নিশ্চয়দ্বারেণ সমগ্রাং লোকযাত্রাং নির্ব্বাহয়তীতি এবংবিধমেব চিত্তং পশ্যন্তো ভ্রান্তাঃ স্বসংবেদনচিত্তমাত্রং জগদিত্যেবং ব্রুবাণাঃ প্রতিবোধিতা ভবন্তি ॥ ২২ ॥

নন্বু যদ্যেবংবিধাদেব চিত্তাৎ সকলব্যবহারনিষ্পত্তিঃ কথং প্রমাণশূন্যো দ্রষ্টাভ্যুপপদ্যত ইত্যাশঙ্ক্য দ্রষ্টুঃ প্রমাণমাহ। তদেব চিত্তং সংখ্যাতুমশক্যাভির্ব্বাসনাভিশ্চিত্তমপি নানারূপমপি পরার্থং পরস্য স্বামিনো ভোক্তুর্ভোগাপবর্গলক্ষণমর্থং সাধয়তীতি কুতঃ সংহত্যকারিত্বাৎ সংহতা সংভূয় মিলিত্বাঽর্থক্রিয়াকারিত্বাৎ যচ্চ সংহত্যার্থক্রিয়াকারি তৎপরার্থং দৃষ্টং যথা শয়নাসনাদি সত্ত্বরজস্তমাংসি চ চিত্তলক্ষণপরিণামভাঞ্জি সংহত্যকারিণি চাতঃ পরার্থানি।

সেই শাস্ত্রোপদেশদ্বারা মুক্তিলাভে যত্ন করা বিধেয়। বাস্তবিক পুরুষই মুক্তির চেষ্টা করিয়া থাকে ; যেহেতু পুরুষ চিন্ময়, সেই পুরুষই সর্ব্বপ্রকার বস্তুগ্রহণ করিয়া থাকে, পুরুষের যত্নভিন্ন কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে না। ইহাতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাহারা বলে চিত্তসত্বই বিষয়ে অনুরক্ত হইয়া লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহারা ভ্রান্ত। আর যাহারা বলে চিত্তেতে আত্মার চিচ্ছায়া পতিত হইলেই সকল বস্তু জানিতে পারে, তাহারই তত্ত্বজ্ঞানী ॥২২॥

যদি এইরূপ স্বীকার কর, যে চিত্ত হইতেই সমস্ত বাহ্য ব্যাপার নিষ্পন্ন হইতেছে, তবে ভোক্তা পুরুষের কোন প্রমাণ নাই ; সুতরাং ভোক্তা পুরুষ স্বীকারের কোন প্রয়োজনও নাই। এই আশঙ্কায় ভোক্তাপুরুষ স্বীকারে প্রকার প্রদর্শন করিতেছেন।—চিত্ত অসংখ্য, বাসনাদ্বারা স্বীয় প্রভু দ্রষ্টা পুরুষের ভোগ এবং মোক্ষসম্পাদন করে। যেহেতু চিত্ত পুরুষের সহিত মিলিত হইলে ঐ সকল কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, অতএব চিত্ত পুরুষের নিমিত্তই কার্য্য করে, কিছুই তাহার নিজের নিমিত্ত করে না। যেমন

যঃ পরঃ স পুরুষঃ। নমু যাদৃশেন শয়নাশনাদীনাং পরেণ শরীরবতা পারার্থ্য মুপলব্ধং তদ্দৃষ্টান্তবলেন তাদৃশ এব পরঃ সিধ্যতি যাদৃশশ্চ ভবতাং পরোঽসংহতরূপোঽভিপ্রেতস্তদ্বিপরীতস্য সিদ্ধেরয়মিষ্টবিঘাতকৃদ্ধেতুঃ। উচ্যতে যদ্যপি সামান্যেন পরার্থমাত্রে ব্যাপ্তির্গৃহীতা তথাপি সত্ত্বাদিবিলক্ষণধর্ম্মিপর্য্যালোচনয়া তদ্বিলক্ষণ এব ভোক্তা পরঃ সিধ্যতি যথা চেন্ধনাবৃতে শিখরিণি বিলক্ষণাদ্ধুমাদ্বহ্নিরনুমীয়মান ইতরবহ্নিবিলক্ষণশ্চেন্ধনপ্রভব এব প্রতীয়তে। এবমিহাপি বিলক্ষণস্য সত্ত্বাখ্যস্য ভোগ্যস্য পরার্থত্বেঽনুমীয়মানে তথাবিধ এব ভোক্তাধিষ্ঠাতা পরশ্চিন্মাত্ররূপোঽসংহতঃ সিধ্যতি। যদি চ তস্য পরত্বং সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বমেব প্রতীয়তে তথাপি তামসেভ্যো বিষয়েভ্যঃ প্রকৃষ্যতে শরীরং প্রকাশরূপেন্দ্রিয়াশ্রয়ত্বাৎ তস্মাদপি প্রকৃষ্যন্তে ইন্দ্রিয়াণি ততোঽপি প্রকৃষ্টং সত্বং প্রকাশরূপং তস্যাপি যঃ প্রকাশকঃ প্রকাশ্যবিলক্ষণঃ স চিদ্রূপ এব ভবতীতি কুতস্তস্য সংহতত্বম্ ॥ ২৩ ॥

শরীর শয়ন ভোজনাদি যে সকল কার্য্য করে, তাহা শরীরের নিমিত্ত নহে, উহা কেবল আত্মারই কার্য্য, সেইরূপ চিত্ত যে সকল কার্য্য করে, তাহাতে পরার্থ ভিন্ন স্বার্থ কিছুই নাই। ইহাতেই দ্রষ্টা পুরুষের অনুমান হইতেছে। (যদি চিত্তের কার্য্য পরার্থ না হইত, তাহাহইলে চিত্ত স্বয়ংই কার্য্যসাধন করিত; কখনও অন্যের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিত না।) যেমন গিরিশিখর কাষ্ঠাদিদ্বারা আবৃত থাকে, তাহাতে বহ্নিদর্শন না হইলেও ধূমদর্শনে বহ্নির অনুমান হইয়া থাকে এবং সেই বহ্নিও কাষ্ঠপ্রভব বলিয়া প্রতীত হয়। সেইরূপ এইস্থলেও ভোগের পরার্থতাহেতু প্রকৃতির কার্য্যদর্শনে ভোক্তাপুরুষের অনুমান হয়, সেই পুরুষ সকলের অধিষ্ঠাতা, চিৎস্বরূপ ও অসংহৃত, অর্থাৎ কাহারও সহিত মিলিত নহে। যদিও সেই পুরুষের সর্ব্বোৎকৃষ্টত্ব প্রতীত হইল, তথাপি তামসিক বিষয় হইতে প্রকাশরূপ ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় শরীর প্রধান, সেই শরীর হইতে ইন্দ্রিয় প্রধান, ইন্দ্রিয় হইতে প্রকাশস্বরূপ সত্ব প্রধান এবং সেই সত্ব হইতে স্বপ্রকাশ চিন্ময়পুরুষই প্রধান। অতএব তাহার সংহতত্ব (মিলন) কোনরূপেও সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না ॥ ২৩ ॥

বিশেষদর্শিন আত্মভাবভাবনানিবৃত্তিঃ ॥ ২৪ ॥

তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রাগভাবং চিত্তম্ ॥ ২৫ ॥

তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ ॥ ২৬ ॥

ইদানীং শাস্ত্রফলং কৈবল্যং নির্ণেতুং দশভিঃ সূত্রৈরুপক্রমতে। এবং সত্ত্বপুরুষয়োরন্যত্বে সাধিতে যস্তয়োর্ব্বিশেষং পশ্যতি অয়মস্মাদন্য এবংরূপং তস্য বিজ্ঞাতচিত্তরূপসত্ত্বস্য চিত্তে যা আত্মভাবভাবনা সা নিবর্ত্ততে চিত্তমেব কর্ত্তৃজ্ঞাতৃভোক্তৃ ইত্যভিমানো নিবর্ত্ততে ॥ ২৪ ॥

তস্মিন্ সতি কিং ভবতীত্যাহ। যদস্য অজ্ঞাননিম্নপথং বহির্ম্মুখং বিষয়োপভোগফলং চিত্তমাসীত্তদিদানীং বিবেকমার্গমন্তর্ম্মুখং কৈবল্যপ্রাগভাবং কৈবল্যপ্রারম্ভং সম্পদ্যতে ইতি ॥ ২৫ ॥

অস্মিংশ্চ বিবেকবাহিনি চিত্তে যেঽন্তরায়াঃ প্রাদুর্ভবন্তি তেষাং হেতুপ্রতিপাদনদ্বারেণ ত্যাগোপায়মাহ। তস্মিন্ সমাধৌ স্থিতস্য ছিদ্রেষন্তরা-

---

কৈবল্যই এই শাস্ত্রের প্রকৃত ফল, এইক্ষণ বক্ষ্যমাণ দশটী সূত্রে সেই কৈবল্য ফল নিরূপণ করিতেছেন।—পূর্ব্বোক্তপ্রকার চিত্ত ও পুরুষের ভেদ সাধিত হইল। যে সময়ে চিত্ত আপনার ও পুরুষের বিশেষ দর্শন করে, তখন কর্ত্তৃত্ব, জ্ঞাতৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাদি জ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া আত্মার সহিত ঐক্যপ্রাপ্ত হয়। "আমি কর্ত্তা, আমি জ্ঞাতা ও আমি ভোক্তা" ইত্যাদি জ্ঞান তিরোহিত হইলে আর তাহার কোন কর্ম্মের চেষ্টা থাকে না। (চিত্ত আত্মার স্বরূপ জানিতে পারিলেই আত্মাকার প্রাপ্ত হইয়া কৈবল্যপদলাভ হয়) ॥ ২৪ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে চিত্তের কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান নিবৃত্ত হইয়া কর্ম্মচেষ্টার নিবৃত্তি হইলে কিরূপ ফল হয়, তাহাই বলিতেছেন।—চিত্তের কর্ত্তৃত্বাদি অভিমানের নিবৃত্তি হইলেই কর্ম্মনিবৃত্তি হইয়া যায়। তাহাতে বিবেকজন্য জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া মুক্তির প্রারম্ভ হইতে থাকে, (বিবেক জ্ঞানই মুক্তির প্রথম সূত্র, সেই বিবেক উপস্থিত হইলেই মুক্তির আরম্ভ হয়) ॥ ২৫ ॥

চিত্তেতে বিবেক উপস্থিত হইয়া মুক্তির প্রারম্ভ হইলেও যোগসিদ্ধির যে সকল বিঘ্ন প্রাদুর্ভূত হয়, তাহাদিগের হেতু প্রতিপাদনদ্বারা সেই সকল

হানমেষাং ক্লেশবদুক্তম্ ॥ ২৭ ॥

প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতের্ধর্ম্ম-মেঘঃ সমাধিঃ ॥ ২৮ ॥

যেষু যানি প্রত্যয়ান্তরাণি ব্যুত্থানরূপাণি জ্ঞানানি প্রাগ্‌ভূতেভ্যঃ ব্যুত্থানানুভবজেভ্যঃ সংস্কারেভ্যোঽহং মমেত্যেবং রূপাণি ক্ষীয়মাণেভ্যোপি প্রভবন্তি অন্তঃকরণোচ্ছিত্তিদ্বারেণ তেষাং হানং কর্ত্তব্যমিত্যুক্তং ভবতি ॥ ২৬ ॥

হানোপায়শ্চ পূর্ব্বমেবোক্ত ইত্যাহ। যথা ক্লেশানামবিদ্যাদীনাং হানং পূর্ব্বমুক্তং তথা সংস্কারাণামপি কর্ত্তব্যং যথা তে জ্ঞানাগ্নিনা প্লুষ্টা দগ্ধবীজকল্পা ন পুনশ্চিত্তভূমৌ প্ররোহং লভন্তে তথা সংস্কারা অপি ॥ ২৭ ॥

এবঞ্চ প্রত্যয়ান্তরানুদয়ে স্থিরীভূতে সমাধৌ যাদৃশস্য যোগিনঃ সমাধেঃ

বিঘ্ন নিবারণের উপায় বলিতেছেন।—যখন যোগিগণ সমাধি আশ্রয় করে তখন তাহাদিগের ইন্দ্রিয়বৃত্তি ক্ষীণ হইলেও যে সকল অন্তরায়, অর্থাৎ ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব ও অনবস্থিততত্ত্ব এই নয়প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহাদিগের মধ্যে আবার প্রত্যয়ান্তর, অর্থাৎ "আমি ও আমার" ইত্যাদি জ্ঞানস্বরূপ বিঘ্ন সমুৎপন্ন হইয়া সমাধির ব্যাঘাত করে। অতএব চিত্তবৃত্তির উচ্ছেদসাধনদ্বারা সেই সকল বিঘ্ন নিবারণ করিবে ॥ ২৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত সমাধির বিঘ্নসকলের নিবারণের উপায় পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অবিদ্যাদি ক্লেশ সকলের পরিক্ষয়ের যেরূপ উপায় পূর্ব্বে দ্বিতীয়পাদে দশম ও একাদশ সূত্রে উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া সংস্কারের ক্ষয় করিবে। সংস্কারের পরিক্ষয় হইলেই "আমি আমার" ইত্যাদি জ্ঞানস্বরূপ প্রত্যয়ান্তর বিনাশ পায়। যেমন বীজসকল অগ্নিদগ্ধ হইলে তাহা হইতে আর অঙ্কুরোৎপত্তির সম্ভব থাকে না, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নিস্পর্শে অবিদ্যাদি ক্লেশ সকল দগ্ধ হইলে আর চিত্তক্ষেত্রে সংস্কার জন্মিতে পারে না এবং তাহা হইলেই "আমি আমার" ইত্যাদি জ্ঞানস্বরূপ প্রত্যয়ান্তর সকল নিবৃত্ত হয় ॥২৭॥

যোগসিদ্ধির বিঘ্নসকল নিবারিত হইয়া সমাধি স্থিরীভূত হইলে যে

ততঃ ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ ॥ ২৯ ॥

তদা সর্ব্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাৎ জ্ঞেয়-মল্পম্ ॥ ৩০ ॥

প্রকর্ষপ্রাপ্তির্ভবতি তথাবিধমুপায়মাহ। প্রসংখ্যানং যাবতাং তত্ত্বানাং যথা-ক্রমব্যবস্থিতানাং পরস্পরবিলক্ষণস্বরূপবিভাবনং তস্মিন্ সত্যপ্যকুসীদস্য ফলমলিপ্সোঃ প্রত্যয়ান্তরাণামনুদয়ে সর্ব্বপ্রকারবিবেকখ্যাতেঃ পরিশেষাৎ ধর্ম্মমেঘঃ সমাধির্ভবতি। প্রকৃষ্টমশুক্লকৃষ্ণং ধর্ম্মং পরমপুরুষার্থসাধকং মেহতি সিঞ্চতীতি ধর্ম্মমেঘঃ। অনেন প্রকৃষ্টধর্ম্মস্যৈব জ্ঞানহেতুত্বমিত্যুপপাদিতং ভবতি ॥ ২৮ ॥

তস্মাদ্ধর্ম্মমেঘাৎ কিং ভবতীত্যাহ। ক্লেশানামবিদ্যাদীনামভিনিবেশা-ন্তানাং কর্ম্মণাঞ্চ শুক্লাদিভেদেন ত্রিবিধানাং জ্ঞানোদয়াৎ পূর্ব্বপূর্ব্বকারণ-নিবৃত্ত্যা নিবৃত্তির্ভবতি ॥ ২৯ ॥

তেষু নিবৃত্তেষু কিং ভবতীত্যাহ। আব্রিয়তে চিত্তমেভিরিত্যাবরণানি

উপায়ে যোগিদিগের সমাধির উৎকৃষ্টতা সাধিত হয়, তাহাই বলিতেছেন।—বহুবিধ বিষয়ের তত্ত্বসকল পৃথক্ পৃথক্ রূপে ভাবনা করিয়াও যিনি কোন-রূপ ফল কামনা করেন না, তাঁহারই পূর্ব্বোক্ত বিঘ্নসকল তিরোহিত হইয়া বিবেকের উৎপত্তি হয়। বিবেকের উৎপত্তি হইলেই সেই বিবেক হইতে সমাধিসিদ্ধি হয়, এই সমাধি সর্ব্বদা পরমপুরুষার্থসাধন ধর্ম্ম বারিসিঞ্চন করে, এই নিমিত্ত ইহাকে ধর্ম্মমেঘ বলে। এই ধর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপাদন করে, (এই জ্ঞানই প্রকৃষ্ট জ্ঞান, এইরূপ সমাধিই প্রকৃষ্ট সমাধি এবং এইরূপ যোগীই উৎকৃষ্ট যোগী) ॥ ২৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মমেঘ হইতে কিরূপ ফল সমুৎপন্ন হয়, তাহাই বলিতেছেন।—পূর্ব্বোক্তপ্রকার ধর্ম্মমেঘ হইতে অবিদ্যাদি ক্লেশ সকল নিবারিত হয় এবং তাহাতেই সংসারভ্রমণের কারণীভূত শুভাশুভ ফল সকল পরিক্ষয় পায় ও বাসনানিবৃত্তি হইয়া যায় ॥ ২৯ ॥

অবিদ্যাদি ক্লেশসকল নিবৃত্ত হইয়া সংসারভ্রমণের কারণীভূত শুভাশুভ

ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তিগু´ণানাম্॥ ৩১॥

ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামোঽপরান্তনির্গ্রা´হ্যঃ ক্রমঃ॥ ৩২॥

ক্লেশাস্ত এব মলাস্তেভ্যোঽপেতস্য তদ্বিরহিতস্য জ্ঞানস্য গগননিভস্যানন্ত্যাদনবচ্ছেদাৎ জ্ঞেয়মল্পং গণনাস্পদং ভবত্যক্লেশেনৈব সর্ব্বং জ্ঞেয়ং জানাতীত্যর্থঃ॥ ৩০॥

ততঃ কিমিত্যাহ। কৃতো নিষ্পাদিতো ভোগাপবর্গলক্ষণঃ পুরুষার্থঃ প্রয়োজনং য স্তে কৃতার্থাগুণাঃ সত্বরজস্তমাংসি তেষাং পরিণাম আপুরুষার্থ সমাপ্তেরানুলোম্যেন প্রাতিলোম্যেনাঙ্গাঙ্গিভাবঃ স্থিতিলক্ষণস্তস্য যোঽসৌ ক্রমো বক্ষ্যমাণস্তস্য পরিসমাপ্তির্নিষ্ঠা ন পুনরুস্তব ইত্যর্থঃ॥ ৩১॥

ক্রমস্যোক্তস্য লক্ষণমাহ। ক্ষণোঽল্পীয়ান্ কালঃ তস্য যোঽসৌ প্রতিযোগী ক্ষণবিলক্ষণঃ পরিণামোঽপরান্তনির্গ্রা´হ্যঃ অনুভূতেষু ক্ষণেষু পশ্চাৎ সঙ্কলনবু-

---

কর্ম্ম ও কর্ম্মজন্য বাসনার নিবৃত্তি হইলে কিরূপ ফল উৎপন্ন হয়, তাহা নিরূপণ করিতেছেন।—অবিদ্যাদি ক্লেশ ও শুভাশুভ কর্ম্ম ফল চিত্তের আববণকারী মলস্বরূপ। যাহার চিত্ত হইতে ঐ সকল মল নিবারিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি সমুদায় জ্ঞেয় বস্তু জানিতে পারে। চিত্তের আবরণস্বরূপ মল বিনষ্ট হইলেই সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয়,তখন গগনাদি মহৎ পদার্থও অনায়াসে জানিতে পারে, তাহার আর কোন বিষয় অপরিজ্ঞাত থাকে না॥ ৩০॥

সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেই বা কি হইল? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—হৃদয়াকাশে ধর্ম্মমেঘ উদয় হইলে সেই মেঘবর্ষণে ক্লেশ-কর্ম্মরূপ চিত্তমল ধৌত হইয়া যায়। তাহাতে সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় কৃতার্থ হয়, অর্থাৎ পুরুষার্থ ভোগ ও মোক্ষসাধন কর্ম্ম সকল সমাপ্ত হয় এবং ঐ সকল গুণের বক্ষ্যমাণ পরিণামক্রম হয় না। (বাস্তবিক গুণ সকল আর প্রকাশ পায় না)॥ ৩১॥

পুর্ব্বসূত্রে যে গুণত্রয়ের পরিণামক্রম উক্ত হইয়াছে, এই সূত্রে সেই গুণের পরিণাম ক্রম কি? তাহা বলিতেছেন।—অতিঅল্পমাত্র সময়ের নাম "ক্ষণ" তৎপ্রতিযোগীক্ষণ, অর্থাৎ পল, দণ্ড, প্রহর, দিবা, রাত্রি, ঋতু, অয়ন,

পুরুষার্থশূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি ॥ ৩৩ ॥

ইতি কৈবল্যপাদঃ সমাপ্তঃ ॥ ৪ ॥

ক্ষৈব যো গৃহ্যতে। স ক্ষণানাং ক্রম উচ্যতে নহ্যননুভূতেষু ক্রমঃ পরিজ্ঞাতুং শক্যঃ ॥ ৩২ ॥

ইদানীং ফলভূতস্য কৈবল্যস্য সাধারণস্বরূপমাহ। সমাপ্তভোগাপবর্গ-লক্ষণপুরুষার্থানাং গুণানাং যঃ প্রতিপ্রসবঃ প্রতিলোমস্য পরিণামস্য সমাপ্তৌ বিকারানুদ্ভবঃ ক্ষণেষু। যদি বা চিচ্ছক্তের্বৃত্তিসারূপ্যনিবৃত্তৌ স্বরূপমাত্রেঽব-স্থানং তৎ কৈবল্যমুচ্যতে ॥ ৩৩ ॥

বৎসর, যুগ ও মন্বন্তর প্রভৃতি কালক্রমতঃ পরিণাম প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ক্ষণ হইতে পল, পল হইতে দণ্ড এবং দণ্ড হইতে প্রহর ইত্যাদিরূপে কালের পরিণাম হইয়া থাকে। আর পঞ্চ মহাভূত হইতে যে সকল বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহারাও উত্তরোত্তর পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া নানাপ্রকার বস্তু উৎপাদন করে, ইহাকেই ক্রম পরিণাম বলে। এই সকল পরিণামের শেষ কেহ জানিতে পারে না, যেহেতু পরিণামের সীমা নাই। মৃত্তিকা হইতে উদ্ভিদাদি বস্তু সকল জন্মে এবং ঐ সকল উদ্ভিদাদি হইতে আবার মৃত্তিকা-দির উৎপত্তি হইয়া থাকে, এইরূপে পদার্থ সকল উত্তরোত্তর নানাপ্রকার পরিণাম পায়, তাহার কেহ ইয়ত্তা করিতে পারে না। পূর্ব্বসূত্রে যে যোগিদিগের গুণপরিণাম কৃতার্থ হয়, লিখিত হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, গুণের আর পুনরাবৃত্তি হয় না; সুতরাং যোগিগণ কৈবল্য মুক্তিলাভ করে ॥ ৩২ ॥

এইক্ষণে যোগসাধনের ফলস্বরূপ যে কৈবল্য, তাহার সাধারণস্বরূপ কি? তাহা বলিতেছেন।—গুণ সকল ভোগ ও অপবর্গ লক্ষণ পুরুষার্থ শূন্য হইয়া প্রকৃতির পরিণামিত্ব রহিত হয়, ক্ষণকালের নিমিত্তও কোনরূপ বিকার উপ-স্থিত হয় না, অথবা চিৎশক্তিরস্বরূপের লয় হইয়া আত্মার চিৎস্বরূপে যে অবস্থিতি হয়, তাহার নাম কৈবল্য। (বাস্তবিক সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই

ন কেবলমস্মদ্দর্শনে ক্ষেত্রজ্ঞঃ কৈবল্যাবস্থায়ামেবংবিধশ্চিদ্রূপঃ যাবদ্দর্শনান্তরেঽপি বিমৃষ্যমাণ এবংরূপোঽবতিষ্ঠতে। তথাহি সংসারদশায়ামাত্মা কর্তৃত্বভোক্তৃত্বানুসন্ধাতৃত্বময়ঃ প্রতীয়তেঽন্যথা যদ্যয়মেকঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্তথাবিধো ন স্যাৎ তদা জ্ঞানক্ষণানামেব পূর্ব্বাপরানুসন্ধাতৃশূন্যানামাত্মভাবে নিয়তঃ কর্ম্মফলসম্বন্ধো ন স্যাৎ কৃতহানাঽকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গশ্চ। যদি যেনৈব শাস্ত্রোপদিষ্টমনুষ্ঠিতং কর্ম্ম তস্যৈব ভোক্তৃত্বং ভবেত্তদা হিতাহিতপ্রাপ্তিপরিহারায় সর্ব্বস্য প্রবৃত্তির্ঘটেত সর্ব্বস্যৈব ব্যবহারস্য হানোপাদানলক্ষণস্যানুসন্ধানেনৈব প্রাপ্তত্বাৎ জ্ঞানক্ষণানাং পরস্পরভেদেনানুসন্ধানশূন্যত্বাৎ তদনুসন্ধানাভাবে কস্যচিদপি ব্যবহারানুপপত্তেঃ। কর্ত্তা ভোক্তানুসন্ধাতা যঃ স আত্মেতি ব্যবস্থাপ্যতে। মোক্ষদশায়াং তু সকলগ্রাহ্যগ্রাহকলক্ষণব্যবহারাভাবাচ্চৈতন্যমাত্রমেব তস্য অবশিষ্যতে তৎ চৈতন্যং

গুণ এবং মনঃ, বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিৎশক্তি প্রভৃতি সমুদায়ের লয় হইলে কেবল চিন্ময় আত্মামাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই কৈবল্য বলাযায়) ॥ ৩৩ ॥

আত্মা কৈবল্যাবস্থাতে যে কেবল আত্মতত্ত্ব দর্শন করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকে, এমত নহে, অন্যান্য সমস্ত বিষয়ই দর্শন করিয়া থাকে। যখন ঐ আত্মা সংসারী ছিল, তখন আত্মা "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা ও আমি অনুসন্ধাতা" ইত্যাদিরূপে প্রীতি লাভ করিত, আত্মার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব স্বীকার না করিলে তাহার কর্ম্মফল সম্বন্ধ বলা যাইতে পারে না। আত্মার কর্ম্মসম্বন্ধ স্বীকার না করিলে কৃত কর্ম্মের ফললাভ হইতে পারে না এবং অকৃত কর্ম্মের ফলাগম হইতে পারে। যে ব্যক্তি শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি সেই কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলভোগ করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত হিতাহিত কর্ম্মের পরিহারার্থ সকলেরই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। যেহেতু সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারকালে অনুসন্ধান দ্বারাই কোন্ বস্তু হেয় ও কোন্ বস্তু গ্রাহ্য, তাহা নিশ্চয় করিতে হয়। অনুসন্ধান ব্যতিরেকে কাহারও ব্যবহারসিদ্ধি হয় না। অনুসন্ধানদ্বারা ইহাই জানাযায় যে, যিনি কর্ত্তা, যিনি ভোক্তা ও যিনি অনুসন্ধাতা, তিনিই আত্মা। কিন্তু মোক্ষপ্রাপ্তি হইলে গ্রাহ্য গ্রাহক ব্যবহার থাকে না, অর্থাৎ কোন্ বস্তু গ্রাহ্য এবং কে গ্রহণ করে? ইহাদিগের ইতরবিশেষ থাকে না। কেবল চৈতন্যমাত্র অবশিষ্ট থাকে। এই চৈতন্য চিৎশক্তিমাত্র গ্রহণ করিতে পারে, আত্ম-

চিতিমাত্রত্বেনৈবোপপদ্যতে ন পুনরাত্মসংবেদনেন যস্মাৎ বিষয়গ্রহণসমর্থনমেব চিতেরূপং নাত্মগ্রাহকত্বম্। তথাহি অর্থশ্চিত্যা গৃহ্যমাণোঽয়মিতি গৃহ্যতে স্বরূপং গৃহ্যমাণমহমিতি ন পুনর্যুগপদ্বহির্মুখতান্তর্মুখতালক্ষণব্যাপারদ্বয়ং পরস্পরবিরুদ্ধং কর্ত্তুং শক্যম্। অত একস্মিন্ সময়ে ব্যাপারদ্বয়স্য কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ চিদ্রূপতয়ৈবাবশিষ্যতে অতো মোক্ষাবস্থায়াং নিবৃত্তাধিকারেষু গুণেষু চিন্মাত্ররূপ এবাত্মাঽবতিষ্ঠত ইত্যেবং যুক্তম্। সংসারদশায়াস্তেবংভূতস্যৈব কর্তৃত্বং ভোক্তৃত্বমনুসন্ধাতৃত্বঞ্চ সর্ব্বমুপপদ্যতে। তথাহি যোঽয়ং প্রকৃত্যা সহানাদিনৈসর্গিকোঽস্য ভোগ্যভোক্তৃত্বলক্ষণসম্বন্ধোঽবিবেকখ্যাতিমূলস্তস্মিন্ সতি পুরুষার্থকর্ত্তব্যতারূপশক্তিদ্বয়সদ্ভাবে যা মহদাদিভাবেন পরিণতিস্তস্যাং সংযোগে সতি যদাত্মনোঽধিষ্ঠাতৃত্বং চিচ্ছায়াসমর্পণসামর্থ্যং

সংবেদনে তাহার সামর্থ্য নাই। যেহেতু বিষয়গ্রহণকারিত্বই চিৎশক্তি, তাহার আত্মগ্রাহকত্ব নাই। এই বিষয়ে উক্ত আছে যে, চিৎশক্তি অর্থমাত্র গ্রহণ করিতে পারে, ইহাই চিৎশক্তির স্বরূপ। একদা বহির্ম্মুখতা ও অন্তর্ম্মুখতা এই ব্যাপারদ্বয় সম্ভব হয় না। যে সময়ে বাহ্যবস্তু গ্রহণ করে, সেই সময়ে আন্তরিক জ্ঞান হইতে পারে না; যেহেতু ঐ উভয় কার্য্য পরস্পর বিরুদ্ধ। অতএব এক সময়ে আন্তরিক ও বাহ্য জ্ঞান হইতে পারে না; সুতরাং সেই চিন্ময় পুরুষ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়রূপা প্রকৃতির যোগে সংসারী হইয়া বিবিধ কর্ম্মদ্বারা ক্রমশঃ সংসারে আবদ্ধ হইতে থাকে। পরে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে অশেষ দুঃখ অনুভব করে। এই সকল দুঃখভোগ অসহ্য হইলেই আত্মার মুক্তিলাভে ইচ্ছা জন্মে। তাহাতেই আত্মা যোগসাধনে প্রবৃত্ত হয়। যোগসাধনদ্বারা সমাধি উপস্থিত হইলেই রজঃ ও তমোগুণ লয় পাইয়া সত্ত্বগুণমাত্র অবশিষ্ট থাকে। পরে চিৎশক্তিতে ঐ সত্ত্বগুণের লয় হইয়া সেই চিতিশক্তি আত্মাতে লয় পায়। এইরূপে কেবল চিন্ময় পুরুষমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তখনই কৈবল্য হইয়া থাকে। আর আত্মা যখন প্রকৃতির বশীভূত হইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হয়, তখন তাহার "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা ও আমি অনুসন্ধাতা" এইরূপ জ্ঞান থাকে। যেহেতু আত্মার সংসার প্রবেশ হইলেই সেই আত্মা প্রকৃতির সহযোগে ভোগ্যবস্তু সকল ভোগ করে।

বুদ্ধিসত্ত্বস্য চ সংক্রান্তচিচ্ছায়াগ্রহণসামর্থ্যং চিদবষ্টব্ধায়াশ্চ বুদ্ধের্যোঽয়ং কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাধ্যবসায়স্তত এব সর্ব্বস্যানুসন্ধানপূরকস্য ব্যবহারস্য নিষ্পত্তেঃ কিমন্যৈঃ কল্পিতৈঃ কল্পনাজালৈঃ। যদি পুনরেবংভূতমার্গব্যতিরেকেণ পারমার্থিক-মাত্মনঃ কর্তৃত্বাদ্যঙ্গীক্রিয়তে তদাস্য পরিণামিত্বপ্রসঙ্গঃ পরিণামিত্বাচ্চানি-ত্যত্বে তস্যাত্মত্বমেব ন স্যাৎ যথাহ্যেকস্মিন্নেব সময়ে একেনৈকরূপেণ ন পর-স্পরবিরুদ্ধাবস্থানুভবঃ সম্ভবতি যথা যস্যামবস্থায়ামাত্মসমবেতে সুখে সমুৎ-পন্নে তস্যানুভবিতৃত্বং ন তস্যামেবাবস্থায়াং দুঃখানুভবিতৃত্বম্ অতোঽবস্থা-নানাত্বাত্তদভিন্নস্যাবস্থাবতো নানাত্বং নানাত্বাচ্চ পরিণামিত্বান্নাত্মত্বম্। নাপি নিত্যত্বমত এব শান্তব্রহ্মবাদিভিঃ সাঙ্খ্যৈরাত্মনঃ সদৈব সংসারদশায়াং মোক্ষদশায়াঞ্চ একং রূপমঙ্গীক্রিয়তে।

পরন্তু অবিবেকই এই সংসারের মূল কারণ। এই অবিবেকসত্ত্বে পুরুষের কর্ত্তব্যসাধনে শক্তি থাকিলেও অহঙ্কারাদিপ্রকারে পরিণত হয়, সেই পরি-ণতি প্রাপ্ত হইলে আত্মার অধিষ্টাতৃত্ব প্রতীয়মান হয়। ঐ আত্মার শক্তি সমর্পণের সামর্থ্য আছে, সেই চিৎশক্তিদ্বারা অবষ্টব্ধ বুদ্ধির যে কর্তৃত্ব ভোক্তৃ-ত্বাদি অধ্যবসায়, তাহাদ্বারাই সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারে। বৃথা অন্যান্য কল্পনার প্রয়োজন কি? যদি এইরূপ পন্থা স্বীকার না করিয়া বস্তিক আত্মার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি অহঙ্কার স্বীকার কর, তাহাহইলে আত্মার পরিণামিত্ব স্বীকার করিতে হয়। পরিণামী বস্তুমাত্রই অনিত্য; সুতরাং আত্মারও অনিত্যত্ব হইয়া উঠিল। অতএব তাহাকে আত্মা বলা যায় না। যেমন এক সময়ে একরূপে পরস্পর বিরুদ্ধ অবস্থার অনুভব সম্ভব হয় না, যে অবস্থাতে আত্মাতে সুখ সমুৎপন্ন হয়, সেই অবস্থাতে সেই সুখই অনুভূত হইতে থাকে, কদাচ সেই অবস্থাতে দুঃখানুভব সম্ভব হয় না। অতএব অবস্থা নানাপ্রকার প্রতিপন্ন হইল, সুতরাং সেই অবস্থাবিশিষ্ট বস্তুও নানা-রূপে পরিজ্ঞাত হয়। যে বস্তু নানাপ্রকার প্রতিপন্ন হইল, তাহার অবশ্যই পরিণামিত্ব আছে, সেই বস্তুর নিত্যত্ব নাই। অতএব শান্তব্রহ্মবাদী সাংখ্য-গণ সংসারদশা ও মোক্ষদশা এই উভয় দশাতেই আত্মার একরূপত্ব স্বীকার করেন।

যে তু বেদান্তবাদিনশ্চিদানন্দময়ত্বমাত্মনো মোক্ষং মন্যন্তে তেষাং ন যুক্তঃ পক্ষঃ তথাহি আনন্দস্য সুখস্বরূপত্বাৎ সুখস্য চ সদৈব সংবেদ্যমানতয়ৈব প্রতিভাষাৎ সংবেদ্যমানত্বঞ্চ সংবেদনব্যতিরেকেণানুপপন্নমিতি সংবেদ্যসংবেদনয়োর্দ্বয়োরভ্যুপগমাৎ অদ্বৈতহানিঃ। অথ সুখাত্মকত্বমেব তস্যোচ্যতে তদ্বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসাদনুপপন্নঃ ন হি সংবেদনং সংবেদ্যঞ্চৈকং ভবিতুমর্হতীতি। কিঞ্চাদ্বৈতবাদিভিঃ কর্ম্মাত্মপরমাত্মভেদেন আত্মা দ্বিবিধঃ স্বীকৃতঃ ইত্থঞ্চ তত্র যেনৈব রূপেণ সুখদুঃখভোক্তৃত্বং কর্ম্মাত্মনস্তেনৈব রূপেণ যদি পরমাত্মনঃ স্যাৎ তথা কর্ম্মাত্মবৎ পরমাত্মনঃ পরিণামিত্বমবিদ্যাস্বভাবত্বং চ স্যাৎ। অথ ন তস্য সাক্ষাৎ ভোক্তৃত্বং কিন্তু তদুপঢৌকিতমুদাসীনতয়াধিষ্ঠাতৃত্বেন স্বীকরোতি তদাস্মদ্দর্শনানুপ্রবেশঃ আনন্দরূপতা চ পূর্ব্বমেব নিরাকৃতা। কিঞ্চ অবিদ্যাস্বভাবত্বে নিঃস্বভাবত্বাৎ কঃ শাস্ত্রাধিকারী। ন তাবন্নিত্যনির্ম্মুক্ত-

---

যাঁহারা বেদান্তবাদী, তাঁহারা আত্মার চিদানন্দময়ত্বকে মোক্ষ বলিয়া থাকেন। বৈদান্তিকদিগের এই সিদ্ধান্ত সুসঙ্গত নহে, যেহেতু আনন্দ পদার্থ সুখস্বরূপ, ঐ সুখ কাহারও জ্ঞেয় বলিয়া প্রতীতি হয়, কারণ জ্ঞাতা ব্যতিরেকে জ্ঞেয়ত্ব সম্ভব হয় না। এইরূপ আত্মার আনন্দময়ত্বকে মুক্তি বলিলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই উভয় পদার্থ স্বীকার করিতে হইল, সুতরাং অদ্বৈতত্বের হানি হয়। এই নিমিত্ত বৈদান্তিকের মত অযুক্ত; তবে সুখাত্মকত্বই মুক্তির স্বরূপ বলি, ইহাও বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অধ্যাসহেতু অনুপপন্ন হইতেছে, কখনও জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই উভয় এক হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদীরা কর্ম্মাত্মা ও পরমাত্মা এই দ্বিবিধ আত্মা স্বীকার করেন। এই দ্বিবিধ আত্মার মধ্যে যেরূপ কর্ম্মাত্মার সুখদুঃখভোক্তৃত্ব আছে, সেইরূপ পরমাত্মার সুখদুঃখভোক্তৃত্ব স্বীকার করিলে কর্ম্মাত্মার ন্যায় পরমাত্মারও পরিণামিত্ব ও অবিদ্যাস্বভাবত্ব স্বীকার করিতে হয়। ফলতঃ পরমাত্মার সাক্ষাৎ ভোক্তৃত্ব নাই, কিন্তু কর্ম্মাত্মা স্বীয় ভোক্তৃত্ব তাঁহাকে উপঢৌকনস্বরূপে প্রদান করেন। তাহাতেও পরমাত্মা উদাসীন থাকিয়া সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্ব স্বীকার করেন, অতএব সুখস্বরূপতাকে মোক্ষের স্বরূপ বলা যায় না এবং আনন্দস্বরূপতা পূর্ব্বেই

ত্বাৎ পরমাত্মা নাপি অবিদ্যাস্বভাবত্বাৎ কর্ম্মাত্মা। ততশ্চ সকলশাস্ত্রবৈয়র্থ্য-প্রসঙ্গঃ। অবিদ্যাময়ত্বে চ জগতোঽঙ্গীক্রিয়মাণে কস্যাবিদ্যেতি বিচার্য্যতে। ন তাবৎ পরমাত্মনো নিত্যমুক্তত্বাৎ বিদ্যারূপত্বাচ্চ কর্ম্মাত্মনোঽপি পরমার্থতো নিঃস্বভাবতয়া শশবিষয়াণপ্রখ্যত্বে কথমবিদ্যাসম্বন্ধঃ। অথোচ্যতে এত-দেবাবিদ্যায়াঃ অবিদ্যাত্বং যদবিচারণীয়ত্বম্ অবিচরণীয়ত্বং নাম যৈর্ব্বহি-র্ব্বিচারেণ দিনকরস্পৃষ্টনীহারবৎ বিলয়মুপযাতি সাঽবিদ্যেত্যুচ্যতে। নৈবং যদ্বস্তু কিঞ্চিৎ কার্য্যং করোতি তদবশ্যং কুতশ্চিত্তিন্নমভিন্নং বক্তব্যম্ অবিদ্যা-য়াশ্চ সংসারলক্ষণকার্য্যকর্ত্তৃত্বমবশ্যমঙ্গীকর্ত্তব্যং তস্মিন্ সত্যপি যদ্যনির্ব্বাচ্যত্ব-মুচ্যতে তদা কস্যচিদপি বাচ্যত্বং ন স্যাৎ ব্রহ্মণোপ্যবাচ্যত্বপ্রসক্তিঃ তস্মাদ-ধিষ্ঠাতৃতারূপব্যতিরেকেণ নান্যদাত্মনোরূপমুপপদ্যতে অধিষ্ঠাতৃত্বং চ চিদ্রূপ-মেব তদ্ব্যতিরিক্তস্য ধর্ম্মস্য কস্যচিৎপ্রমাণানুপপত্তেঃ।

নিরাকৃত হইয়াছে। কর্ম্মাত্মা অবিদ্যাস্বভাব ও পরমাত্মা নিঃস্বভাব, অতএব শাস্ত্রাধিকারীই বা কে হইবে? পরমাত্মার নিত্য নির্ম্মুক্তস্বভাব, এই নিমিত্ত পরমাত্মাকে শাস্ত্রাধিকারী বলা যায় না এবং কর্ম্মাত্মার অবিদ্যাস্বভাব, অত-এব তাহারও শাস্ত্রাধিকারিতা সম্ভব হয় না; সুতরাং সকল শাস্ত্রেরই বিফলতা হইল এবং জগৎকে অবিদ্যাময় স্বীকার করিলে সেই অবিদ্যাই বা কাহার ইহাও বিচার্য্য। যদি বল, অবিদ্যা পরমাত্মারই স্বভাব, তাহাও বলিতে পার না, যেহেতু পরমাত্মা নিত্যমুক্তস্বভাব ও বিদ্যাময়। তবে সেই অবিদ্যা কর্ম্মাত্মারই স্বভাব বলি, তাহাও অসম্ভব, যেহেতু কর্ম্মাত্মা বাস্তবিক নিঃস্ব-ভাব; কখনও অবিদ্যা তাহার স্বভাব হইতে পারে না। যেমন শশকের বিষণ (শৃঙ্গ) অসম্ভব, সেইরূপ নিঃস্বভাবের অবিদ্যাস্বভাব হইতে পারে না। এইক্ষণ অবিদ্যা অবিদ্যারই স্বভাব বলিতে পারি, ইহাতে আর কোনরূপ বিচার নাই। যেমন দিনকরের করস্পর্শমাত্র নীহারকণা বিলয় পায়, সেইরূপ জ্ঞানের উদয় হইলে অবিদ্যা বিলয় প্রাপ্ত হয়; ইত্যাদিপ্রকারে বৈদান্তিকেরা বহু তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ বিশেষ প্রয়ো-জনীয় নহে।

যৈরপি নৈয়ায়িকাদিভিরাত্মা চেতনাযোগাচ্চেতন ইত্যুচ্যতে চেতনাপি তস্য মনঃসংযোগজা তথা হি ইচ্ছাজ্ঞানপ্রযত্নাদয়ো যে গুণাস্তস্য ব্যবহারদশা-য়াম্ আত্মমনঃসংযোগাদুৎপদ্যন্তে তৈরেব চ গুণৈঃ স্বয়ং জ্ঞাতা কর্ত্তা ভোক্তেতি ব্যপদিশ্যতে মোক্ষদশায়াং তু মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তৌ তন্মূলানাং দোষাণামপি নিবৃত্তিস্তেষাং বুদ্ধ্যাদীনাং বিশেষগুণানামত্যন্তোচ্ছিত্তিঃ স্বরূপ মাত্রপ্রতিষ্ঠত্বমাত্মনোঽঙ্গীকৃতং তেষামযুক্তঃ পক্ষঃ। যতস্তস্যাং দশায়াং নিত্যত্বব্যাপকত্বাদয়ো গুণাঃ আকাশদীনামপি সন্তি অতস্তদ্বৈলক্ষণ্যেনাত্মন-শ্চিদ্রূপত্বমবশ্যমঙ্গীকার্য্যম্। আত্মত্বলক্ষণজাতিযোগ ইতি চেৎ ন সর্ব্বস্যৈব তজ্জাতিযোগঃ সম্ভবতি অতো জাতিভ্যো বৈলক্ষণ্যমাত্মনোঽবশ্যমঙ্গীকর্ত্তব্যং তস্যাধিষ্ঠাতৃত্বং চিদ্রূপতয়ৈব ঘটতে নান্যথা।

নৈয়ায়িকেরা বলিয়া থাকেন, যে আত্মা সচেতন নহে, চেতনাসংযোগে তাঁহার সচেতনত্ব হয় আত্মার মনের সহিত সংযোগ হইলে ইচ্ছা, জ্ঞান প্রযত্ন্যাদির ব্যপদেশ হইয়া থাকে। মোক্ষকালে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি আত্মার যে সকল গুণ আছে, তাহাদিগের ব্যবহারকালে আত্মমনঃসংযোগে আত্মার চৈতন্য উৎপন্ন হয় এবং সেই সকল গুণদ্বয়ের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি মিথ্যা-জ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া সেই মিথ্যাজ্ঞানের মূলীভূত দোষেরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। তখন সেই সকল বুদ্ধি প্রভৃতির বিশেষ গুণেরও নিবৃত্তি হইয়া কেবল আত্মার স্বরূপমাত্র বিদ্যমান থাকে। নৈয়ায়িকদিগের এইমত যুক্তিযুক্ত নহে। যেহেতু মোক্ষদশাতে নিত্য ব্যাপকত্বাদি গুণ আকাশাদিরও থাকে, অতএব আত্মার কোন বিশেষ গুণ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; সেই বিশেষ গুণই চিদ্রূপত্ব, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। নচেৎ নিত্যত্ব ব্যাপকত্বাদিগুণ আকাশাদিরও আছে, তাহাদিগেরও আত্মত্ব হইতে পারে। যদি কেবল যাতিযোগই আত্মার বিশেষ গুণ বলিয়া স্বীকার করি, তাহাও যুক্তপক্ষ নহে, যাতিযোগ সাধারণ পদার্থেরই আছে, তাহাতে আত্মার বিশেষ কি হইল? অতএব আত্মার চিদ্রূপত্ব ও সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্ব স্বীকার করিতে হয়।

যৈরপি মীমাংসকৈঃ কর্ম্মকর্ত্তৃরূপ আত্মাঙ্গীক্রিয়তে তেষামপি ন যুক্তঃ পক্ষঃ। তথাহি অহংপ্রত্যয়গ্রাহ্য আত্মেতি তেষাং প্রতিজ্ঞা অহংপ্রত্যয়ে চ কর্ত্তৃত্বং কর্ম্মত্বঞ্চাত্মন এব নচ এতদ্বিরুদ্ধত্বাদুপপদ্যতে কর্ত্তৃত্বং প্রমাতৃত্বং কর্ম্মত্বঞ্চ প্রমেয়ত্বং ন চৈতদ্বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসো যুগপদেকস্য ঘটতে যদ্বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যস্তং ন তদেকং যথা ভাবাভাবৌ বিরুদ্ধে চ কর্ত্তৃত্বকর্ম্মত্বে। অথোচ্যতে ন কর্ত্তৃত্বকর্ম্মত্বয়োর্ব্বিরোধঃ কিন্তু কর্ত্তৃকরণত্বয়োঃ কেন এতদুক্তং বিরুদ্ধ ধর্ম্মাধ্যাসস্য তুল্যত্বাৎ কর্ত্তৃকরণত্বয়োরেব বিরোধঃ ন কর্ত্তৃত্বকর্ম্মত্বয়োঃ। তস্মাদহংপ্রত্যয়গ্রাহ্যত্বং পরিহৃত্যাত্মনোঽধিষ্ঠাতৃত্বমেবোপপন্নম্। তচ্চ চেতনত্বমেব।

যৈরপি দ্রব্যবোধপর্য্যায়ভেদেনাত্মনোঽব্যাপকস্য শরীরপরিমাণস্য পরিণামিত্বমিষ্যতে তেষাম্ উত্থানপরাহত এব পক্ষঃ পরিণামিত্বে চিদ্রূপতাহানেশ্চিদ্রূপতাঽভাবে কিমাত্মন আত্মত্বম্ তস্মাদাত্মন আত্মত্বমিচ্ছতা চিদ্রূপত্বমেবাঙ্গীকর্ত্তব্যং তচ্চাধিষ্ঠাতৃত্বমেব।

কেচিৎ কর্ত্তৃরূপমেবাত্মানমিচ্ছন্তি তথা হি বিষয়সান্নিধ্যে যা জ্ঞানলক্ষণা ক্রিয়া সমুৎপন্না তস্যা বিষয়সংবিত্তিঃ ফলং তস্যাঞ্চ ফলরূপায়াং সংবিত্তৌ

মীমাংসকেরা আত্মাকে কর্ম্মকর্ত্তৃরূপ বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাও যুক্তপক্ষ নহে। যেহেতু তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, আত্মা অহংপ্রত্যয়গ্রাহ্য অর্থাৎ "আমিই সর্ব্বময় ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞানের গোচর, ইহাতে এক আত্মারই কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব জানা যায়। কিন্তু উক্ত ধর্ম্মদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ ; সুতরাং এক সময়ে এক পদার্থে থাকিতে পারে না। যে ব্যক্তি জ্ঞাতা সেই জ্ঞেয় এইরূপ জ্ঞান একদা হয় না, অতএব আত্মাকে কর্ত্তৃকর্ম্মস্বরূপ বলা যায় না।

যাঁহারা অব্যাপক শরীরাদিরন্যায় আত্মার পরিণামিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের মত স্বয়ংই নিরস্ত আছে। আত্মার পরিণামিত্ব স্বীকার করিলে তাঁহার চিদ্রূপতার হানি হয়। আত্মার চিদ্রূপতা স্বীকার না করিলে আত্মার আত্মত্বের ব্যাঘাত হয়, অতএব যাঁহারা আত্মার আত্মত্ব ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের অবশ্য আত্মার চিদ্রূপত্ব স্বীকার করিতে হয়।

কেহ কেহ আত্মাকে কর্ত্তৃস্বরূপে স্বীকার করেন, যখন বিষয় সন্নিধানে

স্বরূপং প্রকাশরূপতয়া প্রতিভাসতে বিষয়শ্চ গ্রাহ্যতয়া আত্মা চ গ্রাহকতয়া ঘটমহং জানামীত্যাকারেণ তস্যাঃ সমুৎপত্তেঃ। ক্রিয়ায়াশ্চ কারণং কর্ত্তৈব ভবতীত্যতঃ কর্ত্তৃত্বং ভোক্তৃত্বঞ্চাত্মনো রূপমিতি। তদনুপপন্নং যস্মাত্তাসাং সংবিত্তীনাং স কিং কর্ত্তৃত্বং যুগপৎ প্রতিপদ্যতে ক্রমেণ বা যুগপৎ। কর্ত্তৃত্বে ক্ষণান্তরে তস্য কর্ত্তৃত্বং ন স্যাৎ। অথ ক্রমেণ কর্ত্তৃত্বং তদৈকরূপস্য ন ঘটতে। একেন রূপেণ চেৎ তস্য কর্ত্তৃত্বং তদৈকস্য সদৈব সন্নিহিতত্বাৎ সর্ব্বফলমেক-রূপং স্যাৎ অথ নানারূপতয়া তস্য কর্ত্তৃত্বং তদা পরিণামিত্বম্ পরিণামিত্বাচ্চ ন চিদ্রূপত্বং অতশ্চিদ্রূপত্বমাত্মন ইচ্ছদ্ভির্ন সাক্ষাৎকর্ত্তৃত্বমঙ্গীকর্ত্তব্যং যাদৃশম-স্মাভিঃ কর্ত্তৃত্বমাত্মনঃ প্রতিপাদিতং কুটস্থস্য নিত্যস্য চিদ্রূপস্য তদেবোপপন্নম্।

এতেন স্বপ্রকাশস্য আত্মনো বিষয়সংবিত্তিদ্বারেণ গ্রাহকত্বমভিব্যজ্যতে ইতি যে বদন্তি তেঽপি অনেনৈব নিরাকৃতাঃ।

কেচিৎ বিমর্ষাত্মকত্বেনাত্মনশ্চিন্ময়ত্বমিচ্ছন্তি তে চ্যাহুর্ন বিমর্ষব্যতিরেকেণ

আত্মার জ্ঞানক্রিয়া সমুৎপন্ন হয়, তাহাতে বিষয় জ্ঞানরূপ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে তখনই আত্মার প্রকাশ হয়। ঐ বিষয় গ্রাহ্য এবং আত্মা গ্রাহক, ইহাতে "আমি ঘট জানিতেছি" ইত্যাদিরূপে আত্মার কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ পায়। এই মতও অযুক্ত, যেহেতু সেইরূপ জ্ঞানকালে সাধারণের যে কর্ত্তৃত্ব হয়। তাহা কি একদা অথবা ক্রমতঃ হইয়া থাকে? যদি একদা সকলের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার কর, তাহাহইলে ক্ষণান্তরে তাহার কর্ত্তৃত্ব হইতে পারে না। আর যদি ক্রমতঃ কর্ত্তৃত্ব বল, তবে একরূপের কর্ত্তৃত্ব ঘটে না এবং একরূপে কর্ত্তৃত্ব হইলে সর্ব্বদাই একরূপ ফল হইতে পারে। আর যদি নানারূপে কর্ত্তৃত্ব স্বীকার কর, তাহাহইলে আত্মার পরিণামিত্ব ঘটিয়া উঠে। পরিণামিত্ব হইলে তাহার চিদ্রূপত্ব হইতে পারে না, অতএব যাহারা আত্মার চিদ্রূপতা ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আত্মার সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে পারেন না। আমরা আত্মার যেরূপ কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছি, তাহা নিত্য কূটস্থ চিদ্রূপ আত্মার সম্ভব হইতে পারে। যাহারা আত্মার বিষয় জ্ঞানদ্বারা গ্রাহকত্ব স্বীকার করে; এই যুক্তিদ্বারা তাহাদিগের মত নিরস্ত হইল।

যাঁহারা বিমর্ষাত্মকত্বরূপে আত্মার চিন্ময়ত্ব ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বলিয়া

চিদ্রূপত্বমাত্মনো নিরূপয়িতুং শক্যং জগদ্বৈলক্ষণ্যমেব চিদ্রূপত্বমুচ্যতে তচ্চ বিমর্ষব্যতিরেকেণ নিরূপ্যমাণং নান্যথাবতিষ্ঠতে। তদনুপপন্নম্ ইদমিত্থ-মেবংরূপমিতি যো বিচারঃ স বিমর্ষ ইত্যুচ্যতে স চাস্মিতাব্যতিরেকেণ নোত্থানমেব লভতে তথাহি আত্মন্যুপজায়মানো বিমর্ষোঽহমেবংভূত ইত্য-নেন আকারেণ সংবেদ্যতে ততশ্চাহংশব্দভিন্নস্য আত্মলক্ষণস্য অর্থস্য তত্র স্ফুরণান্ন তত্র বিকল্পস্বরূপতাতিক্রমঃ বিকল্পশ্চাধ্যবসায়াত্মা বুদ্ধিধর্ম্মো ন চিদ্ধর্ম্মঃ কূটস্থনিত্যত্বেন চিতেঃ সদৈকরূপত্বাৎ নিত্যত্বান্নাহঙ্কারানুপ্রবেশঃ। তদনেন সবিমর্ষত্বমাত্মনঃ প্রতিপাদয়তা বুদ্ধিরিবাত্মত্বেন ভ্রান্ত্যা প্রতিপাদিতা ন প্রকাশাত্মনঃ পরস্য পুরুষস্য স্বরূপমবগতমিতি।

ইত্থং সর্ব্বেষ্বেব দর্শনেষ্বধিষ্ঠাতৃত্বং বিহায় নান্যদাত্মনোরূপমুপপদ্যতে। অধিষ্ঠাতৃত্বঞ্চ চিদ্রূপত্বং তচ্চ জড়াদ্বৈলক্ষণ্যমেব চিদ্রূপতয়া যদিধিতিষ্ঠতি তদেব ভোগ্যতাং নয়তি যচ্চ চেতনাধিষ্ঠিতং তদেব সকলব্যাপারযোগ্যং ভবতি। এবঞ্চ সতি নিত্যত্বাৎ প্রধানস্য ব্যাপারনিবৃত্তৌ যদাত্মনঃ কৈবল্য-মস্মাভিরুক্তং তদ্বিহায় দর্শনান্তরাণাং নান্যা গতিঃ। তস্মাদিদমেব যুক্তমুক্তং বৃত্তিসারূপ্যপরিহারেণ স্বরূপে প্রতিষ্ঠা চিতিশক্তেঃ কৈবল্যম্।

থাকেন যে, বিমর্ষ ব্যতিরেকে আত্মার চিন্ময়ত্ব নিরূপণ করিতে পারা যায় না। একথাও অযুক্ত, যেহেতু "ইহা এইরূপ" ইত্যাদিরূপ বিচারের নাম বিমর্ষ। অস্মিতা ব্যতিরেকে এই বিমর্ষের উদ্ভবই হইতে পারে না; আত্মাতে যে বিমর্ষ জন্মে, তাহা "আমি এইরূপ" ইত্যাকারে জানা যায়; সুতরাং অহং শব্দ ভিন্ন আত্মস্বরূপের অর্থ স্ফুরণ হয় না।

উক্ত প্রকারে সর্ব্বদর্শনেই আত্মার অধিষ্ঠাতৃত্ব প্রতিপন্ন হইল, এই অধি-ষ্ঠাতৃত্ব ব্যতিরেকে আত্মার অন্যস্বরূপে উপলব্ধি হয় না। আত্মার চিদ্রূপত্বই অধিষ্ঠাতৃত্ব, ইহা জড় হইতে অতিরিক্ত। যিনি চিদ্রূপে অধিষ্ঠিত আছেন, তিনিই ভোগ করিয়া থাকেন, যিনি চৈতন্যরূপে অধিষ্ঠিত আছেন, তিনিই সকল ব্যাপার সাধন করেন। এইরূপে সেই নিত্য প্রধান পুরুষ আত্মার সর্ব্বব্যাপার নিবৃত্তি হইয়া কৈবল্যপদলাভ হইয়া থাকে। ইহাই আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহা ভিন্ন দর্শনান্তরেরও অন্য গতি নাই। অতএব আমরা

তদেবং সিদ্ধান্তরেভ্যো বিলক্ষণাং সর্ব্বসিদ্ধিমূলভূতাং সমাধিসিদ্ধিমভিধায় জাত্যন্তরপরিণামলক্ষণস্য চ সিদ্ধিবিশেষস্য প্রকৃত্যাপূরণমেব কারণমিত্যুপপাদ্য ধর্ম্মাদীনাং প্রতিবন্ধকনিবৃত্তিমাত্র এব সামর্থ্যমিতি প্রদর্শ্য নির্ম্মাণচিত্তানামস্মিতামাত্রাদুদ্ভব ইত্যুক্ত্বা তেষাঞ্চ যোগিচিত্তমেবাধিষ্ঠাপকমিতি প্রদর্শ্য যোগিচিত্তস্য চিত্তান্তরবৈলক্ষণ্যমভিধায় তৎকর্ম্মণামলৌকিকত্বঞ্চোপপাদ্য বিপাকানুগুণানাং বাসনানামভিব্যক্তিসামর্থ্যকার্য্যং কারণযোশ্চৈক্যপ্রতিপাদনেন ব্যবহিতানামপি বাসনানামানন্তর্য্যমুপপাদ্য তাসামানন্ত্যেঽপি হেতুফলাদিদ্বারেণ হানমুপদর্শ্যাতীতাদিষ্বধ্বসু ধর্ম্মাণাং সদ্ভাবমুপপাদ্য বিজ্ঞানবাদং নিরাকৃত্য সাকারবাদঞ্চ প্রতিষ্ঠাপ্য পুরুষস্য জ্ঞাতৃত্বমুক্ত্বা চিত্তদ্বারেণ সকলব্যবহারনিষ্পত্তিমুপপাদ্য পুরুষসত্ত্বে প্রমাণমুপদর্শ্য কৈবল্যনির্ণ-

---

বলিয়াছি "সর্ব্ব ব্যাপার নিবৃত্ত হইয়া চিৎশক্তির যে স্বরূপে অবস্থান, তাহাই কৈবল্য" ইহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রমাণীকৃত হইল।

কৈবল্যপাদে জন্মপ্রভবাদি পঞ্চবিধ সিদ্ধির মধ্যে সমাধিসিদ্ধিই সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধির মূলীভূত, ইহা নির্ণয় করিয়া (১) প্রকৃতির জাত্যন্তর প্রাপ্তিরূপ সিদ্ধিবিশেষের কারণতা প্রতিপাদনপূর্ব্বক (২) ধর্ম্মাদির যোগসিদ্ধি-প্রতিবন্ধকনিবৃত্তি-সামর্থ্য প্রদর্শন করিয়াছেন (৩) অনন্তর যোগিগণের কর্ম্মফল ভোগার্থ এককালে নানাশরীরের উদ্ভব (৪) এবং সেই সকল শরীরের অধিষ্ঠাতৃত্ব প্রদর্শন করিয়া (৫) যোগিগণের সমাধিপ্রভব চিত্তের অন্যান্য চিত্ত হইতে বৈলক্ষণ্য নিরূপণপূর্ব্বক (৬) ত্রিবিধ কর্ম্ম ও যোগিদিগের কর্ম্মের অলৌকিকত্ব প্রতিপাদন করিয়া (৭) উক্ত ত্রিবিধ কর্ম্মের ফল, (৮) স্মৃতি ও সংস্কাররূপ কারণদ্বয়ের ঐক্যপ্রতিপাদনদ্বারা ব্যবহিত বাসনার অনন্ততা (৯) এবং হেতুফলদ্বারা সেই বাসনার নিবারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। (১০-১১) অনন্তর অতীতাদিকালে চিত্তগত ধর্ম্মের ঐক্য প্রতিপাদন করিয়া (১২) বিজ্ঞানবাদ নিরাকরণ, (১৩) সাকারবাদ স্থাপন (১৪) পুরুষের জ্ঞাতৃত্ব (১৫) এবং চিত্তদ্বারাই সকল প্রকার ব্যবহার সিদ্ধ হয়, ইহা প্রতিপাদন করিয়া (১৬) পুরুষসত্তার প্রামাণ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক

য়ায় দশভিঃ সূত্রৈঃ ক্রমেণোপযোগিনোঽর্থানভিধায় শাস্ত্রান্তরেঽপ্যেতদেব কৈবল্যমিত্যুপপাদ্য কৈবল্যস্বরূপং নির্ণীতমিতি ব্যাকৃতঃ কৈবল্যপাদঃ ॥

সর্ব্বে যস্য বশাঃ প্রতাপবসতেঃ পাদান্তসেবানতি-
প্রভ্রশ্যন্ মুকুটেষু মুর্দ্ধসু দধত্যাজ্ঞাং ধরিত্রীভৃতঃ।
যদ্বক্ত্রাম্বুজমাপ্য গর্ব্বমসমং বাগ্দেবতা সংশ্রিতা
সশ্রীভোজপতিঃ ফণাধিপতিকৃৎসূত্রেষু বৃত্তিং ব্যধাৎ ॥

ইতি মহারাজাধিরাজ শ্রীভোজদেববিরচিতায়াং রাজমার্ত্তণ্ডাভি-
ধায়াং পাতঞ্জলযোগশাস্ত্রবৃত্তৌ কৈবল্যপাদো-
নাম চতুর্থঃ পাদঃ সম্পূর্ণঃ ॥ ৪ ॥

---

(১৭) কৈবল্য নির্ণয়ার্থ দশসূত্রে ক্রমতঃ তাহার উপযোগী অর্থ নিরূপণ করিয়া (১৮-২৭) শাস্ত্রান্তরের সহিত স্বমতের ঐক্য প্রতিপাদন ও কৈবল্য স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, (২৮-৩৩) এইরূপে কৈবল্যপাদ বিবৃত হইয়াছে ॥

ইতি কৈবল্যপাদ সম্পূর্ণ ॥ ৪ ॥

ইতি পাতঞ্জলদর্শনম্ সমাপ্তং।